সূচীপত্র

তাওহীদের ডাক

৭৫তম সংখ্যা, মে-জুন ২০২৫
Web : www.tawheederdak.com

তথাকথিত নারীবাদের নামে পশ্চিমা সাংস্কৃতিক আগ্রাসন প্রতিরোধ করুন!

- ইসলামে ওয়াক্বফ আইন : কি ও কেন?
- কাশ্মীর ট্রাজেডি ও হিন্দুত্ববাদের নীলনকশা
- শয়তানের নিঃশ্বাস (ডেভিল'স ব্রেথ)
- সাক্ষাৎকার : হাফেয শেখ সা'দী (চট্টগ্রাম)
- সমকালীন মনীষী : শায়খ আব্দুল হক হাশেমী

www.tawheederdak.com

সদ্য প্রকাশিত ২টি বই
সোনামণিদের ইসলামী নাম
(প্রায় ১৮০০ ইসলামী নামের সমাহার)
গবেষণা বিভাগ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাবার পথের যাত্রী
(এক আধ্যাত্মিক সফরনামা)
ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী, মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর প্রয়োজনীয় ৪টি প্রকাশনা
কর্ম পদ্ধতি
ইহতিসাব
গঠনতন্ত্র
সিলেবাস
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭২১-৯১১২২৩, ই-মেইল : ahlehadeethjuboshongho@gmail.com, ওয়েব : www.juboshongho.org

আল-হুদা ইসলামী লাইব্রেরী
ইসলামী কিতাব ও বই-পুস্তক প্রাপ্তির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
প্রোঃ মুহাম্মাদ শামসুল হুদা বিন আব্দুল্লাহ
এখানে হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ সহ অন্যান্য প্রকাশনীর ইসলামী, কওমী ও আলিয়া মাদ্রাসার বইসমূহ ও স্কুল, কলেজের যাবতীয় বই-পুস্তক এবং স্টেশনারী সামগ্রী পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়। এছাড়া মধু, কালোজিরা তেল, আতর, সুর্মা, টুপি, জায়নামায ইত্যাদি পাওয়া যায়।
বি. দ্র. দেশের সর্বত্র ভি.পি, কুরিয়ার সার্ভিস ও ডাকযোগে বই পেতে যোগাযোগ করুন।
ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া, (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবা : ০১৭২০-৬৬৭৯৩০, ০১৭৪০-৫৪৮৫৪৬

তাওহীদের ডাক
The Call to Tawheed
৭৫ তম সংখ্যা
মে-জুন ২০২৫

উপদেষ্টা সম্পাদক
আব্দুর রশীদ আখতার
ড. নূরুল ইসলাম
ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
ড. মুখতারুল ইসলাম
সম্পাদক
মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম মাদানী
নির্বাহী সম্পাদক
আসাদুল্লাহ আল-গালিব
সহকারী সম্পাদক
নাজমুন নাঈম

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
মোবাইল : ০১৭৭৪-৫৮৫৭৯৪
সার্কুলেশন বিভাগ
০১৭৬৬-২০১৩৫৩
ই-মেইল
tawheederdak@gmail.com
ওয়েবসাইট
www.tawheederdak.com

মূল্য : ৩০ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়
- বাকসংযমেই আত্মসংযম — ২
  -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা
- দুনিয়াবী জীবনের খেল-তামাশা — ৩

তাবলীগ
- শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ)-এর ৪০ হাদীছ — ৫
  -মুহাম্মাদ আরাফাত যামান
- ঈমান থাকা সত্ত্বেও যে কারণে জাহান্নামী — ৮
  -আশরাফুল ইসলাম

বিশেষ নিবন্ধ
- অন্যায়ভাবে মানব হত্যার পরিণতি *(পূর্ব প্রকাশিতের পর)* — ১২
  -ফায়ছাল মাহমূদ

সাক্ষাৎকার
- হাফেয শেখ সা'দী (চট্টগ্রাম) — ১৬

চিন্তাধারা
- ইসলামে ওয়াক্বফ আইন : কী ও কেন! — ২০
  -ড. ইহসান ইলাহী যহীর

তারুণ্যের ভাবনা
- শয়তানের নিঃশ্বাস (ডেভিল'স ব্রেথ) : মানুষকে সম্মোহন করে সবকিছু নিয়ে যাচ্ছে! *-হাসীবুর রশীদ* — ২৪

শিক্ষাঙ্গন
- কাশ্মীর ট্রাজেডি ও হিন্দুত্ববাদের নীলনকশা — ২৭
  -মুহাম্মাদ মুত্ত্বালিব

পরশ পাথর
- শায়খ আব্দুর রহীম ম্যাকার্থী (আমেরিকা) — ৩০
  -তাওহীদের ডাক ডেস্ক

সমকালীন মনীষী
- আব্দুল হক হাশেমী *-তাওহীদের ডাক ডেস্ক* — ৩৪

গল্প — ৩৬
- পাপ থেকে আত্মরক্ষা
- অতি চালাকির পরিণাম
  -মূল : মুহসিন জব্বার; অনুবাদ : নাজমুন নাঈম

জীবনের বাঁকে বাঁকে
- নিয়তের শক্তি *-তাওহীদের ডাক ডেস্ক* — ৩৭

সংগঠন সংবাদ — ৩৮

সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম), কুইজ — ৩৯

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক), বর্ণের খেলা — ৪০

সম্পাদকীয়

বাকসংযমেই আত্মসংযম

মানুষের ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে তার চলায়-ফেরায়, কথায়-আচরণে, মন-মননে। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা মানুষকে বড় বড় সার্টিফিকেটে ভূষিত করে এবং তাতে মানুষের যোগ্যতার একটি সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে দেয়। কিন্তু তাতে যেটা স্পষ্ট হয় না তা হ'ল তার ব্যক্তিত্বের পরিচয়, তেমনি থাকে না তার মানবিক গুণাবলীর অপরূপ সৌন্দর্য কিংবা অমানবিক হিংস্রতার কদর্য কালিমা। ডিজিটাল ফিল্মে যদি মানুষের হৃদয়ছবিকে ধারণ করা যেত, তবে হয়ত জানা যেত তার আসল পরিচয়। অনুভব করা যেত হৃদয়ের শ্বেত-শুভ্র ভালোবাসার কাশফুল কিংবা মুখ ও মুখোশের ফারাক। বিজ্ঞানের অগ্রগতি যত আকাশছোঁয়াই হোক না কেন, মানবচরিত্রের এই বিচিত্র রহস্যময়তা ধারণ করা তার পক্ষে অসম্ভবই রয়ে যাবে। আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিজগতে এমন কিছু জিনিস অদৃশ্য ও দুর্বোধ্য করে রেখেছেন, যা একদম সামনাসামনি দাড়িয়েও উদ্ঘাটন করার সাধ্য যেন কারো নেই। সত্যিই সে পরাজগৎ এক অপার বিস্ময়ের।

তবে মানুষের ব্যক্তিত্ব কিংবা তার নিয়ত বা সৎ উদ্দেশ্যের পরিচয় যদি কোথাও বিকশিত হয়, তবে তার অন্যতম মাধ্যম হ'ল তার কথা বা আলাপচারিতা। এজন্য রাসূল (ছা.) যবানের সদ্ব্যবহার ও সংযমের কথা বার বার উল্লেখ করেছেন এবং এর ভিত্তিতে মানুষের ব্যক্তিত্বের একটি মানদণ্ড স্থাপন করেছেন। রাসূল (ছা.) বলেন, 'কোন বান্দার ঈমান সঠিক হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার হৃদয় ঠিক হয়, আর তার হৃদয় ঠিক হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার যবান ঠিক হয়। আর সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার অনিষ্টকারিতা থেকে তার প্রতিবেশী (বা ঘনিষ্টজনরা) নিরাপদ নয়' *(আহমাদ, সিলসিলাহ ছহীহাহ হা/২৮৪১)*। এই হাদীছে কথার সক্ষমতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেয়া হয়েছে। একজন ব্যক্তির হৃদয়জগতের পরিচ্ছন্নতা নির্ভর করে তার কথার সততা ও যথার্থতার উপর। যদি কারো কথা-বার্তায় মিথ্যা থাকে, কপটতা থাকে, অন্যায় কিছু থাকে, তবে তা মুখেই সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং হৃদয়জগতের গভীরতম প্রদেশ পর্যন্ত কলুষিত করে ফেলে।

অপরদিকে মানুষের যবানের শক্তিশালী প্রকাশমাধ্যম হ'ল তার লেখালেখি। সুতরাং কথার সাথে সাথে লেখনীর মাধ্যমেও মানুষের মনোজাগতিক সততা-শালীনতা, কপটতা ও অপবিত্রতার প্রকাশ ঘটে। বর্তমান যুগ সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ। এই যুগে মানুষ অবারিতভাবে নিজের মতামত প্রকাশের সুযোগ পাচ্ছে। সেই সাথে যিগির তোলা হয়েছে তথাকথিত বাকস্বাধীনতার। অতএব এই সুযোগের অপব্যবহার করে আমরা নির্বিবাদে যা খুশী বলি, যা খুশী লিখি, মন্তব্য করি। কখনও তা মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে যায়। আবার রেকর্ডেড হওয়ায় যুগের পর যুগ ধরে তা পাপের বোঝা বাড়ায়। এতে অন্যায় ও অনৈতিকতার প্রচার স্থায়ীভাবে হ'তে থাকে।

আমাদের বাকযন্ত্রের অপব্যবহার দ্বিপাক্ষিকভাবেই হয়। একপক্ষ যারা ক্ষমতাধর তারা অপরপক্ষকে দমন করে রাখার জন্য অহংকারবশতঃ অন্যায়, অন্যায্য কথা বলে ক্ষোভের ধিকি ধিকি আগুন জ্বালায়। অপরপক্ষ যারা তুলনামূলক ক্ষমতাহীন তারা আবার ঈর্ষা করে, হিংসা করে; মিথ্যা, প্রতারণা ও গুজবের বিষ ছড়ায়। অর্থাৎ যালিম, মাযলূম উভয়েই 'কথা'র দায় এড়াতে পারে না। এজন্য রাসূল (ছাঃ) সকল পক্ষের জন্য সাধারণ নির্দেশনা হিসাবে বলেছেন, 'প্রকৃত মুসলিম তো সে-ই যার হাত ও যবান (মুখ) থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে' *(বুখারী হা/৯)*। সুতরাং যালিম হোক, মাযলূম কারো পক্ষ থেকে কোন অন্যায় কথাবার্তা বান্দার হক নষ্টের শামিল। অন্যত্র রাসূল (ছা.) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে নতুবা চুপ থাকে *(বুখারী হা/৫৫৯৩)*।

আর যাদের কাছে বাকসংযম কোন বিষয়ই নয়, তাদের ভয়াবহ পরিণামের ব্যাপারে সতর্ক করে রাসূল (ছা.) বলেন, 'সকল কাজের মূল বিষয় ইসলাম, এর স্তম্ভ হ'ল ছালাত এবং এর সর্বোচ্চ চূড়া হ'ল জিহাদ'। এরপর তিনি সকল কল্যাণের নিয়ন্ত্রণকারী বস্তুটি সম্পর্কে বললেন, যা কিনা মানুষের ঈমান, ছালাত ও জিহাদের মত বিষয়কেও পূর্ণতা ও স্বার্থকতা দান করে। তিনি স্বীয় জিহ্বার দিকে ইশারা করে বললেন, 'এটাকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখ'। ছাহাবী মু'আয জানতে চাইলেন, 'কথার কারণেও কি আমাদেরকে জিজ্ঞাসিত হ'তে হবে?' রাসূল (ছা.) বললেন, 'মানুষের মুখের (জিহ্বার) ফসলই (কথা) তো তাকে জাহান্নামে মুখ থুবড়ে নিক্ষেপ করবে' *(তিরমিযী হা/২৬১৬)*।

মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য হ'ল, মিথ্যা বলা এবং মিথ্যার প্রচার করা। পরনিন্দা, অপবাদ, না জেনে কথা বলা, অনর্থক সন্দেহ তৈরী করা, একের কথা অন্যের কাছে লাগানো, বাড়িয়ে কথা বলা, ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়া এগুলো তাদের কাছে কোন অন্যায় নয়। এজন্য কথার লাগাম টেনে ধরা এবং কথার পরিণামফল চিন্তা করা তাদের ধাতেই নেই। ফলে তাদের মাধ্যমে সমাজে যাবতীয় অশান্তি ও অনর্থ সৃষ্টি হয়। সমাজে অস্থিরতা বাড়ে, একতা নষ্ট হয়।

প্রিয় পাঠক! বাকসংযম একটি ব্যাপক ধারণা। এর অর্থ কেবল কম কথা বলা নয়। বরং শরী'আত ও বিবেকের ফিল্টারিং রেখে কথা বলা। আল্লাহ্র কাছে জবাবদিহিতার ভয় রেখে বলা। কখন, কোথায়, কী বলা উচিৎ এবং কতটা বলা উচিৎ সে সম্পর্কে সদা সচেতন থাকা। আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তাহলে আল্লাহ তোমাদের কর্মকাণ্ড সংশোধন করবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দেবেন' *(আহযাব ৭০-৭১)*। কেননা আমরা যে কথাই বলি না কেন সেটা হুবহু সংরক্ষণ করা হয়। আল্লাহ বলেন, 'মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তা সংরক্ষণের জন্য তার কাছেই (অদৃশ্য) তৎপর প্রহরী রয়েছে *(ক্বাফ ১৮)*। অর্থাৎ একদিন না একদিন আমাদের কথার জবাবদিহিতা করতেই হবে। সুবহানাল্লাহ!

শয়তান মানুষকে কথার অপব্যবহারের মাধ্যমে ফিৎনায় নিক্ষেপ করে। তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, ফাসাদ ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করে। পরিশেষে ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। অতএব আসুন! আমরা বাকসংযমের যথাযথ অনুশীলন করি। একে আমাদের নিত্য অভ্যাসে পরিণত করি। বিশেষ করে বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সহজলভ্যতার যুগে আত্মসংযমের জন্য বাকসংযমের কোন বিকল্প নেই। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখতে হ'লে এবং একটি সুন্দর, শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ সমাজ-সংগঠন কায়েম করতে হ'লে আত্মসংযমের অন্যতম মৌলিক গুণ বাকসংযম আমাদেরকে অবশ্যই অর্জন করতে হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন—আমীন!

দুনিয়াবী জীবনের খেল-তামাশা

আল-কুরআনুল কারীম :

١- وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ-

'এই পার্থিব জীবন তো খেল-তামাশা ব্যতীত কিছু নয়। আর পরকালীন জীবন হ'ল চিরস্থায়ী যদি তারা জানত!' *(আনকাবূত ২৯/৬৪)*।

٢- إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا يُؤْتِكُمْ أُجُوْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ-

'পার্থিব জীবন খেল-তামাশা বৈ কিছু নয়। তবে যদি তোমরা ঈমান আনো ও আল্লাহভীরু হও, তাহ'লে তিনি তোমাদের পূর্ণ প্রতিদান দিবেন। আর তিনি তোমাদের ধন-সম্পদ চান না' *(মুহাম্মাদ ৪৭/৩৬)*।

٣- اعْلَمُوْا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِيْنَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ-

'তোমরা জেনে রাখ যে, পার্থিব জীবন খেল-তামাশা, সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ছাড়া কিছুই নয়। যার উপমা বৃষ্টির ন্যায়। যার উৎপাদন কৃষককে চমৎকৃত করে। অতঃপর তা শুকিয়ে যায়। যাকে তুমি হলুদ দেখতে পাও। অতঃপর তা খড়-কুটায় পরিণত হয়। আর পরকালে রয়েছে (কাফেরদের জন্য) কঠিন শাস্তি এবং (মুমিনদের জন্য) আল্লাহ্র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। বস্তুত পার্থিব জীবন ধোঁকার উপকরণ ছাড়া কিছু নয়' *(হাদীদ ৫৭/২০)*।

٤- وَذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيْعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِيْنَ أُبْسِلُوْا بِمَا كَسَبُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيْمٍ وَعَذَابٌ أَلِيْمٌ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ-

'যারা নিজেদের দ্বীনকে খেল-তামাশার বস্তুতে পরিণত করেছে এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে ধোঁকায় ফেলেছে, তাদেরকে তুমি পরিত্যাগ কর। তুমি তাদেরকে কুরআন দ্বারা উপদেশ দাও, যাতে কেউ স্বীয় কৃতকর্মের দরুন ঐদিন ধ্বংস না হয়, যেদিন আল্লাহ ব্যতীত তার কোন বন্ধু বা কোন সুফারিশকারী থাকবে না। আর যেদিন সকল প্রকার বিনিময় দিলেও তা গ্রহণ করা হবে না। এইসব লোকেরা নিজেদের কর্মদোষে ধ্বংস হয়েছে। তাদের অবিশ্বাসের কারণে তাদের প্রতিফল হিসাবে রয়েছে উত্তপ্ত পানীয় এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি' *(আন'আম ৬/৭০)*।

٥- وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِيْنٌ- وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ-

'লোকদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা অজ্ঞতা বশে বাজে কথা খরীদ করে মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুৎ করার জন্য এবং তারা আল্লাহ্র পথকে ঠাট্টার বস্তুরূপে গ্রহণ করে। এদের জন্য রয়েছে হীনকর শাস্তি'। 'আর যখন তার সামনে আমাদের আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন সে দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন সে শুনতেই পায়নি। যেন তার দুই কানে বধিরতা রয়েছে। অতএব তুমি তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও' *(লোক্বমান ৩১/৬-৭)*।

٦- الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوْا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوْا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُوْنَ-

'যারা তাদের দ্বীনকে খেল-তামাশার বস্তুতে পরিণত করেছিল এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে ধোঁকায় ফেলেছিল, আজ আমরা তাদেরকে ভুলে যাব, যেমন তারা তাদের এ দিনের সাক্ষাতের কথা ভুলে গিয়েছিল এবং যেমন তারা আমাদের আয়াতসমূহকে অস্বীকার করত' *(আ'রাফ ৭/৫১)*।

হাদীছের বাণী :

٨- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَرْجِ إِذْ عَرَضَ شَاعِرٌ يُنْشِدُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذُوا الشَّيْطَانَ أَوْ أَمْسِكُوْا الشَّيْطَانَ لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا

(৮) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে আরজ অঞ্চলে ভ্রমণ করছিলাম। সে সময় এক কবি কবিতা আবৃত্তি করতে করতে আসল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, শয়তানটাকে ধর, অথবা (বর্ণনায় সংশয় তিনি বললেন) শয়তানটাকে বাধা দাও। কোন ব্যক্তির পেট পুঁজ ভর্তি হয়ে যাওয়া কবিতায় ভর্তি হওয়া হ'তে উত্তম'।[১]

---

১. মুসলিম হা/২২৫৯; মিশকাত হা/৪৮০৯।

٩- عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ كَانُوْا يَسِيْرُوْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إِلَى حَبْلٍ مَعَهُ لِأَخْذِهِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا-

(৯) ইবনু আবু লায়লা (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাকে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ হাদীছ বর্ণনা করেছেন যে, একদা তারা রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে সফরে ছিলেন। তাদের এক ব্যক্তি ঘুমিয়ে পড়লে তাদের মধ্যকার কেউ গিয়ে (মজার ছলে) তার সঙ্গের রশি নিয়ে আসল। তাতে সে ভয় পেয়ে গেল। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'কোন মুসলিমের জন্য অন্য মুসলিমকে ভয় দেখানো বৈধ নয়'।[২]

١٠- عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِيْ طَرِيْقٍ، فَسَمِعَ مِزْمَارًا، فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَنَاءَ عَنِ الطَّرِيقِ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ، ثُمَّ قَالَ لِي بَعْدَ أَنْ بَعُدَ: يَا نَافِعُ! هَلْ تَسْمَعُ شَيْئًا؟ قُلْتُ: لَا، فَرَفَعَ أُصْبُعَيْهِ مِنْ أُذُنَيْهِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ فَسَمِعَ صَوْتَ يَرَاعٍ، فَصَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ-

(১০) নাফে' বলেন, আমি রাস্তায় ইবনু ওমরের সাথে ছিলাম। তিনি বাদ্যযন্ত্রের আওয়ায শুনে তার দু'কানে দু'আঙ্গুল প্রবেশ করালেন এবং রাস্তার অন্য পাশে সরে গেলেন। অতঃপর দূরে গিয়ে বললেন, নাফে! তুমি কি এখন কিছু শুনতে পাচ্ছ? (নাফে' বলেন,) আমি বললাম, না। তখন তিনি তার কান থেকে আঙ্গুল সরালেন এবং বললেন, আমি একদা নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। তিনি বাঁশির আওয়ায শুনে এরূপ করেছিলেন'।[৩]

١١- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُوْلُ: لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيْهِ لَاعِبًا، وَلَا جَادًّا وَقَالَ سُلَيْمَانُ: لَعِبًا وَلَا جِدًّا وَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيْهِ فَلْيَرُدَّهَا-

(১১) আব্দুল্লাহ ইবনুস সায়িব ইবনু ইয়াযীদ (রহঃ) তার পিতা থেকে তার দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, 'তোমাদের কেউ যেন তার ভাইয়ের কোনো জিনিস না নেয়, খেলাচ্ছলেই হোক কিংবা বাস্তবেই হোক। আর কেউ তার কোনো ভাইয়ের লাঠি নিয়ে থাকলে তা যেন ফিরিয়ে দেয়'।[৪]

١٢- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةٌ وَمَنْ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَا يَذْكُرُ اللهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةٌ-

(১২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন স্থানে বসল অথচ আল্লাহকে স্মরণ করল না, তার জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে লাঞ্ছনা। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি বিছানায় শুয়েছে অথচ আল্লাহকে স্মরণ করল না, তার জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে লাঞ্ছনা'।[৫]

١٣- عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَيْلٌ لِمَنْ يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ-

(১৩) বাহয ইবনু হাকীম (রহঃ) তার বাবা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত আছে তার দাদা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'সেই লোক ধ্বংস হোক, যে মানুষকে হাসানোর উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলে। তার জন্য ধ্বংস, তার জন্য ধ্বংস'।[৬]

মনীষীদের বক্তব্য :

১. ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন, 'প্রতিটি খেল-তামাশাই বাতিল, বিশেষ করে যখন তা মানুষকে আল্লাহ্র আনুগত্য থেকে বিরত রাখে'।[৭]

২. ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, 'আল্লাহ কাফেরদের এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তারা দ্বীনকে খেল-তামাশা ও খেলাচ্ছলে গ্রহণ করেছিল এবং দুনিয়ার সৌন্দর্য ও চাকচিক্য দ্বারা প্রতারিত হয়েছিল। এর ফলে তারা আখেরাতের জন্য যে কাজ করার নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছিল, তা থেকে তারা গাফেল হয়ে যায়'।[৮]

৩. আল্লামা ইকবাল (রহঃ) বলেছেন, 'এ কোন মূর্খ সভ্যতা, যা ফেলেছে তাদের বিভ্রান্তির গহ্বরে, যত অকল্যাণের জালে। বানিয়েছে তাদের তরে ভোগ-বিলাসের প্রতিমা, যাতে পবিত্র হারাম (আল্লাহ্র ঘর) ঢেকে যায় আঁধারে'।[৯]

সারবস্তু :

১. দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশার ও প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ভিন্ন কিছুই নয়। ২. সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপর ভরসায় সত্যসেবী মুমিনের নিকট পার্থিব তৃপ্তি তুচ্ছই মনে হয়। ৩. পার্থিব খেল-তামাশা ছেড়ে পরকালীন সফলতা অর্জনের জন্য কষ্টকর জীবনই মুমিনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। আল্লাহ আমাদের সকলকেই পার্থিব জীবনের মোহ ছেড়ে পরকালীন পাথেয় অর্জনের তাওফীক দান করুন।-আমীন!

---

২. আবুদাঊদ হা/৫০০৪; মিশকাত হা/৩৫৪৫।
৩. আহমাদ হা/৪৫৩৫ আবুদাঊদ হা/৪৯২৪; মিশকাত হা/৪৮১১।
৪. আবুদাঊদ হা/৫০০৩; ছহীহুত তারগীব হা/২৮০৮।
৫. আবূদাঊদ হা/৪৮৫৬; মিশকাত হা/২২৭২; ছহীহাহ হা/৭৮।
৬. আবুদাঊদ হা/৪৯৯০; তিরমিযী হা/২৩১৫; মিশকাত হা/৪৮৩৪।
৭. ফৎহুল বারী ১১/৯৩ পৃ.।
৮. ইবনু কাছীর ২/২২৮ পৃ.।
৯. তানযীহুশ শরী'আহ ৬৭ পৃ.।

শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ)-এর ৪০ হাদীছ

-মুহাম্মাদ আরাফাত যামান

ভূমিকা : শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী। ভারত উপমহাদেশের আধুনিক যুগের সংস্কারকদের মধ্যে তিনি সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য আলেম। তাকে *The Inspiration of Ahle hadeeth Movement* বলে আখ্যায়িত করা হয়। তিনিই প্রথম হাদীছে আরবাঈন লিখেন। তিনি বলেন, হামদ্ ও ছালাতের পর এই চল্লিশটি হাদীছ হ'ল নবী করীম (ছাঃ) হ'তে ধারাবাহিক এবং ছহীহ সনদে বর্ণিত'।[১০] যার ব্যাখ্যা একই সাথে খুব প্রাঞ্জল এবং অর্থবহ। যা অধ্যয়নের মাধ্যমে কল্যাণের অভিযাত্রীরা প্রভূত উপকার লাভ করবে ইনশাআল্লাহ।

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি :

নিঃসন্তান পিতা শাহ আব্দুর রহীম-এর ৬০ বৎসর বয়স পার হবার পরে নব পরীণীতা দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে শাহ অলিউল্লাহ, আহ্লুল্লাহ ও হাবীবুল্লাহ নামক পর পর তিনটি পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করে। ৭ বৎসর বয়সে শাহ অলিউল্লাহ পবিত্র কুরআনের হাফেয হন। ১০ বৎসর বয়সে 'শারহে জামী' শেষ করে পিতার নিকটে ফিক্বহ, উছূলে ফিক্বহ, তাফসীরে বায়যাভী, আক্বায়েদ, মানতিক, মিশকাত ও অন্যান্য কিতাব পড়তে শুরু করেন। এই সময় তাঁর অন্যান্য উস্তাদগণের মধ্যে মুহাম্মাদ আফযাল শিয়ালকোটি, অফ্দুল্লাহ মাক্কী, তাজুদ্দীন মাক্কী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। ১১৪৩ হিজরীতে তিনি মদীনা গমন করেন এবং শায়েখ আবু তাহের কুর্দী (মৃ. ১১৪৫ হি.)-এর নিকটে ছহীহ বুখারীর পাঠ শুরু করেন। একই সময়ে তিনি তাঁর নিকট থেকে অন্যান্য হাদীছের পাঠ দানের ও সনদ প্রদানের অনুমতি লাভ করেন। উস্তাদ প্রায়ই বলতেন, 'অলিউল্লাহ আমার নিকট থেকে শব্দের সনদ নিচ্ছে, আর আমি তার নিকট থেকে অর্থের সনদ নিচ্ছি'।

১৫ বৎসর বয়স থেকে বুযুর্গ পিতা তাঁকে আধ্যাত্মিকতার সবক দিতে শুরু করেন এবং ১৭ বৎসর বয়সে তাঁকে 'বায়'আত' গ্রহণের অনুমতি দেন। সে বছরেই তিনি ইন্তেকাল করলে শাহ অলিউল্লাহ আমৃত্যু উক্ত 'বায়'আত ও ইরশাদ'-এর আসন অলংকৃত করেন'।[১১]

হাদীছের সনদ :

উক্ত কিতাবের ৪০টি হাদীছ নিচের এই একটি সনদ দিয়েই বর্ণিত হয়েছে, তাই প্রতিবার একই সনদ বর্ণনা না করে তা প্রথমবারেই পূর্ণাঙ্গ আকারে দেওয়া হ'ল,

قَالَ الْفَقِيرُ وَلِىُّ اللهِ على شَافَهَنِي اُبو الطَّاهِرِ الْمَدَنِي عَنْ أَبِيهِ الشيخ إِبْرَاهِيمُ الكُرْدِي عَنْ زَيْنِ الْعَابدِينَ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الْقَادِرِ عَنْ جَدِهِ يَحْيَى عَنْ جَدِهِ الْمُحِبِّ عَنْ عَيْ أَبِيهِ أَبِي أَيْمَنِ عَنْ أَبِيْهِ شِهَاب أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ رَضِي الدِّين عَنْ إِلَى الْقَاسِمِ عَنِ السَّيِّدِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ وَالِدِهِ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ وَالِدِهِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ ابِي عَلَى عَنْ وَالِدِهِ مُحَمَّدِ زَاهِدٍ عَنْ وَالِدِهِ أَبِي عَلي عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ وَالِدِهِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ وَالِدِهِ الْحُسَيْنِ عَنْ وَالِدِهِ جَعْفَرَ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ زَيْنِ الْعَابدِينَ عَنْ أَبِيهِ الإِمَامِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

আল্লাহ্র নগণ্য বান্দা শাহ অলিউল্লাহ বলেন, আবু তাহের মাদানী আমাকে সরাসরি শুনিয়েছেন তার বাবা শায়েখ ইব্রাহীম কুর্দীর বরাতে যায়নূল আবেদীন হ'তে, সে তার পিতা আব্দুল ক্বাদীর হ'তে, সে তার দাদা ইহইয়াহ হ'তে, সে তার দাদা মুহিব হ'তে, সে তার বাবার চাচা আবী আয়মান হ'তে, সে তার বাবা শিহাব আহমাদ হ'তে, সে তার বাবা রাযীউদ্দীন হ'তে, সে তার বাবা ক্বাসিম হ'তে, সে সাইয়িদ আবু মুহাম্মাদ হ'তে, সে তার পিতা আবুল হাসান হ'তে, সে তার বাবা আবু তালেব সে আবু আলী হ'তে, সে তার পিতা মুহাম্মাদ যাহিদ হ'তে, সে তার পিতা আবু অক্বী হ'তে, সে আবুল ক্বাসেম হ'তে, সে তার পিতা মুহাম্মাদ হ'তে, সে আল-হুসাইন হ'তে, সে তার পিতা জা'ফর হ'তে, সে তার পিতা আব্দুল্লাহ হ'তে, সে তার পিতা যায়নূল আবেদীন, হ'তে সে তার পিতা হুসাইন (রাঃ) হ'তে, সে তার পিতা আলি ইবনু আবু তালেব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

১. لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ 'সংবাদ আর স্বচক্ষে দেখা সমান নয়'।[১২] অর্থাৎ সরাসরি কোন বস্তু প্রত্যক্ষ করা, আর তা প্রত্যক্ষ ব্যতীত সে বিষয়ে শোনা একই প্রভাব ফেলে না। বরং স্বচক্ষে দেখার মাধ্যমে মানুষ বেশী প্রভাবিত হয়।[১৩]

২. الْحَرْبُ خُدْعَةٌ 'যুদ্ধ হ'ল কৌশল'।[১৪] অর্থাৎ অস্ত্র দ্বারা সম্মুখ যুদ্ধে বিজিত হওয়ার চেয়ে বিনা রক্তপাতে যুদ্ধে বিজিত

১০. শাহ অলিউল্লাহ (রহঃ)-এর ৪০ হাদীছের অধিকাংশই ছহীহ হলেও ২টি জাল এবং কিছু যঈফ হাদীছ রয়েছে। যা অন্যান্য হাদীছগ্রন্থ দ্বারা তাখরীজ করা হয়েছে।

১১. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ' (থিসিস), ২৫১-২৫৪ পৃ.।

১২. আহমাদ হা/১৮৪২; মিশকাত হা/৫৭৩৮, আলবানী-ছহীহ।

১৩. হাদীছের সংযুক্ত ব্যাখ্যা পাঠকের বুঝার সুবিধার্থে যুক্ত করা হয়েছে।

১৪. বুখারী হা/৩০৩০।

www.tawheederdak.com

হওয়া অধিকতর কল্যাণকর। যা কখনও দূরদর্শী কূটনীতি ও চুক্তির মাধ্যমেও হয়ে থাকে।

৩. اَلْمُسْلِمُ مِرْآةُ الْمُسْلِمِ 'এক মুসলিম অপর মুসলিমের আয়না স্বরূপ'।[১৫]

৪. اَلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ 'যার নিকট পরামর্শ চাওয়া হয় সে (গোপনীয়তার) আমানতদার'।[১৬] অর্থাৎ পরামর্শ গ্রহীতার গোপন বিষয়াদি পরামর্শদাতার নিকট তা আমানত।

৫. اَلدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ 'কল্যাণ কাজে উৎসাহ দানকারী সেই কাজের আমলকারীর সমান'।[১৭] অর্থাৎ শুধুমাত্র উৎসাহ দেওয়ার কারণে আল্লাহ উৎসাহ দানকারীকে আমলকারী সমপরিমাণ ছওয়াব দান করবেন।

৬. إِسْتَعِيْنُوْا عَلَى الْحَوَائِجِ بِالْكِتْمَانِ 'প্রয়োজনীয় সাহায্য গোপনে নাও'।[১৮] অর্থাৎ নিজের দুর্বলতা বা প্রয়োনীয়তার কারণে কারো নিকট সাহায্য চাইলে তা গোপনে চাওয়া উচিত। কেননা মানুষ আপনার দুর্বলতাগুলো জানতে পারলে আপনাকে পরবর্তীতে হেয় প্রতিপন্ন করবে।

৭. إِتَّقُوْا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ 'খেজুরের অংশের বিনিময়ে হলেও জাহান্নাম হ'তে বাঁচ'।[১৯] স্পষ্টত দুনিয়াবী জীবনে সর্বোচ্চ গুরুত্ব পাবে জাহান্নাম হ'তে রক্ষা পাওয়ার কাজগুলো, যদিও তা ক্ষুদ্র হয়।

৮. اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ 'দুনিয়া মুমিনের জন্য কারাগার এবং কাফেরের জন্য জান্নাত'।[২০] কাফেররা তাদের দুনিয়ার ভাল কর্মগুলোর প্রতিদান দুনিয়াতেই পেয়ে যায়। পক্ষান্তরে মুমিনদের জন্য আখেরাতের নাজ-নে'মত অপেক্ষমান। আর সেটাই তার চূড়ান্ত সফলতা।

৯. اَلْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ 'লজ্জা হ'ল সকল ভালো কাজের মূল'।[২১] যার লজ্জা নেই সে যেকোন মন্দ কাজ করতে পারে। ফলে লজ্জাশীল ব্যক্তি তার লজ্জার কারণে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকে। ফলে লজ্জাই তার জন্য কল্যাণকর হয়।

১০. عِدَةُ الْمُؤمِنِ كَأَخْذِ الْكَفِّ 'মুমিনের অঙ্গীকার হাতের বন্ধনের ন্যায় দৃঢ়'।[২২] অর্থাৎ সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না।

১১. لَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَّهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ 'মুমিন ব্যক্তির জন্য জায়েয নয়, তিন দিনের অধিক তার ভাইয়ের সাথে কথা না বলে থাকা'।[২৩] অর্থাৎ রাগ বা অভিমানের কারণে ইচ্ছাকৃতভাবে তিন দিনের বেশী কথা না বলে থাকা জায়েয নয়।

১২. لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا 'যে ধোঁকা দেয় সে আমাদের (উম্মতের) অন্তর্ভুক্ত নয়'।[২৪]

১৩. مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى 'যা অল্প এবং যথেষ্ট তা উত্তম, তা হ'তে যার অধিকতায় ভ্রষ্টতা রয়েছে'।[২৫] দুনিয়ার জীবনে অধিক পাওয়ার আশা মানুষকে আল্লাহ বিমুখ করে দেয়। তাই বেশী পাওয়ার চেয়ে অল্প পেলেই জান্নাতে যাওয়ার রাস্তা সুগম হয়।

১৪. اَلرَّاجِعُ فِيْ هِبَتِهِ كَالرَّاجِعِ فِيْ قَيْئِهِ 'দান করে তা ফেরৎ নেওয়া নিজের বমি খাওয়ার ন্যায়'।[২৬] আপনার দানের মাল আপনার জন্য বৈধ নয়। যদিও আপনি তা দান গ্রহীতার কাছ হ'তে কিনে নেন।

১৫. اَلْبَلَاءُ مُوَكَّلٌ بِالْمَنْطِقِ 'বিপদ আসে অনর্থক কথার কারণে'। আলবানী হাদীছটিকে 'যঈফ' বলেছেন *(যঈফুল জামে' হা/৬১২৯)*।

১৬. اَلنَّاسُ كَأَسْنَانِ الْمُشْطِ 'মানুষ চিরুণীর দাঁতের ন্যায়'। হাদীছটি 'জাল' *(ইবনে আদী, আল-কামিল হা/৪-২২৫)*।

১৭. اَلْغِنَى غِنَى النَّفْسِ 'অন্তরের ধনীই প্রকৃত ধনী'।[২৭]

১৮. اَلسَّعِيْدُ مَنْ وُّعِظَ بِغَيْرِهِ 'সেই সৌভাগ্যবান যাকে পরামর্শ দেওয়া হয়'।[২৮] অর্থাৎ অন্যদের থেকে পরামর্শ নিয়ে নিজের ভুলগুলো এড়ানো যায়।

১৯. وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِكْمَةً وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا 'কিছু কবিতার মাঝে প্রজ্ঞা রয়েছে এবং কিছু বক্তব্যে যাদু রয়েছে'।[২৯] অর্থাৎ কবিতার মাধ্যমে কল্যাণকর অনেক শিক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু অধিক পরিমাণে কবিতা চর্চার বিষয়ে নবী করীম (ছাঃ) কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আর 'বক্তব্যের মাঝে যাদু' বলতে এর দ্বারা মানুষের অন্তর আকর্ষিত হওয়াকে বোঝানো হয়েছে।

২০. عَفْوُ الْمُلُوْكِ إِبْقَاءٌ لِلْمُلْكِ 'শাসকের ক্ষমা প্রদর্শনই রাজ্যকে রক্ষা করে'। আলবানী হাদীছটিকে 'যঈফ' বলেছেন *(যঈফাহ হা/৫৯০৮)*।

১৫. ছহীহ আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১৭৮।
১৬. ছহীহ আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১৯৩।
১৭. আলবানী, ছহীহ আত-তিরিমিযী হা/২৬৭০।
১৮. ছহীহাহ হা/১৪৫৩।
১৯. বুখারী হা/৬৫৪০।
২০. মুসলিম হা/২৯৫৬।
২১. বুখারী হা/৬১১৭।
২২. মুসনাদ আদ-দায়লামী হা/৩৯৩০।
২৩. মুসলিম হা/৬৪২৬।
২৪. মুসলিম/১৮৪।
২৫. ছহীহাহ হা/৪৪৩।
২৬. বুখারী হা/২৬২১।
২৭. বুখারী হা/ ৬৪৬৬।
২৮. মুসলিম হা/২৬৪৫।
২৯. ছহীহ আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৬৬৯।

www.tawheederdak.com

২১. اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ ‘কোন ব্যক্তি (আখিরাতে) তার সাথেই থাকবে যাকে সে ভালোবাসে’।[৩০]

২২. مَا هَلَكَ إِمْرُؤٌ عَرَفَ قَدْرَهُ ‘যে তার নিজের মর্যাদা ও সক্ষমতা চিনতে পারল, সে ধ্বংস হবে না’। বিন বায (রহঃ) বলেন, আমার নিকট এমন কোন হাদীছ পৌঁছায়নি, বরং আমি এই কথাটিকে মানুষের মাঝে প্রচলিত প্রবাদ হিসাবেই জানি।

২৩. اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ‘বিছানা যার, সন্তান তার। ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর বা রজম’।[৩১]

২৪. اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ‘উপরের হাত নিচের হাত হ’তে উত্তম’।[৩২]

২৫. لَا شَكَرَ اللهَ مَنْ لَّا يَشْكُرُ النَّاسَ ‘যে মানুষের শুকরিয়া আদায় করে না, সে আল্লাহ্র শুকরিয়াও আদায় করে না’।[৩৩]

২৬. حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِي وَيُصِمُّ ‘কোন কিছুর প্রতি ভালোবাসা (আপনাকে) অন্ধ এবং বধির করতে পারে’। আলবানী হাদীছটিকে ‘যঈফ’ বলেছেন *(আবুদাঊদ হা/৫১৩০)*।

২৭. جُبِلَتِ الْقُلُوبُ عَلى حُبِّ مَنْ اَحْسَنَ اِلَيْهَا وَ بُغْضِ مَنْ اَسَاءَ اِلَيْهَا ‘মানুষের অন্তর এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, যে তার প্রতি ভালো আচরণ করবে সে তাকে ভালোবাসবে এবং যে তার প্রতি মন্দ করবে সে তাকে ঘৃণা করবে’। আলবানী বলেন, হাদীছটি ‘জাল’ *(যঈফাহ হা/৬০০)*।

২৮. اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ ‘পাপ হ’তে তওবাকারী এমন যে, তার পূর্বের কোন পাপই ছিল না’।[৩৪]

২৯. الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَاهُ الْغَائِبُ ‘উপস্থিত ব্যক্তি যা দেখতে পায় (বুঝে) অনুপস্থিত ব্যক্তি তা দেখতে পায় না’।[৩৫] কোন ঘটনায় উপস্থিত আর অনুপস্থিত ব্যক্তির ঐ ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা বুঝানো হচ্ছে।

৩০. اِذا جَاءَكُمْ كَرِيْمُ قَوْمٍ فَاَكْرِمُوْهُ ‘যদি তোমাদের নিকট কোন সম্মানিত মানুষ আসে, তাহ’লে তাকে সম্মান কর’।[৩৬]

৩১. اَلْيَمِيْنُ الْفَاجِرَةُ تَدَعُ الدِّيَارَ الْبَلَاقِعَ ‘মিথ্যা কসম নগরসমূহ উজাড় করে দেয়’।[৩৭] অর্থাৎ যে জাতির মাঝে মিথ্যা কসমের রেওয়াজ রয়েছে সেই জাতির ধ্বংস অনিবার্য।

৩২. مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ ‘যে তার সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ’।[৩৮]

৩৩. اَلْاَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ ‘প্রত্যেক কাজ তার নিয়তের উপর নির্ভরশীল’।[৩৯]

৩৪. سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ ‘ক্বওমের নেতা সেই ক্বওমের খাদেম’। আলবানী হাদীছটিকে ‘যঈফ’ বলেছেন *(যঈফুল জামে‘ হা/৩৩২৩)*।

৩৫. خَيْرُ الْأُمُوْرِ أَوْسَطُهَا ‘সর্বোত্তম আমল হ’ল যার মাঝে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা হয়’। আলবানী হাদীছটিকে ‘যঈফ’ বলেছেন *(যঈফুল জামে‘ হা/১২৫২)*।

৩৬. اَللَّهُمَّ بَارِكْ فِيْ أُمَّتِىْ فِى بُكُوْرِهَا يوْمَ الْخَمِيْسِ ‘হে আল্লাহ! আমার উম্মতের বৃহস্পতিবারের ভোরে বরকত দিন’।[৪০]

৩৭. كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُوْنَ كُفْرًا ‘দরিদ্রতা প্রায়ই কুফরীতে পরিণত হয়’। আলবানী হাদীছটিকে ‘যঈফ’ বলেছেন *(যঈফুল জামে‘ হা/৪১৪৮)*।

৩৮. اَلسَّفَرُ قِطْعَةٌ مِّنَ الْعَذَابِ ‘সফর (ভ্রমণ) আযাবের একটি অংশ’।[৪১] কেননা সফররত অবস্থায় মানুষের ইবাদত, ঘুম, ক্ষুধা এবং অন্যান্য স্বাভাবিক কাজের ব্যাঘাত ঘটে।

৩৯. خَيْرُ زَّادِ التَّقْوَى ‘সর্বোত্তম পাথেয় হ’ল তাক্বওয়া’।[৪২] অর্থাৎ দুনিয়ার যেকোন সফরে যেমন পাথেয় নিয়ে রওনা দেওয়া হয়, ঠিক একই ভাবে আখিরাতের সর্বোত্তম পাথেয় হ’ল আল্লাহভীতি।

৪০. اَلْمَجَالِسُ بِالأَمَانَةِ ‘বৈঠকসমূহ আমানতের দাবীদার’।[৪৩]

অর্থাৎ পূর্বে বর্ণিত হাদীছের ন্যায় উক্ত হাদীছেও গোপন কথোপকথনের আমানত রক্ষা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ তার সৃষ্টির সেরা মুহাম্মাদ (ছাঃ), তার পরিবার এবং সকল ছাহাবীর উপর রহমত করুন-আমীন।

[কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]

৩০. বুখারী হা/৬১৬৮-৬১৭০।
৩১. বুখারী হা/২০৫৩।
৩২. বুখারী হা/১৪২৯।
৩৩. আবু দাঊদ হা/৪৮১১ ছহীহ-আলবানী।
৩৪. শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/২৩৬৩ হাসান-আলবানী।
৩৫. আহমাদ হা/৬২৮ হাসান-আরনাউত্ব।
৩৬. ইবনু মাজাহ হা/৩৭১২ হাসান-আলবানী।
৩৭. মোল্লা আলী ক্বারী, শারহ মুসনাদে আবু হানীফা হা/৫৩৫ হাসান।
৩৮. মুসলিম হা/১৪১।
৩৯. বুখারী হা/১, মিশকাত হা/১।
৪০. হাসান, তিরমিযী হা/১২১২; কিন্তু তাতে বৃহস্পতিবার উল্লেখ নেই।
৪১. বুখারী হা/১৮০৪।
৪২. এটি কুরআনের সূরা হজ্জ-এর ১৯৭ নং আয়াত, যার শানে নুযুল ছহীহ বুখারীর ১৫২৩ নং হাদীছে উল্লেখিত হয়েছে।
৪৩. আবু দাঊদ হা/৪৮৬৯; ছহীহুল জামে‘ হা/৬৭৭৮।

www.tawheederdak.com

ঈমান থাকা সত্ত্বেও যে কারণে জাহান্নামী

- আশরাফুল ইসলাম

ভূমিকা : আল্লাহ মানুষকে অনর্থক সৃষ্টি করেননি। বরং তাঁর ইবাদত-বন্দেগীর জন্যই সৃষ্টি করেছেন। মানুষের উপর আবশ্যকীয় বিধানগুলি তারা ফরয ও ওয়াজিব হিসাবে পালন করবে এবং সুন্নাত-নফল ইবাদতগুলি মীযানের পাল্লায় ফরযের সম্পূরক হিসাবে গণ্য হবে। তথাপি কেউ আল্লাহ্র ইবাদতের পাশাপাশি ঈমান বিধ্বংসী কোন পাপে জড়িয়ে পড়লে তার সমস্ত সৎআমল বরবাদ হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় একনিষ্ঠ তওবা ব্যতীত তার মৃত্যু হলে পরকালীন জীবনে আদি নিবাস জান্নাতের পরিবর্তে জাহান্নামই তার হবে ঠিকানা। আলোচ্য প্রবন্ধে এমন কিছু পাপের কথা উল্লেখ করা হ'ল, যার কারণে ঈমান থাকা সত্ত্বেও মানুষকে জাহান্নামে যেতে হবে।

১. আল্লাহ্র সাথে শিরক করা : দুনিয়াতে যত পাপ আছে তন্মধ্যে বড় পাপ শিরক। শিরক হ'ল আল্লাহ্র সাথে যে কোন প্রকার কথা বা কাজের মাধ্যমে অংশী স্থাপন করা। আল্লাহ বলেছেন, لَا تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ 'আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করো না। নিশ্চয়ই শিরক মহাপাপ' *(লোকমান ৩১/১৩)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيْمًا 'আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে শরীক সাব্যস্ত করল, সে মহাপাপের মিথ্যা রটনা করল' *(নিসা ৪/৪৮)*।

শিরকের পাপ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، أَوْ قَالَ: الْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ 'সবচেয়ে বড় পাপ হ'ল (১) আল্লাহ্র সাথে শিরক করা (২) পিতা-মাতার অবাধ্যতা (৩) মিথ্যা শপথ করা'।[১]

শিরককারীর সমস্ত আমলকে আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের মাঠে ধ্বংস করে দিবেন। আল্লাহ তা'আলা ১৮জন রাসূলের নাম উল্লেখ করার পর বলেছেন, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ- 'যদি তারা শিরক করত, তাহ'লে তাদের সব সৎকর্ম বিফলে যেত' *(আন'আম ৬/৮৮)*। সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে আল্লাহ বলেছেন, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ- 'অথচ (হে নবী!) নিশ্চিতভাবে তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তী (নবীদের) প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়েছিল, যদি তুমি শিরক কর, তাহ'লে অবশ্যই তোমার সমস্ত আমল বিফলে যাবে এবং তুমি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(যুমার ৩৯/৬৫)*।

অতঃপর শিরক মানুষের সৎআমলকে বিনষ্ট করে জাহান্নামে পৌঁছে দেয়। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ- 'বস্তুত যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে অন্যকে শরীক করে, আল্লাহ অবশ্যই তার উপরে জান্নাতকে হারাম করে দেন এবং তার ঠিকানা হ'ল জাহান্নাম। আর যালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই' *(মায়েদা ৫/৭২)*।

তথাপি আল্লাহ সব পাপকে ক্ষমা করলেও শিরকের পাপকে ক্ষমা করেন না। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ 'নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করাকে ক্ষমা করেন না, এছাড়া অন্যান্য পাপ তিনি যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করেন' *(নিসা ৪/৪৮)*। হাদীছে কুদসীতে এসেছে, قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِيْ بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً- 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি যদি সম্পূর্ণ পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়েও আমার নিকট আস এবং আমার সঙ্গে কাউকে শিরক না করে থাক, তাহ'লে তোমার কাছে আমিও পৃথিবী পূর্ণ ক্ষমা নিয়ে হাযির হব'।[২]

শিরকের পরিণাম সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ- 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে শিরক করে মারা যাবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করল'।[৩]

এজন্যই রাসূল (ছাঃ) মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)-কে ইয়মেনে পাঠানোর সময় ১০টি উপদেশ দিয়েছিলেন। তন্মধ্যে প্রথমটিই হ'ল,- لَا تُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا وَإِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ- 'তোমাকে হত্যা করলে বা আগুনে পুড়িয়ে ফেললেও আল্লাহ্র সাথে কোন কিছুকে শিরক করবেনা'।[৪]

---

১. বুখারী হা/ ৬৮৭০।

২. তিরমিযী হা/৩৫৪০, আলবানী (রহঃ) ছহীহ বলেছেন।

৩. বুখারী হা/১২৩৮।

৪. ছহীহুত তারগীব হা/২৫১৬।

প্রিয় পাঠক! একটু ভাবুন, শিরক কত কঠিন ও ভয়াবহ গুনাহ, যে রাসূল (ছাঃ)-এর অমীয় নির্দেশে বললেন, মরে যাও তবুও শিরক করোনা, জ্বলে পুড়ে যাও তবুও শিরক করোনা।

আল্লাহ আমাদের সম্পর্কে বলেছেন, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ– 'তাদের অধিকাংশ আল্লাহকে বিশ্বাস করে। অথচ তারা শিরক করে' *(ইউসুফ ১২/১০৬)*। এ আয়াতের তাফসীরে ইবনে কাছীর (রহঃ) বলেন, 'যেসব মুসলিম ঈমান সত্ত্বেও বিভিন্ন প্রকার শির্কে লিপ্ত রয়েছে তারাও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমি তোমাদের জন্য যেসব বিষয়ের আশঙ্কা করি, তন্মধ্যে সবচাইতে বিপজ্জনক হচ্ছে ছোট শিরক। ছাহাবায়ে কেরামের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, 'রিয়া' (লোক দেখানো ইবাদত) হ'ল ছোট শিরক'।[৫] অন্য হাদীছে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে কসম করাকেও শিরক বলা হয়েছে'।[৬] আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে মানত করা এবং যবেহ্ করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এভাবে বর্তমান সমাজের মানুষ নানাভাবে বিভিন্ন শিরকের সাথে জড়িত। আল্লাহ আমাদের শিরক থেকে বাঁচার তাওফীক দিন।

২. বিদ'আত করা : শিরকের ন্যায় বিদ'আতও একটি ভয়াবহ অপরাধ। যা বান্দার আমলসমূহ বিনষ্ট করে দেয়, যতক্ষণ না সে তা ছেড়ে দেয়। ইসলামী শরী'আতে ছওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে নতুনভাবে সৃষ্ট সকল কিছুই বিদ'আত। আর বিদ'আত হ'ল ভ্রষ্টতা, যা জাহান্নামের দিকে ঠেলে দেয়। জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِه، وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِيْ النَّارْ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ভাষণ দিতেন তখন তিনি বলতেন, দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু উদ্ভাবন সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট কাজ। প্রতিটি বিদ'আতই ভ্রষ্টতা। আর প্রতিটি ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম'।[৭]

আমাদের সমাজে বিদ'আত নিয়ে বেশ ধোঁয়াশা রয়েছে। অনেকে বিদ'আত নিয়ে হাসি-তামাশা পর্যন্ত করেন। তারা বলেন, যার কোন দাঁত নেই সেটিই হ'ল বিদ'আত। অথচ রাসূল (ছাঃ) জীবনের প্রতিটি খুৎবাতে বিদ'আত হ'তে মানুষকে সতর্ক করেছেন। তাহ'লে এটি কত ভয়ংকর পাপ।

সমস্যা হ'ল আমাদের সমাজের মাওলানারা বিদ'আত কাকে বলে সেটাই জানেনা। তারা বিদ'আতের শাব্দিক অর্থ 'নতুন কিছু সৃষ্টি করা' নিয়েই হাসি-তামাশা করে। কিন্তু বিদ'আতের একটি পারিভাষিক অর্থ আছে। ইমাম শাত্বেবী (রহঃ) বলেন, اَلْبِدْعَةُ طَرِيْقَةٌ فِيْ الدِّيْنِ مُخْتَرَعَةٌ، تُضَاهِيْ الشَّرْعِيَّةِ বিদ'আত হ'ল দ্বীনের মধ্যে নবআবিষ্কৃত একটি পথ, যা দেখতে শরীআতের মতই'।[৮] অথচ তা শরীআত নয়।

ইবনু রজব (রহঃ) বলেন, وَالْمُرَادُ بِالْبِدْعَةِ مَا أُحْدِثَ مِمَّا لَا أَصْلَ لَهُ فِيْ الشَّرِيْعَةِ يَدُلُّ عَلَيْهِ– বিদ'আত দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল, এমন কোন কিছু আবিষ্কার করা যে বিষয়ে শরীআতে এমন কোন ভিত্তি নেই যা সেটিকে সাব্যস্ত করে।[৯] ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, أَنَّ الْبِدْعَةَ فِيْ الدِّيْنِ هِيَ مَا لَمْ يَشْرَعْهُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ وَهُوَ مَا لَمْ يَأْمُرْ بِهِ أَمْرٌ إِيْجَابٌ وَلَا اِسْتِحْبَابٌ 'দ্বীনের মধ্যে বিদ'আত হ'ল আল্লাহ ও তার রাসূল (ছাঃ) যা বৈধ করেননি। আর যে বিষয়ে আদেশ করেননি তা ওয়াজিব বা মুস্তাহাব কোনটিই নয়'।[১০]

বিদ'আত মূলত রাসূল (ছাঃ)-এর বিরোধিতা করা এবং তাঁর আনীত শরীআতকে অবজ্ঞা করার নামান্তর। কেননা বিদ'আতী দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু আবিষ্কার করে বোঝাতে চায়, এটি কল্যাণকর। অথচ তা রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম জানতেন না। যেমনটি ইমাম মালেক (রহঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন বিদ'আত আবিষ্কার করল এবং সেটিকে ভাল কিছু মনে করল। তাহ'লে সে ধারণা করল মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর রিসালাত পুরোপুরি আমাদের নিকটে পৌঁছাননি। বরং খেয়ানত করেছেন। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,–اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ 'আজ আমি তোমাদের জন্য দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। সুতরাং রাসূল (ছাঃ)-এর সময়ে যা দ্বীন হিসাবে গণ্য ছিলনা, আজকেও তা দ্বীন হিসাবে গণ্য হবেনা'।[১১]

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, اِتَّبِعُوْا وَلاَ تَبْتَدِعُوْا فَقَدْ كُفِيْتُمْ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ– 'তোমরা আনুগত্য করো, বিদ'আত করোনা। এটিই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। জেনে রাখো প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা'।[১২]

বিদ'আতের ক্ষতিকর দিকসমূহের মধ্যে নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হ'ল - (১) বিদ'আতী আমল আল্লাহ্‌র নিকটে গ্রহণযোগ্য নয়। যদিও তার পিছনে যতই পরিশ্রম করা হউক না কেন। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ

৫. আহমাদ ৫/৪২৯, হা/২৩৬৮৬।
৬. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪৩৫৮।
৭. ইরওয়াউল গালীল ৩/৭৩ পৃ.।
৮. ইমাম শাত্বেবী (রহঃ), আল ই'তিছাম ১/৫০ পৃ.।
৯. জামিউ'ল উলুম ওয়াল হিকাম ২/১২৭ পৃ.।
১০. মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৪/১০৭ পৃ. ।
১১. আল ই'তিছাম ১/২৫ পৃ.।
১২. মাজমা'উয যাওয়ায়েদ ১/১৮৬ পৃ.।

أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ– ‘যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে যা আমাদের দ্বীনে নেই, তা গ্রহণযোগ্য হবে না (অর্থাৎ প্রত্যাখ্যান হবে)’।[১৩] (২) বিদ‘আত একটি ভয়াবহ পাপ। ইমাম সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, الْبِدْعَةُ أَحَبُّ إِلَى إِبْلِيسَ مِنْ الْمَعْصِيَةِ؛ فَإِنَّ الْمَعْصِيَةَ يُتَابُ مِنْهَا وَالْبِدْعَةَ لَا يُتَابُ مِنْهَا ‘ইবলীসের কাছে অন্যান্য পাপের চেয়ে বিদ‘আত বেশি প্রিয়। কারণ মানুষ অন্যান্য সকল পাপ থেকে তওবা করলেও (নেকীর কাজ মনে করে) বিদ‘আত থেকে তওবা করেনা’।[১৪] (৩) বিদ‘আতীর তওবা কবুল হবেনা, যতক্ষণ না সে তার বিদ‘আত ছেড়ে দিবে’।[১৫] (৪) বিদ‘আতী হাউযে কাওছারের পানি পান করতে পারবে না।[১৬] ইত্যাদি।

৩. উপকার করে খোঁটা দেওয়া : মুসলিম ভাইয়ের উপকার করা নেকীর কাজ এতে কোন সন্দেহ নেই। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি কোন মুমিনের পার্থিব দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার দুঃখ-কষ্ট দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন সংকটাপন্ন ব্যক্তির সংকট নিরসন করবে, আল্লাহ তার দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় সংকট নিরসন করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ক্রটি গোপন করবে আল্লাহ তা‘আলা দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ-ক্রটি গোপন রাখবেন। আর আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দাকে সাহায্য করে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা নিজ ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকে’।[১৭]

উপরের সকল কর্মই শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং পরকালের জন্যই হ'তে হবে। অথচ আমরা কারো উপকার করলে সেটা মনে রাখি এবং ভাবনাটা এমন থাকে, সে আমার কাছে ঋণী। আর সেজন্য যখন উক্ত ব্যক্তি কোন প্রয়োজনে সাড়া না দেয়, তখন আমরা খোঁটা দিয়ে বসি। আমি তোমাকে অমুক অমুক উপকার করেছি। অথচ তুমি আমার ডাকে সাড়া দিলেনা! আর এমনটা করতেই হাদীছে নিষেধ করা হয়েছে। দুনিয়াতে অসংখ্য মানুষ আছে যারা উক্ত পাপে নিমজ্জিত। অথচ এই পাপ মানুষকে জান্নাত থেকে বঞ্চিত করে। আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ وَلَا عَاقٌّ وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ– ‘উপকার করে খোঁটা দানকারী আর পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান এবং মাদকাসক্ত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না’।[১৮] সুতরাং উপকার একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই হ'তে হবে।

৩. অহংকার করা : মানুষ অতি দুর্বল প্রাণী। আল্লাহ বলেন,– يُرِيْدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيْفًا ‘আল্লাহ তোমাদের উপর বিধান লঘু করতে চান। (কেননা) মানুষ দুর্বল রূপে সৃষ্ট হয়েছে’ *(নিসা ৪/২৮)*।

মানুষ তার প্রত্যেকটি বিষয়ে অন্যের মুখাপেক্ষী। জীবনের প্রথম গোসল এবং শেষ গোসল সে নিজে করতে পারেনা। দেহের প্রতিটা অঙ্গই একটি আরেকটির মুখাপেক্ষী। যে কিনা সামান্য অসুস্থ হলেই দুর্বল হয়ে পড়ে। আর চলতে ফিরতে পারেনা, উঠে দাঁড়াতে পারেনা। এই মানুষই পৃথিবীতে এসেছে রিক্ত হস্তে এবং যাবেও রিক্ত হস্তে। তাহ'লে কিভাবে সে অহংকার করতে পারে? অহংকার তো কেবল সৃষ্টিকর্তারই সাজে। আল্লাহ বলেন, وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ– ‘আর তাঁরই জন্য সকল বড়ত্ব নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে। আর তিনিই মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়’ *(জাছিয়াহ ৪৫/৩৭)*।

আর এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অহংকারের পরিণতি সম্পর্কে বলেছেন, لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ ‘যার অন্তরে অণু পরিমাণও অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না’।[১৯] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ ‘আমি কি তোমাদের জাহান্নামীদের সম্পর্কে জ্ঞাত করব না? তারা হ'ল বিবাদকারী, বদ মেজাযী ও অহংকারী’।[২০]

হাদীছে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে, قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا، قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ– ‘মহান আল্লাহ বলেন, অহংকার হ'ল আমার চাদর এবং মহত্ব হ'ল আমার লুঙ্গি। যে কেউ এর কোনো একটি নিয়ে আমার সাথে ঝগড়া করবে, আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব’।[২১]

(ক্রমশঃ)

[দক্ষিণ শালিকা, মেহেরপুর]

---

১৩. মুসলিম হা/১৭১৮।
১৪. শারহুস সুন্নাহ ১/২১৬ পৃ.।
১৫. তাবরাণী আওসাত্ব হা/১৬২০।
১৬. বুখারী হা/৬৫৭৩।
১৭. আহমাদ হা/৭৪২৭; মুসলিম হা/৭০২৮; আবূদাঊদ হা/৪৯৪৮; তিরমিযী হা/১৪২৫; ইবনু মাজাহ হা/২২৫; ছহীহুল জামে' হা/৬৫৭৭।
১৮. নাসাঈ হা/৫৬৭২; ছহীহাহ হা/৬৭০।
১৯. মুসলিম হা/২৭৫।
২০. বুখারী হা/৬০৭১।
২১. মুসলিম হা/২৬২০; আবূদাঊদ হা/৪০৯০; ইবনু মাজাহ হা/৪১৭৪; ছহীহুত তারগীব হা/৮৯৮।

www.tawheederdak.com

অন্যায়ভাবে মানব হত্যার পরিণতি

-ফায়ছাল মাহমূদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মুসলিমের জীবন, সম্পদ ও সম্মানের পবিত্রতা : মুসলিমের জীবন, সম্পদ ও সম্মান হরণ করা হারাম। বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুসলিমদের পরস্পরের রক্ত, সম্পদ ও সম্মানের নিরাপত্তা সম্পর্কে জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيْ بَلَدِكُمْ هَذَا فِيْ شَهْرِكُمْ هَذَا 'তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের ইযযত পরস্পরের উপরে এমনভাবে হারাম, যেমন এই দিন, এই শহর ও এই মাস তোমাদের জন্য হারাম।[১]

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কাবা প্রদক্ষিণকালে বলছিলেন, مَا أَطْيَبَكِ وَأَطْيَبَ رِيحَكِ، مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ حُرْمَةً مِنْكِ، مَالِهِ، وَدَمِهِ، وَأَنْ نَظُنَّ بِهِ إِلَّا خَيْرًا– 'তুমি কতই না পবিত্র এবং তোমার সুগন্ধি কতই না মনোমুগ্ধকর! তুমি কতই না মহান এবং তোমার মর্যাদা কতই না উচ্চ! যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, সেই সত্তার শপথ! আল্লাহর কাছে মুমিনের সম্মান তোমার সম্মানের চেয়েও অধিক। তার সম্পদ ও রক্ত (পবিত্র), আর আমরা তার সম্পর্কে কেবল সুধারণাই পোষণ করি'।[২]

ইসলামে মানুষ হত্যার বিধান : আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে মানুষ হত্যাকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন এবং এর জন্য কঠিন শাস্তির বিধান রেখেছেন। অন্যায়ভাবে কারো জীবন নেওয়া পৃথিবীর অন্যতম জঘন্য কাজ। আল্লাহ বলেন, وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ– 'ন্যায্য কারণ ব্যতীত কাউকে হত্যা করবে না, যা আল্লাহ হারাম করেছেন। এসব বিষয় তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যাতে তোমরা অনুধাবন করো' *(আন'আম ৬/১৫১)*।

হত্যা গুরুতর ও ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ : আব্দুল্লাহ ইবনু বুরায়দা তার পিতা হ'তে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, قَتْلُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا 'মুমিনকে হত্যা করা আল্লাহ্র নিকট গোটা পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার চেয়ে গুরুতর'।[৩]

আবুদ দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ، إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا، أَوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا– 'আল্লাহ (চাইলে) সব গুনাহই ক্ষমা করবেন; কিন্তু মুশরিক অবস্থায় কেউ মারা গেলে অথবা ঈমানদার ব্যক্তি অপর কোনো ঈমানদারকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে (তা ক্ষমা করবেন না)।[৪]

মুসলিমের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের ভয়াবহ পরিণতি : আহনাফ ইবনু কায়েস (রহঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আবু বাকরা (রাঃ)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে তিনি বলেন, إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِى النَّارِ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ– 'দু'জন মুসলিম তাদের তরবারি নিয়ে মুখোমুখি হ'লে হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি উভয়ে জাহান্নামে যাবে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! এ হত্যাকারী (তো অপরাধী) কিন্তু নিহত ব্যক্তির কি অপরাধ? তিনি বললেন, (নিশ্চয়ই) সে তার সঙ্গীকে হত্যা করার জন্য উদগ্রীব ছিল'।[৫]

অস্ত্রের দ্বারা ইঙ্গিত করার নিষেধাজ্ঞা : ইসলামে মুসলিম ভাইয়ের প্রতি অস্ত্র উত্তোলনকেও অত্যন্ত কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে, তা সে ঠাট্টাচ্ছলেই হোক বা প্রকৃত অর্থেই হোক। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلاَحِ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِى لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِى يَدِهِ، فَيَقَعُ فِى حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ– 'তোমাদের কেউ যেন তার কোনো ভাইয়ের উপর অস্ত্র উত্তোলন করে ইশারা না করে। কেননা, সে জানে না হয়তো শয়তান তার হাতে ধাক্কা দিয়ে দিবে, ফলে (মুসলিম হত্যার অপরাধে) সে জাহান্নামের গর্তে নিপতিত হবে'।[৬]

ছহীহ মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ، حَتَّى يَدَعَهُ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ– 'যে ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভাইয়ের

১. বুখারী হা/১৭৩৯; মুসলিম হা/১৬৭৯; মিশকাত হা/২৬৫৯।
২. ইবনু মাজাহ হা/৩৯৩২; ছহীহাহ হা/৩৪২০; তারাজু'আত হা/৬৮।
৩. নাসাঈ হা/৩৯৯০; ছহীহুত তারগীব হা/২৪৪০।
৪. আবুদাঊদ হা/৪২৭০; নাসাঈ হা/৩৯৮৪।
৫. বুখারী হা/৩১, ৬৮৭৫।
৬. বুখারী হা/৭০৭২; মিশকাত হা/৩৫১৮।

www.tawheederdak.com

প্রতি কোনো লোহার অস্ত্র দ্বারা ইঙ্গিত করে, সে ব্যক্তিকে ফেরেশতাবর্গ অভিশাপ করেন, যতক্ষণ না সে তা ফেলে দেয়। যদিও সে তার সহোদর ভাই হয়'।[৭]

খোলা তরবারি দেওয়া-নেওয়াও নিষিদ্ধ : ইসলাম মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে খাপ খোলা তরবারি বহন ও আদান-প্রদান করতে নিষেধ করেছে। জাবের (রাঃ) বলেন, نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا– 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পরস্পর (খাপ খোলা) উলঙ্গ তরবারি আদান-প্রদান করতে নিষেধ করেছেন'।[৮] কারণ ধারালো অস্ত্র খোলা অবস্থায় হস্তান্তর করলে যে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটার ঝুঁকি থাকে।

ভ্রূণ হত্যাও মানব হত্যার ন্যায় অপরাধ : জাহেলী যুগে দারিদ্রের ভয়ে বা কন্যাসন্তান হলে সামাজিক মানক্ষুণ্ণের ভয়ে ছোট নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করা হ'ত। কখনো উত্তপ্ত মরুভূমির বুকে জীবন্ত পুতে ফেলা হ'ত নিষ্পাপ শিশুদের। ইসলাম এই ঘৃণ্য প্রথাকে কঠোরভাবে নিষেধ করে এবং এর জন্য আল্লাহ্র সম্মুখে লাঞ্ছনা ও শাস্তির ঘোষণা করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا– 'তোমরা দরিদ্রতার ভয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। আমরা তাদের ও তোমাদের রূযী দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৩১)*। বর্তমানেও জন্মের পূর্বে গর্ভের জীবন্ত সন্তানকে হত্যা করা একটি মারাত্মক অপরাধ, যা সুস্পষ্ট হত্যার শামিল। ক্বিয়ামতের দিন এই শিশুদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞাসা করবেন, 'কি অপরাধে সে নিহত হয়েছিল?' *(তাকবীর ৮১/৯)*।

মানুষ হত্যার অনুমতিপ্রাপ্ত কারণসমূহ : ইসলামে কেবল তিনটি নির্দিষ্ট কারণে মানুষের জীবননাশ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে তার জন্য অবশ্যই ইসলামী আদালতের মাধ্যমে অপরাধ প্রমাণপূর্বক রায় থাকতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ– 'ঐ মুসলিম ব্যক্তির রক্ত হালাল নয়, যে সাক্ষ্য দেয় আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল। তবে তিনটি কারণের একটি ঘটলে তা হালাল। (১) বিবাহিত হয়ে ব্যভিচার করলে। (২) যদি কেউ অন্যায়ভাবে কোনো মানুষকে হত্যা করে (ক্বিছাসের ক্ষেত্রে)। (৩) যদি সে মুসলিম সম্প্রদায় ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায়'।[৯]

উল্লেখ্য যে, মুরতাদ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পর তাকে তওবা করার জন্য নির্ধারিত সময় প্রদান করতে হবে। যদি সে তওবা করে, তাহ'লে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবে না।

হত্যার ইহকালীন শাস্তি : হত্যাকারীর দুনিয়ার শাস্তি হ'ল ক্বিছাছ। ক্বিছাছ শব্দটি এসেছে (قصص) শব্দ থেকে, যার অর্থ সমপরিমাণ বা অনুরূপ। হত্যার বদলে হত্যা বা আঘাতের বদলে সমপরিমাণ আঘাত করার অনুমোদিত প্রতিবিধানকে ক্বিছাছ বলা হয়।

আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে হত্যার অপরাধে অপরাধী ব্যক্তির জন্য সুস্পষ্টভাবে শাস্তি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ– 'হে বিশ্বাসীগণ! নিহতদের বদলা গ্রহণের বিষয়টি তোমাদের উপর বিধিবদ্ধ করা হ'ল। স্বাধীনের বদলে স্বাধীন, দাসের বদলে দাস ও নারীর বদলে নারী। এক্ষণে যদি তার (নিহত) ভাইয়ের পক্ষ হ'তে তাকে কিছু মাফ করা হয়, তবে তাকে যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে তাগাদা করা হয় এবং সঙ্গতভাবে সেটি পরিশোধ করা হয়। এটি তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ হ'তে লঘু বিধান ও বিশেষ অনুগ্রহ। অতঃপর যদি কেউ এর পরে সীমালংঘন করে, তবে তার জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি' *(বাক্বারাহ ২/১৭৮)*।

৭. মুসলিম হা/২৬১৬; মিশকাত হা/৩৫১৯।
৮. আবুদাঊদ হা/২৫৮৮; তিরমিযী হা/২১৬৩; মিশকাত হা/৩৫২৭।
৯. বুখারী হা/৬৮৭৮; মুসলিম হা/১৬৭৬।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ– 'আর আমরা তাদের উপর বিধিবদ্ধ করেছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখম সমূহের বদলে যখম। অতঃপর যে ক্ষমা করে, সেটি তার জন্য কাফফারা হয়ে যায়। বস্তুত যারা আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফায়ছালা করে না, তারাই যালেম' *(মায়েদাহ ৫/৪৫)*।

ক্বিছাছ বা দিয়াত নিহতের ওয়ারিছদের অধিকার : ইসলামী শরী'আতে হত্যার ক্ষেত্রে নিহতের ওয়ারিছদের জন্য দু'টি প্রধান অধিকার রয়েছে। ক্বিছাছ বা দিয়াত গ্রহণের অধিকার। আবু শুরাইহ খুযাঈ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ أَوْ يَقْتُلُوا– 'আমার এই বক্তব্যের পর কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করা হলে তার ওয়ারিছরা দু'টি অধিকার পাবে। দিয়াত গ্রহণ করবে অথবা হত্যাকারীকে হত্যা করবে'।[১০]

নিহতের পরিবার তাদের নিকট পসন্দনীয় বিধান বেছে নেওয়ার সুযোগ পাবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ قُتِلَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُعْقَلَ، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ 'কাউকে হত্যা করা হ'লে নিহতের পরিবার দু'টি বিনিময়ের মধ্যে পসন্দনীয় একটি বিনিময় গ্রহণ করতে পারবে। তার দিয়াত বা রক্তপণ প্রদান করা হবে অথবা তার ওয়ারিছদেরকে তার ক্বিছাছ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে'।[১১]

এই হাদীছগুলো থেকে স্পষ্ট হয় যে, ইসলামী শরী'আত নিহতের ওয়ারিছদেরকে হত্যার বিচারে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দিয়েছে। তারা চাইলে ক্বিছাছ (প্রাণের বদলে প্রাণ) দাবী করতে পারে অথবা দিয়াত (রক্তমূল্য) গ্রহণ করে হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিতে পারে। এই বিধান ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার পাশাপাশি সমাজের দুর্বলদের অধিকার সংরক্ষণেও সহায়ক। হত্যাকারীর দুনিয়াবী শাস্তির সাথে নিহত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ 'হত্যাকারী (নিহত ব্যক্তির) ওয়ারিছ হবে না'।[১২]

১০. আবুদাউদ হা/৪৫০৪; দারাকুৎণী হা/৩১৪৫।
১১. বুখারী হা/১১২; মুসলিম হা/১৩৫৫; তিরমিযী হা/১৪০৬।
১২. ইবনু মাজাহ হা/২৬৯৫।

অন্যায়ভাবে হত্যাকারীর পরকালীন শাস্তি : যদি হত্যাকারী পৃথিবীতে তার হত্যার যথোপযুক্ত শাস্তি গ্রহণ না করে, তওবা না করে বা তার বিচার করা না যায় কিংবা তার হত্যার বিষয়টি গোপন থাকে, তাহ'লে উক্ত হত্যাকারীর জন্য পরকালে মহাশাস্তির ব্যবস্থা পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ– أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ– 'নিশ্চয় যারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে ও অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করে এবং লোকদের মধ্যে যারা ন্যায়ের আদেশ দেয় তাদেরকে হত্যা করে, তুমি তাদের মর্মন্তুদ শাস্তির সুসংবাদ দাও'। 'এরাই হ'ল তারা যাদের দুনিয়া ও আখেরাতের সকল আমল বরবাদ হয়ে গেছে। আর তাদের কোন সাহায্যকারী নেই' *(আলে-ইমরান ৩/২১-২২)*।

সূরা ফুরকানের ৬৩ থেকে ৭৩ নং আয়াতে আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দাদের তেরটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৮ম গুণটি হ'ল, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا– يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا– 'যারা আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন উপাস্যকে আহ্বান করেনা। আর যারা আল্লাহ যাকে নিষিদ্ধ করেছেন তাকে সঙ্গত কারণ ব্যতীত হত্যা করেনা এবং যারা ব্যভিচার করেনা। যারা এগুলি করবে তারা শাস্তি ভোগ করবে'। 'ক্বিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে সে লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল থাকবে' *(ফুরক্বান ২৫/৬৮-৬৯)*।

আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তারা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ– 'যদি আকাশমণ্ডলী ও যমীনের সকল অধিবাসীরা সম্মিলিতভাবে একজন মুমিনকে হত্যা করে, তাহ'লে আল্লাহ সকলকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন'।[১৩]

ইবনে আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, يَجِيءُ الْمَقْتُولُ بِالْقَاتِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاصِيَتُهُ وَرَأْسُهُ بِيَدِهِ وَأَوْدَاجُهُ تَشْخَبُ دَمًا، يَقُولُ: يَا رَبِّ، قَتَلَنِي هَذَا، حَتَّى يُدْنِيَهُ مِنَ الْعَرْشِ 'ক্বিয়ামতের দিন নিহত ব্যক্তি তার হত্যাকারীকে সঙ্গে করে আল্লাহ্র সামনে উপস্থিত হবে। এমতাবস্থায় হত্যাকারীর মাথা ও চুল তার হাতেই থাকবে। শিরাগুলো

১৩.তিরমিযী হা/১৩৯৮; মিশকাত হা/৩৪৬৪ (ছহীহ)।

থেকে রক্ত ঝরতে থাকবে। আর সে বলতে থাকবে, হে আমার প্রভু! এ ব্যক্তি আমাকে হত্যা করেছে। এভাবে বলতে বলতে সে হত্যাকারীকে আরশের অতি নিকটে নিয়ে যাবে'।[১৪]

এছাড়াও একজন মুসলিমকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করার ক্ষেত্রে কুরআনে শাস্তির বিশেষ বিধান উল্লেখ রয়েছে, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا– 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করে, তার শাস্তি হ'ল জাহান্নাম। সেখানেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে লা'নত করেছেন এবং তার জন্য কঠিন শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন' *(নিসা ৪/৯৩)*।

ক্বিছাছের গুরুত্ব ও সমাজে এর প্রভাব : কুরআনে ক্বিছাছের বিধান কোনো রাষ্ট্রে যথাযথভাবে কার্যকর হলে অন্যায় রক্তপাত, হানাহানি, খুন-খারাবী ও হত্যার মতো ভয়াবহ অপরাধ সমাজে বিস্তার লাভ করবে না। রাজনৈতিক প্রভাবে, ক্ষমতার দাপটে চাইলেই কেউ এ অপরাধ করার দুঃসাহস দেখাতে পারবে না। সমাজ থেকে অবিচার ও যুলুম বহু গুণে হ্রাস পাবে। ইসলামী খেলাফতের স্বর্ণযুগের ইতিহাস তার প্রমাণ। ইতিহাসে যে কোনো সমাজ ও রাষ্ট্রে হত্যার মতো জঘন্য অপরাধ দমন করতে ক্বিছাছের বিধান যতটা কার্যকরী হয়েছে, মানব রচিত কোনো আইন দ্বারা এমন সফলতা আসেনি। তাই ক্বিছাছের বিধান হ'ল মানবজীবন রক্ষার হাতিয়ার ও রক্ষাকবচ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ– 'আর হে জ্ঞানীগণ! ক্বিছাছের মধ্যেই তোমাদের জন্য জীবন নিহিত রয়েছে, যাতে তোমরা সতর্ক হও' *(বাক্বারাহ ২/১৭৯)*।

ক্বিছাছের বিধান বিশ্ব মানবতার এক অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত এবং মানুষের মধ্যে সাম্য ও সমতার এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। জাহেলী যুগে হত্যার বিচারের ক্ষেত্রে কোনো সমতা ছিল না; প্রভাবশালী ব্যক্তিরা হত্যার সাথে জড়িত থাকলে তাদের প্রাণদণ্ড হ'ত না। এই ভারসাম্যহীন, অনৈতিক ও মানবতা বিরোধী বিধান বিলুপ্ত করে আল্লাহ তা'আলা ক্বিছাছের বিধান নাযিল করেছেন, যা মানবসমাজে শান্তি ও সমতা নিশ্চিত করে।

হত্যাকাণ্ডের ভয়ংকর পরিসংখ্যান : দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে আধুনিক বিশ্বে মানব ধ্বংসকারী অস্ত্রই হয়ে উঠেছে শক্তি ও সম্মানের মূল মাপকাঠি। ন্যায় ও সততা প্রায় ভূলুণ্ঠিত। ফলে প্রতিনিয়ত বিশ্বজুড়ে চলছে অহরহ হত্যাকাণ্ড। প্রলম্বিত হচ্ছে লাশের সারি, উচ্চকিত হচ্ছে রক্তের ঢেউ। তুচ্ছ স্বার্থ, অন্যায়ের প্রতিবাদ অথবা মতের বৈপরীত্বের কারণে পাখির মতো গুলি করে হত্যা বা শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণে গণহত্যা চলছে মুড়ি-মুড়কির মত অনায়াসে।

১৪. তিরমিযী হা/৩০২৯; সুনানে নাসাঈ হা/৪৮৬৬।

(১) বাংলাদেশে হত্যাকাণ্ডের পরিসংখ্যান : পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, '২০১৯ থেকে ২০২৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশে মোট ১৬,৫৫৫টি হত্যাকাণ্ড ঘটেছে বলে দায়ের হওয়া মামলার সংখ্যা থেকে জানা যায়। যার বার্ষিক গড় ৩,৩১১ জন। ২০২৪ সালের শেষ পাঁচ মাসে (আগস্ট থেকে ডিসেম্বর) বাংলাদেশে ১,৫৬৫ জন খুন হয়েছে। অর্থাৎ প্রতি মাসে গড়ে ৩১৩ জন। আর সমগ্র ২০২৪ সালে মোট খুন হয়েছে ৩,৪৩২ জন বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষ, যার মধ্যে পেশাজীবীর সংখ্যা বেশি'।[১৫] যা বিগত বছরের তুলনায় ক্রমবর্ধমান।

(২) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আগ্নেয়াস্ত্র সংশ্লিষ্ট হত্যাকাণ্ডের পরিসংখ্যান : 'সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন' (সিডিসি) এর তথ্যানুসারে, '২০২০ সালে ৪,৩০০ এর বেশি মার্কিন তরুণ আগ্নেয়াস্ত্র সংশ্লিষ্ট আঘাতের কারণে নিহত হয়েছে'।[১৬] বর্তমানে এ সংখ্যা বছরে পাঁচ হাযার অতিক্রম করেছে। এ চিত্র কেবল বাংলাদেশ বা যুক্তরাষ্ট্রে সীমাবদ্ধ নয়। বরং সর্বোন্নত ও উন্নয়নশীল দু'টি দেশের এই চিত্র সারাবিশ্বের প্রতিচ্ছবি।

পক্ষান্তরে সঊদী আরবে ক্বিছাছের বিধান ও দ্রুত বিচার ব্যবস্থা থাকায় ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপির পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০২৪ সালে সঊদী আরবে কমপক্ষে ১০০ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে, যার মধ্যে ক্বিছাছ হিসাবে ৪১ জন এবং বাকীদের বিরুদ্ধে মাদক সংক্রান্ত ও অন্যান্য অপরাধের অভিযোগ ছিল। উল্লেখ্য যে, এর মধ্যে আবার ৪৩ জন ছিলেন বিদেশী'।[১৭]

উপসংহার : অন্যকে হত্যা করার দ্বারা মানুষ নিজের ধ্বংস ত্বরান্বিত করে। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, যেসব অপরাধে নিজেকে জড়িয়ে ফেলার পর তার ধ্বংস থেকে আত্মরক্ষার উপায় থাকে না, সেগুলোর একটি হ'ল কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা' *(বুখারী হা/৬৮৬৩)*। ইসলামে অন্যায়ভাবে হত্যাকে এমন এক জঘন্য অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে, যা মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। ক্বিছাছের বিধান মানব সমাজ রক্ষার এক কার্যকর হাতিয়ার, যা সমাজে ন্যায়বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় অপরিহার্য। মুসলিমদের জন্য এই বিধানগুলো মেনে চলা কেবল ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা নয়, বরং একটি শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল সমাজ গঠনের চাবিকাঠি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের সকলকে এই মহাপাপ থেকে দূরে থাকার এবং তাঁর বিধান মেনে চলার তাওফীক দান করুন।-আমীন!

[কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ; শিক্ষক : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, রাজশাহী]

১৫. কালের কণ্ঠ ২৬শে জানুয়ারী'২৫; দৈনিক ইত্তেফাক ৭ ডিসেম্বর'২৪।
১৬. ডেইলি স্টার বাংলা, ২৩শে এপ্রিল ২০২২।
১৭. ঢাকা পোস্ট ৩রা মে ২০২৫।

www.tawheederdak.com

হাফেয শেখ সা'দী (চট্টগ্রাম)

[হাফেয শেখ সা'দী (৪৪) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চট্টগ্রাম সাংগঠনিক যেলার বর্তমান সভাপতি। ইসলামের প্রবেশদ্বার খ্যাত বর্তমানে শিরক-বিদ'আতে নিমজ্জিত চট্টগ্রামে পীর ও মাযারপূজারীদের রোষানলের মধ্য দিয়েই সাংগঠনিক প্লাটফর্মে থেকে বিশুদ্ধ ইসলামের দাওয়াতী কাজ করে যাচ্ছেন। অন্দর থেকে উন্মুক্ত ময়দান সবখানেই সাবলীল তার পদচারণা। তার জীবন ঘনিষ্ট নিম্নোক্ত সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন 'তাওহীদের ডাক' পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল-গালিব]

তাওহীদের ডাক : আপনি কেমন আছেন?

হাফেয শেখ সা'দী : আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ ভালো রেখেছেন।

তাওহীদের ডাক : আপনার জন্ম ও পরিবার সম্পর্কে বলুন।

হাফেয শেখ সা'দী : আমার জন্ম ১৯৮১ সালের ১৭ই আগস্টে ঢাকার আগারগাঁওয়ে বাবার কর্মস্থলে। আমাদের গ্রামের বাড়ি চাঁদপুর যেলার শাহরাস্তিতে। তবে বাবার সরকারী চাকুরীর কারণে ১৯৯১ সাল থেকে আমরা চট্টগ্রামে বসবাস শুরু করি। বর্তমানে আমাদের স্থায়ী নিবাস চট্টগ্রাম।

তাওহীদের ডাক : আপনার শিক্ষাজীবন সম্পর্কে কিছু বলুন।

হাফেয শেখ সা'দী : আমি গ্রামের বাড়ী শাহরাস্তিতেই তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছি। এরপর চট্টগ্রামে এসে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হই। ওই সময় আমাদের বাসার পাশেই একটি কওমী মাদ্রাসায় হিফয বিভাগ ছিল। আমি সেই মাদ্রাসার হিফযখানা থেকে ছাত্রদের কুরআন তেলাওয়াত শুনে আকৃষ্ট হই। এক পর্যায়ে পরিবারের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ার মাঝামাঝি সময়ে জেনারেল পড়াশোনা ছেড়ে হিফয বিভাগে ভর্তি হই। *আলহামদুলিল্লাহ,* পাঁচ বছরে পূর্ণাঙ্গ কুরআন হিফয সম্পন্ন করি। এরপর একটি সুন্নিয়া মাদ্রাসায় চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণী শেষ করে 'বাইতুশ শরফ' মাদ্রাসায় ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে ফাযিল পর্যন্ত পড়াশোনা সম্পন্ন করেছি।

তাওহীদের ডাক : আপনি কখন বিশুদ্ধ ইসলাম বুঝতে শুরু করেছিলেন?

হাফেয শেখ সা'দী : আমাদের পরিবার ছিল ধর্মপ্রাণ। তবে ২০০৮-০৯ সালের দিকে টিভিতে ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি দেখতাম। বিশেষ করে এনটিভিতে প্রচারিত 'আপনার জিজ্ঞাসা' অনুষ্ঠানটি নিয়মিত দেখতাম। একদিন মাওলানা আবুল কালাম আযাদের একটি বক্তব্যে প্রথমবার শুনি, ছালাতের নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা 'বিদ'আত'। কথাটা আমার মনে খুব প্রভাব ফেলে। এরপর থেকে ছহীহ আক্বীদা, শিরক ও বিদ'আত মুক্ত আমল ইত্যাদি বিষয়ে আগ্রহ বাড়ে। ২০১০-১১ সালে ড. যাকির নায়েকের 'পিস টিভি বাংলা'-এর মাধ্যমে দলীলভিত্তিক জ্ঞান অর্জনে আগ্রহী হই। ২০১২ সালে আমাদের এলাকার মাছূম নামে এক বড় ভাইয়ের মাধ্যমে মতীউর রহমান মাদানীর লেকচারগুলো শুনে আহলেহাদীছ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাই। এছাড়া সেই সময়ে বিভিন্ন আহলেহাদীছ আলেমদের ছালাতের উপর বিভিন্ন বই পড়ি। বিশেষত মাওলানা আব্দুর রঊফ এবং আব্দুল্লাহ ইবনু ফযলের লিখিত 'সহীহ নামায শিক্ষা' বইটি প্রথমে পাই। তারপর নেট থেকে বিভিন্ন বই পড়া শুরু করি এবং বিভিন্ন আলেমদের আলোচনা শুনতে থাকি। মতীউর রহমান মাদানীর একটি আলোচনায় তাকে যখন বাংলাদেশের কয়েকজন আলেমের নাম বলতে বলা হয়, তখন তিনি প্রথমেই **'আমীরে জামা'আত'**-এর নাম বলেন। এরপর থেকেই আমীরে জামা'আতের প্রতি আমার সম্মান এবং শ্রদ্ধা বাড়তে থাকে।

আমি সঠিক দ্বীন জানার পর আমার পূর্বে পড়া 'মিশকাতুল মাছাবীহ'র সাথে সব মিলিয়ে দেখা শুরু করি। আলহামদুলিল্লাহ আহলেহাদীছ আলেমদের রেফারেন্স সবই কুরআন-হাদীছের সাথে মিলে যায়। এতে আমি অবাক হই যে, ফাযিল পর্যন্ত পড়ার পরও মাদ্রাসায় আমাদের এইগুলো পড়ানো হয়নি কেন! তখন থেকেই আমি যেই অডিওগুলো শুনে পরিবর্তন হয়েছি সেই অডিওগুলো অন্যদের শোনানো আমার প্রধান দাওয়াতী কাজ হয়ে দাঁড়ায়।

এরপর আমার এক বন্ধুর মাধ্যমে ২০১৩ সালে চট্টগ্রামের খুলশিতে প্রথম কোন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ছালাত আদায় করি। সেখানে আমার অধ্যয়নকৃত সব বিষয় সরাসরি দেখে মন পুরোপুরি প্রশান্ত হয়ে যায়। তখন থেকে আহলেহাদীছের সাথে আমার সরাসরি যুক্ত হওয়া।

তাওহীদের ডাক : আহলেহাদীছ হওয়ার পর পারিবারিকভাবে কোনো বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন কি?

হাফেয শেখ সা'দী : শুধুমাত্র আমার বাবা আপত্তি করেছিলেন। আল্লাহ উনার প্রতি রহম করুন। তিনি এখন আর বেঁচে নেই। তবে মা, ভাই-ভাবী, স্ত্রী খুব সুন্দরভাবে আমাকে সমর্থন করেছেন। বাবা মাঝে মাঝে একটু বকা-ঝকা করে বলতেন, তুমি কি নতুন ধর্ম নিয়ে এসেছ? তিনি প্রায়ই মাকে বকা দিতেন এই বলে যে, তুমি তোমার ছেলের কথা শুনছো কেন? এছাড়া তেমন কোনো বড় বাধা পাইনি। তবে সময়ের ব্যবধানে ২০১৭-১৮ সালের দিকে এসে আল্লাহ বাবাকেও এই পথে কবুল করেন। তিনি প্রায় দেড় বছর আগে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

তাওহীদের ডাক : সামাজিকভাবে কোনো বাধার মুখোমুখি হয়েছেন কি?

হাফেয শেখ সা'দী : হ্যাঁ, আমার এলাকায় যে মসজিদে ছালাত আদায় করতাম, সেখানে বড় ধরনের বাধার সম্মুখীন

হই। প্রথমে ইমামের সঙ্গে আমার ভালো সম্পর্ক ছিল। আমরা তার সাথে ছহীহ ছালাত, সূরা ফাতিহা পড়া, সশব্দে আমীন বলাসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতাম; তিনি আমাদের কথা সমর্থন করতেন। কিন্তু খুৎবায় আমাদের নাম ধরে বিষোদগার করতেন।

একদিন সরাসরি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি খুলশী আহলেহাদীছ মসজিদে কেন যাও? ওখানে তো জঙ্গি প্রশিক্ষণ হয়! রায়হান মাদানী, ড. আসাদুল্লাহ আল-গালিব এরা তো জঙ্গী! বিষয়টি আমার খুবই খারাপ লাগে। ফলে আমি ধীরে ধীরে তার সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখতে শুরু করি। এরপর তিনি আমাকে কেন্দ্র করে মুছল্লী ও কমিটির মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেন। এমনকি একবার আমার বাড়িতে হামলার পরিকল্পনা হয়। তবে আল্লাহ্‌র রহমতে তা বাস্তবায়ন হয়নি। এরপর আমার বিরুদ্ধে বড় করে একটি সাইনবোর্ড লাগিয়ে মসজিদে আমার কুরআন শিক্ষার তা'লীম ও হালাকা নিষিদ্ধ করা হয়। যা শুধু আমার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু সেখানে তাবলীগ ও জামায়াতীদের তা'লীম অব্যাহত ছিল। তবে বর্তমানে পরিস্থিতি অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছে। আগের মতো খুৎবায় সরাসরি আমাদের নিয়ে বিষোদগার করা হয় না। এখন সেই মসজিদে আমরা প্রায় ২০-২৫ জন নিয়মিত ছহীহভাবে ছালাত আদায় করি। *আলহামদুলিল্লাহ*।

তাওহীদের ডাক : আপনার সাংগঠনিক জীবন কিভাবে শুরু হয়?

হাফেয শেখ সা'দী : ২০১৩ সাল থেকে আমি খুলশী আহলে হাদীছ জামে মসজিদে নিয়মিত যাতায়াত শুরু করি। তখন আমাদের এলাকার এক ভাইয়ের মাধ্যমে চট্টগ্রাম যেলার তৎকালীন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. শামীম আহসানের সঙ্গে পরিচয় হয়। তিনি আমাকে নিয়মিত ফোন দিয়ে সাংগঠনিক ব্রিফ দিতেন এবং এলাকায় এসে তা'লীম করতেন। তিনি আমার পিছনে অনেক পরিশ্রম করেছেন। আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দিন। তার এই পরিশ্রম অন্যদের জন্যও শিক্ষণীয়। তার মাধ্যমেই আমার সাংগঠনিক জীবন শুরু। তিনি আমাদের এলাকায় গেলে প্রায়ই আমরা চায়ের দোকানে বসে তা'লীম করতাম। এজন্য এলাকার সেই খতীব আমাদেরকে চায়ের দোকানের মুফতী বলেও কটাক্ষ করতেন। সংগঠনে যোগ দেয়ার পরপরই ২০১৩ সালের শেষের দিকে আমাকে চট্টগ্রাম যেলা সাধারণ সম্পাদক হিসাবে মনোনীত করা হয়। অতঃপর ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে আমি সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করছি। আলহামদুলিল্লাহ!

তাওহীদের ডাক : আমীরে জামা'আতের সাথে আপনার প্রথম সাক্ষাৎ কীভাবে হয়েছিল?

হাফেয শেখ সা'দী : ২০১৪ সালের ২২শে মার্চ শনিবার হ'তে ২৮শে মার্চ শুক্রবার পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী মুহতারাম আমীরে জামা'আত ৩০ জনের একটি দাওয়াতী কাফেলা নিয়ে দেশের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গে দাওয়াতী সফরে বের হয়েছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় ২৬শে মার্চ বুধবার খুলশী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে চট্টগ্রাম যেলা সম্মেলনের তারিখ ধার্য ছিল। কিন্তু বিরোধীদের চক্রান্তে প্রশাসনের অনুমতি না পাওয়ায় যেলা সম্মেলন স্থগিত করা হয়। পরে আমাদের এক দ্বীনি ভাই তাসলীম বিন সাইফুলের সহযোগিতায় এক হানাফী মসজিদ 'কাঠঘর নাযিরপাড়া রাজা মিয়াঁ জামে মসজিদে' সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই সফরেই প্রথম আমীরে জামা'আতের সঙ্গে আমার সরাসরি সাক্ষাৎ ঘটে।

তাওহীদের ডাক : আপনি পেশায় ব্যবসায়ী। কখনও কি শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা হয়েছিল?

হাফেয শেখ সা'দী : না, আমি কখনো পেশাগতভাবে শিক্ষকতায় নিযুক্ত হইনি। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমার পরিচিতদের মাঝে দ্বীন ও কুরআন শিক্ষার কাজ করেছি। এটিকে আমি ইসলামের আবশ্যিক প্রয়োজন হিসাবে দেখেছি।

তাওহীদের ডাক : পতেঙ্গায় আহলেহাদীছ আন্দোলনের মারকাযটি প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন?

হাফেয শেখ সা'দী : পতেঙ্গায় অবস্থিত আমাদের মারকাযটি কেবল চট্টগ্রামই নয়, বরং বৃহত্তর চট্টগ্রামে আহলেহাদীছ আন্দোলনের সর্বপ্রথম কোন মারকায। চট্টগ্রাম শহরে আমাদের যখন কোন বসার জায়গা ছিল না, তখন হঠাৎ করেই এই ভূখণ্ডটি আমাদের আয়ত্বে আসে। এর জমিদাতারা সবাই আমেরিকা প্রবাসী। আমেরিকায় সঠিক দ্বীন পাওয়ার পর ২০১৩ সালে উনারা বাংলাদেশে আসেন। উনারা ছহীহ আক্বীদার একটা মসজিদ নির্মাণ করবেন বলে লোক মারফতে জানলে তৎকালীন সভাপতি ডা. শামীম আহসান ভাইকে নিয়ে দাতার ছেলের সাথে সাক্ষাৎ করি। আরো বিভিন্ন গ্রুপ এই জমিতে মসজিদ নির্মাণ করতে চাইলেও আমরা দাতাকে বিশ্বাস করাতে পেরেছি যে, মসজিদ যদি 'আন্দোলনে'র তত্ত্বাবধানে তৈরী হয়, তাহ'লে ইনশাআল্লাহ এই মসজিদ আজীবন হকের প্রচার কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। দাতা আমাদের কথায় আশ্বস্ত হয়ে বর্তমান মারকাযের পশ্চিম-দক্ষিণ পার্শ্বে মসজিদ নির্মাণের জন্য ৪ কাঠা জমি লিখে দেন। আমরা যখন ঐ জায়গায় কাজ আরম্ভ করে প্রায় ৬টি বেইজ ঢালাই সম্পূর্ণ করি এবং প্রায় ৫ লক্ষ টাকা খরচ করে ফেলি। তখন আশে-পাশের বিদ'আতীরা বিভিন্ন অজুহাতে স্থানীয় প্রভাবশালী লোকদের সহযোগিতায় নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেয়। অনেক তদবীর, বৈঠক করার পরও প্রায় দীর্ঘ ২ মাস কাজ বন্ধ থাকে। যখন বুঝতে পারি ঐখানে কাজ করাটা আরো সমস্যা সৃষ্টি করবে, তখন দাতা মসজিদ নির্মাণের জন্য বর্তমান জায়গাটা আমাদেরকে দেওয়ার প্রস্তাব করেন। যেহেতু বর্তমান মারকাযের জায়গায় দাতার একটি মক্তব আগে থেকেই চালু ছিল এবং দাতার বেশ কয়েকটি সেমিপাকা ভাড়া ঘর ছিল, সেহেতু ছোট মক্তবটিকে এক সপ্তাহের মধ্যে ২০ বাই ৩০ ফিটের মসজিদ নির্মাণ করতে তেমন সমস্যা হয়নি। বিদ'আতীরা কিছু বুঝে উঠার আগেই এক সপ্তাহের মধ্যে জুম'আ চালু হয়ে গেলে এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়। পরবর্তীতে আমরা বিভিন্ন কৌশলে মসজিদ সম্প্রাসরণ করতে থাকি এবং নির্মাণ কাজ করতে

থাকি। প্রথম থেকেই বিদ'আতীদের বড় একটা সমস্যা ছিল, ফজরের ছালাতের আযান ও আছরের ছালাতের আযান নিয়ে। আর যখন আমরা রামাযানে প্রচলিত নিয়মের বাহিরে গিয়ে সূর্যাস্তের সাথে সাথে মাগরিবের আযান দিলাম, তখন বিদ'আতীরা আর মেনে নিতে পারল না। তারা স্থানীয় কমিশনারের প্রতিনিধির মাধ্যমে মারকাযে আসে এবং এই বিষয়ে আলোচনা করে। আলেচনার এক পর্যায়ে কিছু উগ্র বিদ'আতী আমাদের একজন দ্বীনী ভাইকে আহত করে। এমন উগ্রতা দেখে স্থানীয় কমিশনার তাদের এমন ব্যবহারের জন্য তিরস্কার করলে তারা স্থান ত্যাগ করে।

কিন্তু বিদ'আতীরা দমে যায় নি। তারা মারকাযের বহুতল ভবনের নির্মাণ কাজে বিভিন্নভাবে বাধা সৃষ্টি করে। যা আমরা বিভিন্ন বৈঠক ও ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করি এবং আল্লাহ্র সাহায্যে মসজিদের কাজ সম্পন্ন হয়। এর মধ্যে বিদা'আতীরা বিভিন্নভাবে মসজিদ দখল করার জন্য পাঁয়তারা করতে থাকে। কোন এক জুম'আতে তারা বিভিন্ন মসজিদ থেকে লোক নিয়ে আসবে এমন খবর আমাদের নিকট আসলে আমরা থানায় ১০ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করি। তখন থানা থেকে তাদেরকে ডেকে এই বিষয়ে সতর্ক করে। কিন্তু তারপরও তারা চক্রান্ত চালাতে থাকে।

সর্বশেষ ১৫ই অক্টোবর ২০১৭ সালে, পাঠের অনুপযোগী ছিন্ন কুরআন পানিতে ফেলাকে ইস্যু করে মাযহাব, পীর ও মাযারপন্থীরা একাট্টা হয়ে আহলেহাদীছ মসজিদ দখলের গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। থানায় শালিশ বসলে সেখানে আহলেহাদীছ বিরোধী প্রায় দুই-তিন হাযার লোক জড়ো করা হয়। এক প্রকার থানা ঘেরাওয়ের মত পরিস্থিতি। থানা কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে শালিশ বৈঠক থেকেই অন্যায়ভাবে মসজিদের জমিদাতা জনাব আব্দুশ শাকূর, মসজিদ কমিটির সভাপতি ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. শামীম আহসান ও ইমাম মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলামসহ ৬ জনকে গ্রেফতার করে এবং পরদিন কোর্টের মাধ্যমে তাদেরকে কারাগারে পাঠিয়ে দেয়। এতেও তারা ক্ষান্ত হয়নি। এরপর রাস্তার মোড়ে মোড়ে আহলেহাদীছ বিরোধী ব্যানার, ফেস্টুন টাঙ্গানো হয়।

অতঃপর ২০শে অক্টোবর জুম'আর ছালাতের পর পীর ও মাযারপন্থী প্রায় পাঁচ হাযার লোক আহলেহাদীছ বিরোধী বিশাল মিছিল বের করে। এ সময় আহলেহাদীছ বিরোধী বিভিন্ন শ্লোগান, প্ল্যাকার্ড, ফেস্টুন প্রদর্শন ছাড়াও হাযার হাযার লিফলেট বিতরণ করা হয়। কিন্তু মহান আল্লাহ্র অশেষ কৃপায় তাদের সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ হয়। সরাসরি কেন্দ্রের নামে রেজিষ্ট্রিকৃত উক্ত জমিতে তারা দখলদারী কায়েম করতে ব্যর্থ হয়। সেই সাথে কারান্তরীণ দায়িত্বশীলগণও কিছুদিন পর মুক্তি লাভ করেন। *ফালিল্লাহিল হামদ।*

তাওহীদের ডাক : আমীরে জামা'আত এই মারকাযে প্রথম কবে আসেন?

হাফেয শেখ সা'দী : ২০১৫ সালের ৩০শে অক্টোবর শুক্রবার ৮-টার ফ্লাইটে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম পৌঁছালে আমরা বিমানবন্দরে আমীরে জামা'আতকে অভ্যর্থনা জানাই। 'ইসলামিক কমপ্লেক্স' রাজশাহীর অধীনে পরিচালিত 'বায়তুর রহমান আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স'-এ এসে মুহতারাম আমীরে জামা'আত পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। এ সময়ে মুহতারাম আমীরে জামা'আত নগরীর এই গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স-এর জন্য জমি দান করায় আমেরিকা প্রবাসী জনাব আব্দুশ শাকূরের জন্য খাছ দো'আ করেন এবং এটিকে অত্রাঞ্চলের 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র মারকায হিসাবে কবুলের জন্য মহান আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করেন।

উল্লেখ্য যে, সারাদিন হালকা বৃষ্টির মধ্যেও শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপুল সংখ্যক মুছল্লী আমীরে জামা'আতের খুৎবা শোনার জন্য মসজিদে সমবেত হন। কিন্তু মসজিদে স্থান সংকুলান না হওয়ায় অনেককে বাহিরে ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে বক্তব্য শুনতে হয়। অতঃপর খুৎবা শেষে পর পর তিনটি জামা'আতে ছালাত আদায় করতে হয়। মসজিদে মহিলাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা ছিল। অতঃপর জুম'আর ছালাত শেষে আমীরে জামা'আত মসজিদ সংলগ্ন যেলা 'আন্দোলন'-এর নতুন কার্যালয় উদ্বোধন করেন।

পরদিন ৩১শে অক্টোবর শনিবার সকাল ৯-টায় গ্রীনলাইন কোচ যোগে আমীরে জামা'আত ও তার সফরসঙ্গীগণ কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, 'কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে' যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা সম্মেলনের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার পরও স্থানীয় প্রশাসন বিনা কারণে মাত্র একদিন আগে সম্মেলনের অনুমতি বাতিল করে দেয়। ফলে দায়িত্বশীলদের সাথে মতবিনিময় এবং পূর্বেই বিমানের টিকিট কাটা থাকায় কক্সবাজার হয়ে ঢাকা ফেরার উদ্দেশ্যে আমীরে জামা'আত কক্সবাজারের পথে রওয়ানা হন। ৯০ কিলোমিটার পথ যাওয়ার পর বাধ সাধে কক্সবাজারের স্থানীয় প্রশাসন। কক্সবাজার প্রবেশ করলেই গ্রেফতার করা হবে এমন ন্যক্কারজনক হুমকি প্রদান করে প্রশাসনের কাণ্ডজ্ঞানহীন কর্তা ব্যক্তিরা। বাধ্য করা হয় মাঝপথ থেকে পুনরায় চট্টগ্রাম ফিরে আসতে। অতঃপর ভাড়া করা মাইক্রো যোগে বেলা আড়াইটার দিকে রওয়ানা হয়ে ভাঙ্গা রাস্তা মাড়িয়ে অত্যন্ত কষ্ট করে রাত ৮-টায় আমীরে জামা'আত চট্টগ্রাম ফিরে আসেন। অতঃপর চট্টগ্রামে রাত্রি যাপন করে পরদিন সকাল ৯-টার বিমান যোগে আমীরে জামা'আত ঢাকায় পৌঁছেন।

তাওহীদের ডাক : আপনাদের মাধ্যমে এই যেলায় আন্দোলনের কাজ যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছে এবং ধারাবাহিকভাবে যেলা সম্মেলন হচ্ছে। এ সম্পর্কে বলুন।

হাফেয শেখ সা'দী : ২০১৮ সাল থেকে আমরা ধারাবাহিকভাবে যেলা 'আন্দোলন'-এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন উন্মুক্ত প্রোগ্রাম করে আসছি। বিশেষ করে-

(১) ২০১৮ সালের ১৬ই মার্চ শুক্রবার জিইসি মোড়ে বিএমএ ভবনের কনফারেন্স হলে যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. শামীম আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সুধী সমাবেশে প্রধান

অতিথি হিসাবে মুহতারাম আমীরে জামা'আত উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, কক্সবাজার ও চট্টগ্রামে শিক্ষাসফর উপলক্ষ্যে আমীরে জামা'আত ১৫ই মার্চ বিকালে কক্সবাজারে পৌঁছেন। কক্সবাজার প্রোগ্রাম সেরে পরের দিন তিনি চট্টগ্রামে আসেন। অতঃপর ১৭ই মার্চ চট্টগ্রাম মারকায থেকে দু'দিন ব্যাপী রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়িতে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা সফরের যাত্রা শুরু হয়। যেখানে ২২টি যেলা থেকে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর মোট ৯৭ জন কর্মী ও সুধী একত্রিত হন।

(২) ১১ই মার্চ ২০২০ বুধবার 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে তিন দিনব্যাপী কেন্দ্রীয় শিক্ষা সফর উপলক্ষ্যে কক্সবাজার যাওয়ার পথে আমীরে জামা'আত চট্টগ্রাম আসেন। অতঃপর বাদ মাগরিব নগরীর জিইসি মোড়ে বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন (বিএমএ) মিলনায়তনে সুধী সমাবেশে তিনি প্রধান অতিথির ভাষণ প্রদান করেন।

(৩) ২৬শে জানুয়ারী ২০২৪ শুক্রবার যেলা শহরের স্টেশন রোডের রিয়াযুদ্দীন বাজারস্থ হোটেল সৈকত-এর মিলনায়তনে আমীরে জামা'আত প্রধান অতিথির ভাষণ প্রদান করেন। উল্লেখ্য যে, সম্মেলনের পূর্বে তিনি চট্টগ্রাম মারকায আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

(৪) সর্বশেষে ১৭ই জানুয়ারী ২০২৫ শুক্রবার হালিশহর বিডিআর ময়দানে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে আমীরে জামা'আত প্রধান অতিথির ভাষণ প্রদান করেন। উল্লেখ্য যে, এদিনও সম্মেলনের পূর্বে তিনি চট্টগ্রাম মারকায আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

তাওহীদের ডাক : এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে দাওয়াতের গুরুত্ব নিয়ে আপনার মতামত কী?

হাফেয শেখ সা'দী : চট্টগ্রামের এই অঞ্চলটিকে বলা হয় 'বাবুল ইসলাম' বা ইসলামের প্রবেশদ্বার। এখানে মূল ইসলামই প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু কালক্রমে দাওয়াতের অভাবে কবরপূজা, মাযারপূজা, পীর-ফক্বীর ইত্যাদির সংমিশ্রণ ঘটে গেছে। এখনো এখানকার মানুষ ধর্মপ্রাণ। কিন্তু দাওয়াতের মাধ্যমে তাদের কাছে সঠিক ইসলামের বার্তা পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন। গত ১০ বছরে আহলেহাদীছ আন্দোলনের দাওয়াতী প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ এখানে নিয়মিত আহলেহাদীছ সম্মেলন হচ্ছে। এছাড়া এখানে ছয়টি মসজিদ ও বেশ কয়েকটি মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে। *আলহামদুলিল্লাহ* মানুষ সঠিক দ্বীন গ্রহণ করছে। বর্তমানে শুধু চট্টগ্রাম নয়, পার্শ্ববর্তী পার্বত্য যেলা রাঙামাটি, বান্দরবন এবং খাগড়াছড়িতেও আমাদের সাংগঠনিক কার্যক্রম ও দাওয়াতী সফর শুরু হয়েছে। ফালিল্লাহিল হাম্‌দ।

তাওহীদের ডাক : আমীরে জামা'আতের সঙ্গে আপনার স্মৃতিচারণ সংক্ষেপে বলুন।

হাফেয শেখ সা'দী : আমীরে জামা'আতের সাথে আমার স্মরণীয় দু'টি ঘটনা উল্লেখ করব। (১) ২০১৮ সালে নিঝুম দ্বীপে একটি জুম'আর ছালাতে মসজিদ কমিটি আমীরে জামা'আতকে খুৎবা দেওয়ার অনুমতি দিতে না চাইলে আমি আবেগাপ্লুত কণ্ঠে মুছল্লীদের সামনে আবেদন করি। পরে তাকে ছালাত শেষে বক্তব্য দিতে দেওয়া হয়। প্রথমে আমীরে জামা'আত আমার উক্ত আচরণে অসন্তুষ্ট হলেও অনেকদিন পরে আমাকে বলেন, 'তুমি যা করেছিলে, ভালোই করেছিলে, ঐভাবে না বললে হবে না'। উল্লেখ্য যে, আমার জোরালো দাবীর ফলেই ঐদিন খুৎবার পর তারা আমীরে জামা'আতকে বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন।

(২) একবার আমীরে জামা'আতকে বলেছিলাম, আমি সাংগঠনিক পদ ছেড়ে দিতে চাই। তখন তিনি বলেন, সাংগঠনিক প্লাটফর্ম ছাড়া তুমি কি কাজ করতে পারবে? আমি বললাম, 'না!' তার এই কথাটি আমার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে এবং আমি বুঝতে পারি দাওয়াতী কাজ করার জন্য ইমারতের অধীনে থাকতে হবে।

তাওহীদের ডাক : স্যারের বিশেষ কোন বইয়ের স্মৃতিচারণ করতে চান কি?

হাফেয শেখ সা'দী : জি, স্যারের 'বায়'এ মুআজ্জাল' বইটি উল্লেখ করব। আমার মাধ্যমে বইটি উপহার পেয়ে কয়েকজন দ্বীনী ভাই সূদের ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছে। *আলহামদুলিল্লাহ।*

তাওহীদের ডাক : যুবকদের উদ্দেশ্যে আপনার সংক্ষিপ্ত নছীহত করুন?

হাফেয শেখ সা'দী : বর্তমান সময়ে ফিৎনা-ফাসাদ বাড়ছে। যুবকদের অবশ্যই সংযমী, নিয়ন্ত্রিত ও সচেতন হ'তে হবে। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র পতাকা তলে সমবেত হ'লে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে এবং সরল-সঠিক পথের সন্ধান পাবে *ইনশাআল্লাহ*।

তাওহীদের ডাক : তাওহীদের ডাক পত্রিকার পাঠকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন।

হাফেয শেখ সা'দী : যুবসংঘের মুখপত্র 'তাওহীদের ডাক' পত্রিকা কুরআন-সুন্নাহর মণিমুক্তাখচিত একটি পত্রিকা। এই পত্রিকা নিয়মিত পড়া উচিত। কারণ পড়া ছাড়া ইসলামের সঠিক বোধ ও জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয়।

তাওহীদের ডাক : সবশেষে আপনার কোন বিশেষ বার্তা আছে কি?

হাফেয শেখ সা'দী : সবশেষে বলব, আমার সাংগঠনিক জীবনে যারা মেহনত করেছেন, বিশেষ করে ডা. শামীম আহসান ভাইকে আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দিন। তার একটি কথা আমাকে এখনো অনুপ্রাণিত করে যে, 'আমীরে জামা'আত তার মেধাকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় ছাদাক্বা করে দিয়েছেন এবং তিনি তাঁর যাবতীয় কথা ও কর্ম আল্লাহ্‌র জন্য করেন'। তার এই অনুপ্রেরণা নিয়েই আমি কাজ করে যাচ্ছি *আলহামদুলিল্লাহ*'। আল্লাহ আমীরে জামা'আতের নেতৃত্ব আমাদের উপর দীর্ঘায়িত করুন এবং আমাদের সবাইকে সঠিক পথে টিকে থাকার তাওফীক দান করুন। আর এই গোনাহগার বান্দার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার জন্য 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কমিটিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। *জাযাকুমুল্লাহু খাইরান।*

তাওহীদের ডাক : *মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য আপনাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ।*

ইসলামে ওয়াক্বফ আইন : কী ও কেন!

- ড. ইহসান ইলাহী যহীর

ভূমিকা : আদিকাল থেকেই পৃথিবীতে আল্লাহ্র রাস্তায় ওয়াক্বফ করার বিধান রয়েছে। জাহান্নাম থেকে মুক্তিকামী মুমিনরা মৃত্যুর পরেও যেন তার সৎকর্মের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে, সেই লক্ষ্যেই মূলত আল্লাহ্র রাহে সম্পদ ওয়াক্বফ করে থাকেন। সেকারণ বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমরা ইসলামে ওয়াক্বফের বিধান, পার্শ্ববর্তী দেশে ওয়াক্বফ সম্পত্তির উপর অন্যায় হস্তক্ষেপ ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করবো ইনশাআল্লাহ।

ওয়াক্বফের পরিচয় : আভিধানিক অর্থে اَلْوَقْفُ হ'ল الْحَبْسُ وَالْمَنْعُ، বা উৎসর্গ, সীমাবদ্ধকরণ, অবস্থান, বিরতি, আটক, থামা, নিবৃত্তি ইত্যাদি। বহুবচন أَوْقَافٌ।[১] পারিভাষিক অর্থে اَلْوَقْفُ হ'ল এমন দান, যা আল্লাহ্র রাস্তায় পরিপূর্ণভাবে স্বত্ব প্রদান করা হয় এবং এর উপকারিতা মুসলিমগণ সমানভাবে পেয়ে থাকেন'।[২]

ওয়াক্বফের প্রকারভেদ : ওয়াক্বফ দুইভাগে বিভক্ত। যেমন (ক) الوَقْفُ الخَيْرِيُّ বা জনকল্যাণমূলক ওয়াক্বফ। এটি মূলত একটি দাতব্য উদ্দেশ্যে প্রদত্ত। জনগণের মধ্যে কারও মালিকানাধীন থাকে না এবং এটি সকল মুসলমানের উপকারের জন্য লিল্লাহ উৎসর্গীত হয়। যেমন দরিদ্র-অভাবীদের জন্য দাতব্য প্রতিষ্ঠান, ইয়াতীমখানা, মসজিদ, দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সুপেয় পানির ব্যবস্থা, হাসপাতাল নির্মাণ এবং সকল মুসলমানের জন্য কল্যাণকর সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে। (খ) الوَقْفُ الأَهْلِيُّ أَوِ الذُّرِّيُّ বা পারিবারিক ওয়াক্বফ। যেমন কেউ ওয়াক্বফ করল এই শর্তে যে, আমি এই জমি বা প্রতিষ্ঠান আমার জীবদ্দশায় নিজের তত্ত্বাবধানে এবং আমার মৃত্যুর পর আমার সন্তানদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে মর্মে দান করছি। একে ওয়াক্বফ 'আলাল আওলাদ' তথা ব্যক্তিগত ওয়াক্বফ বলা হয়।

ওয়াক্বফ সম্পত্তি কী? যে স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তিকে পরকালীন মুক্তির স্বার্থে আল্লাহ্র নামে তাঁর রাস্তায় চিরকালের জন্য স্বত্ব দান করে দেওয়া হয়, তাকে ওয়াক্বফ সম্পত্তি বলা হয়। যা চ্যারিটি বা মানবকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করা হয়। নথিপত্রের যুগ শুরু হওয়ার বহু আগ থেকে এই ওয়াক্বফ পদ্ধতি দুনিয়ায় প্রচলিত আছে।

ওয়াক্বফ সম্পত্তি কারা ব্যবহার করেন? সাধারণত যে কোন জনসেবার কাজে ব্যবহৃত হয় এই সম্পত্তি। তবে কেউ উত্তরসূরী হিসাবে এই ওয়াক্বফ সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করেন। এই সম্পত্তি কখনও বিক্রয় বা মালিকানা হস্তান্তর করা যায় না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মুসাফিরখানা, ইয়াতীমখানা, কবরস্থান, বৃদ্ধাশ্রম, হাসপাতাল, অসহায় মানুষের আশ্রয়স্থল, দাওয়াহ সেন্টার প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য এই জমি ব্যবহার করা হয়।

ওয়াক্বফের উদ্দেশ্য : ওয়াক্বফের সবচাইতে বড় উদ্দেশ্য হ'ল দানকারীর আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং এর দ্বারা ইসলাম ও মুসলিমদের উপকারের মাধ্যমে ছাদাক্বায়ে জারিয়ার পথ উন্মুক্ত রাখা। নিজের সম্পদকে সবসময় আল্লাহ্র পথে সম্পৃক্ত রাখা। এর মাধ্যমে মসজিদ, মাদ্রাসা, ইয়াতীমখানা, দাতব্য প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি ক্বিয়ামত পর্যন্ত রাহে লিল্লাহ ব্যবহৃত হওয়া।

কুরআনে ওয়াক্বফের দলীল : পবিত্র কুরআন মাজীদে সাধারণভাবে দানের প্রতি যথেষ্ঠ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। নফসে আম্মারার কুপ্রবৃত্তি হ'তে নিবৃত্ত হয়ে কৃপণতাকে বর্জন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মৃত্যু আসার পূর্বেই যথাসাধ্য দান করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। আর জনকল্যাণমূলক এ সকল কাজের মূল উৎস রাহে লিল্লাহ ওয়াক্বফ করা।

(১) যেমন আল্লাহ বলেন, إِنْ تُقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ– 'যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও, তাহ'লে তিনি তোমাদের জন্য সেটি বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিবেন ও তোমাদের ক্ষমা করবেন। বস্তুত আল্লাহ গুণগ্রাহী ও সহনশীল' *(তাগাবুন ৬৪/১৭)*।

(২) তিনি বলেন, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ– 'তোমরা ছালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর। আর তোমরা নিজেদের জন্য যেসব সৎকর্ম অগ্রিম প্রেরণ কর, তা তোমরা আল্লাহ্র নিকটে পাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সকল কৃতকর্ম প্রত্যক্ষ করেন' *(বাক্বারাহ ২/১১০)*।

(৩) তিনি অন্যত্র বলেন, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ– 'আর তোমরা ধন-সম্পদ হ'তে যা ব্যয় কর, তা তোমরা নিজেদের জন্যেই করে থাক। অধিকন্তু তোমরা তো আল্লাহ্র চেহারা অন্বেষণ ব্যতীত অন্য কোন

১. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আল-মু'জামুল ওয়াফী, ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ৪৯তম মুদ্রণ ২০২৪, ১১৫৩ পৃ.।
২. ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী, ৫/৩৪৮, ১২/১৭৯ পৃ.।

উদ্দেশ্যে ব্যয় করো না। বস্তুত উত্তম সম্পদ হ'তে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, তার পুরস্কার তোমরা পুরাপুরি পেয়ে যাবে। তোমাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না' *(বাক্বারাহ ২/২৭২)*।

(৪) তিনি আরও বলেন, يَآأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوآ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَّلاَ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ- 'হে বিশ্বাসীগণ! আমরা তোমাদের যে রূযী দান করেছি তা থেকে তোমরা (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় কর সেদিন আসার আগেই, যেদিন নেই কোন ক্রয়-বিক্রয়, নেই কোন বন্ধুত্ব, নেই কোন সুফারিশ। বস্তুত কাফেররাই হ'ল যালেম' *(বাক্বারাহ ২/২৫৪)*।

(৫) অন্যত্র তিনি আরও বলেন, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ- 'তোমরা কখনোই কল্যাণ লাভ করবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে দান করবে। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, আল্লাহ তা সবই জানেন' *(আলে ইমরান ৩/৯২)*।

হাদীছে ওয়াক্বফের দলীল : মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশাতে বহু ছাহাবী এমনকি নবী করীম (ছাঃ) নিজেও আল্লাহ্‌র রাস্তায় সম্পদ ওয়াক্বফ করেছেন। যেমন- (১) যেমন উম্মুল মুমিনীন জুয়াইরিয়াহ বিনতে হারেছের ভাই 'আমর ইবনু হারেছ (রাঃ) বলেন, مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ أَمَةً، إِلاَّ بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ الَّتِى كَانَ يَرْكَبُهَا وَسِلاَحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا لاِبْنِ السَّبِيلِ صَدَقَةً- 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর মৃত্যুর সময় কোন দীনার, দিরহাম, ক্রীতদাস, ক্রীতদাসী এবং কোন বস্তুই ছেড়ে যাননি। তবে তিনি ঐ সাদা খচ্চরটি ছেড়ে গেছেন, যার উপর তিনি সওয়ার হ'তেন এবং তাঁর যুদ্ধাস্ত্র ও এক খণ্ড জমি। যেগুলো তিনি সবই আল্লাহ্‌র রাস্তায় মুসাফিরদের জন্য ছাদাক্বাহ করে গেছেন'।[৩]

(২) হাদীছে এসেছে, 'আবু তালহা আনছারী (রাঃ) মদীনাতে খেজুর বাগান ওয়ালা বড় সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁর নিকট সর্বাধিক প্রিয় ছিল 'বায়রাহা' কূপ। তা ছিল মসজিদে নববীর সম্মুখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাতে যেতেন এবং তার মিঠা পানি পান করতেন। আনাস বলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হ'ল, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ 'তোমরা কখনোই কল্যাণ লাভ করবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে দান করবে' *(আলে ইমরান ৩/৯২)*। আবু তালহা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট গেলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা কখনও নেকী লাভ করতে পারবে না, যে পর্যন্ত না তোমরা দান কর যা তোমরা ভালবাস'। আর আমার নিকট আমার সর্বাপেক্ষা ভালবাসার বস্তু হ'ল এই 'বায়রাহা'। অতএব, আমি তা আল্লাহ্‌র নামে দান করলাম নেকী লাভ ও পরকাল আল্লাহ্‌র নিকটে তাকে সঞ্চিত ধনরূপে পাবার আশায়। হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এটা নিয়ে যাকে ইচ্ছা তাকে দিয়ে দিন! এটা অনেক লাভজনক দান। আমি শুনলাম যা তুমি বললে, তবে আমি পসন্দ করি তুমি নিজেই তা তোমার আত্মীয়দের মধ্যে দান করে দিবে। এটা শুনে আবু তালহা বললেন, আচ্ছা, তবে আমি তা করব। অতঃপর তিনি তার নিকটাত্মীয় ও চাচাতো ভাইদের মধ্যে ভাগে দান করে দিলেন'।[৪]

(৩) রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ- 'যখন মানুষ মারা যায়, তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু ৩টি আমল ব্যতীত (ক) ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ (খ) এমন ইলম, যার দ্বারা উপকার সাধিত হয় এবং (গ) সুসন্তান যে তার জন্য দো'আ করে'।[৫]

(৪) ওমর (রাঃ) খায়বার যুদ্ধে গণীমতের একখণ্ড জমি লাভ করলেন। অতঃপর তিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ : إِنَّهُ لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلاَ يُوهب وَلاَ يُورث وَتصدق بها فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَّأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ : غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً- 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি খায়বারে একখণ্ড জমি পেয়েছি, তার চেয়ে উত্তম কোন সম্পদ আমি আর কখনো লাভ করিনি। হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এখন আমাকে এতে কি করতে বলেন? তখন তিনি বললেন, তুমি যদি চাও তবে এর মূলস্বত্ব রক্ষা করে উপার্জিত লভ্যাংশ দান করে দিতে পার। তাই ওমর (রাঃ) তা এরূপে দান করলেন যে, তার মূলস্বত্ব বিক্রি করা যাবে না, কাউকে হেবা তথা দান করা যাবে না এবং তাতে উত্তরাধিকার প্রবর্তিত হবে না। তা হ'তে উৎপাদিত ফল-ফসল দান করা হবে অভাবগ্রস্তদের মাঝে, আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে, দাস মুক্তকরণে, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে, মুসাফিরদের জন্য এবং মেহমানদের জন্য। যিনি উক্ত জমির মুতাওয়াল্লী হবেন, তিনি জমা না করে তা হ'তে ন্যায্যভাবে খেতে বা নিজ পরিবারকে খাওয়াতে পারবেন। এতে কোনো দোষ নেই'।[৬]

৩. বুখারী হা/৪৪৬১।

৪. বুখারী হা/১৪৬১; মুসলিম হা/৯৯৮; মিশকাত হা/১৯৪৫।
৫. মুসলিম হা/১৬৩১; মিশকাত হা/২০৩।
৬. বুখারী হা/২৭৩৭; মুসলিম হা/১৬৩২; মিশকাত হা/৩০০৮।

(৫) যখন ওছমান (রাঃ) বিদ্রোহীদের শান্ত করার জন্য স্বীয় ঘরের ছাদে ওঠেন। ছাদের উপর হ'তে ওছমান (রাঃ) তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, 'আমি তোমাদেরকে আল্লাহ এবং দ্বীন ইসলামের কসম দিয়ে প্রশ্ন করছি তোমরা কি জান যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হিজরত করে মদীনায় এলেন এবং রূমার কূপ ছাড়া এখানে অন্য কোথাও মিষ্টি পানির বন্দোবস্ত ছিল না? তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যে ব্যক্তি রূমার কূপটি ক্রয় করে মুসলিমদের জন্য ওয়াক্বফ করে দিবে, সে জান্নাতে তার তুলনায় অধিক উত্তম প্রতিদান পাবে। অতঃপর আমি আমার মূল সম্পত্তি দিয়ে তা ক্রয় করি এবং দান করে দেই। অথচ আজ আমাকে সেই কূপের পানি পান করতে তোমরা বাধা দিচ্ছ?'।[৭]

(৬) জাবের (রাঃ) বলেন,– لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِّنْ أَصَحَابِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– ذُوْ مقدرة إِلاَّ وَقَفَ– 'নবী করীম (ছাঃ)-এর এমন কোন সামর্থবান ছাহাবী ছিলেন না যে, তারা ওয়াক্বফ করেননি'।[৮]

ওয়াক্বফের ক্ষেত্রে কতিপয় লক্ষণীয় বিষয় : ওয়াক্বফকারী যে সম্পত্তি দান করবেন, তা অবশ্যই বৈধ মালিকানার সম্পত্তি হ'তে হবে। ওয়াক্বফকারীকে অবশ্যই বালেগ ও সুস্থ মস্তিস্কের অধিকারী হ'তে হবে। ওয়াক্বফের উদ্দেশ্যে যে সম্পত্তি প্রদান করা হবে, তা অবশ্যই চিরস্থায়ীভাবে রাহে লিল্লাহ দান করতে হবে। ওয়াক্বফটি সম্পূর্ণ হওয়ার পর তার মালিকানা হস্তান্তর অযোগ্য হয়ে যায়। তবে ক্ষেত্রবিশেষ এর মোতাওয়াল্লী আদালত কিংবা ওয়াক্বফ প্রশাসকের লিখিত অনুমতিক্রমে রক্ষণাবেক্ষণকারীর দায়িত্ব হস্তান্তর করা যেতে পারে। ওয়াক্বফের উদ্দেশ্যে অবশ্যই মুসলিম আইন অনুযায়ী ইসলামী বা দাতব্য প্রকৃতির হবে। স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি উভয়ই ওয়াক্বফ করা যেতে পারে।

মসজিদে ওয়াক্বফ করা : নবী করীম (ছাঃ) হিজরত করে মদীনায় আগমন করেন। অতঃপর তিনি ছাহাবীদেরকে মসজিদ নির্মাণের আদেশ দিলেন। তাই তিনি বনী নাজ্জারের নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে ডেকে পাঠালেন। তারা উপস্থিত হ'লে তিনি তাদের বললেন, يَا بَنِى النَّجَّارِ ثَامِنُونِى. فَقَالُوا لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَّ إِلَى اللهِ. فَأَمَرَ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ، ثُمَّ بِالْخِرَبِ فَسُوِّيَتْ وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ، فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ– 'হে বনী নাজ্জারের লোকজন! তোমরা আমার নিকট তোমাদের এই বাগানটি মূল্য নির্ধারণ করে বিক্রি করে দাও। তারা বললেন, না। আল্লাহ্‌র কসম! আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট এর মূল্য চাইনা। এটি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দান করতে চাই। তাতে ছিল মুশরিকদের কবর, পুরানো কিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘর-বাড়ী এবং খেজুর গাছ। নবী করীম (ছাঃ) মুশরিকদের কবরগুলো অন্যত্র স্থানান্তরিত করার আদেশ দিলেন। ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘরগুলো সমান করা হ'ল। খেজুর গাছগুলি কেটে ফেলা হ'ল এবং মসজিদের সামনে সারিবদ্ধভাবে সাজিয়ে রাখা হ'ল। দরজার উভয় পার্শ্বে পাথর বসিয়ে দিয়ে দরজার চৌকাঠ তৈরী করা হ'ল।[৯]

দাওয়াত ও জিহাদে ওয়াক্বফ করা : একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওমরকে যাকাত আদায় করতে পাঠালেন। যেখানে খালেদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) যাকাত দেননি। এটা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, وَأَمَّا خَالِدٌ... قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ– 'কেননা খালেদ ইবনু ওয়ালীদ সে তার বর্ম এবং সমস্ত আসবাবপত্র আল্লাহ্‌র রাস্তায় ওয়াক্বফ করে রেখেছে'।[১০] উক্ত হাদীছ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ফী সাবীলিল্লাহ খাতে দাওয়াত ও জিহাদের ফাণ্ডে ধন-সম্পদ ওয়াক্বফ করা যায়।

জনকল্যাণমূলক কাজে ও বিশুদ্ধ দ্বীন শিক্ষা বিস্তারে ওয়াক্বফ করা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِن مَاله فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ– 'মুমিনের মৃত্যুর পরও তার আমল ও নেক কাজসমূহের মধ্যে যে ছওয়াব তার নিকট বরাবর পৌঁছাতে থাকবে সেগুলি হ'ল (১) ইলম, যা সে শিক্ষা করেছে অতঃপর তা বিস্তার করেছে। (২) নেক সন্তান, যাকে সে দুনিয়ায় রেখে গিয়েছে অথবা (৩) কুরআন, যা মীরাছরূপে রেখে অথবা ওয়াকফ করে গিয়েছে অথবা (৪) মসজিদ, যা সে নির্মাণ করে গিয়েছে, অথবা (৫) মুসাফিরখানা, যা সে মুসাফিরদের জন্য তৈরী করে গিয়েছে, অথবা (৬) খাল, কূপ, পুকুর প্রভৃতি যা সে খনন করে গিয়েছে অথবা (৭) দান, যা সে সুস্থ ও জীবিত অবস্থায় তার মাল হতে করে গিয়েছে। তার মৃত্যুর পরও এগুলির ছওয়াব তার নিকট সর্বদা পৌঁছতে থাকবে'।[১১]

উৎপাদিত বস্তু ওয়াক্বফ করা : ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) খায়বারের আমি যে একশত অংশ জমি পেয়েছি, তার চেয়ে অধিক প্রিয় কোন সম্পত্তি আমি আর কখনো পাইনি। আমি তা দান করার সংকল্প করেছি। নবী (ছাঃ) বলেন, اِحْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا– 'তুমি মূল সম্পত্তি বহাল রেখে দাও এবং তার উপার্জন দান করো'।[১২]

---

৭. তিরমিযী হা/৩৭০৩; মিশকাত হা/৬০৬৬; ইরওয়া হা/১৫৯৪।
৮. ইরওয়াউল গালীল হা/১৫৮১।

৯. বুখারী হা/১৮৬৮ প্রভৃতি।
১০. বুখারী হা/১৪৬৮; মিশকাত হা/১৭৭৮।
১১. ইবনু মাজাহ হা/২৪২; মিশকাত হা/২৫৪; ছহীহুল জামে' হা/২২৩১।
১২. নাসাঈ হা/৩৬০৩; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪৮৯৯।

www.tawheederdak.com

ভারতে বিতর্কিত ওয়াক্বফ সংশোধনী আইন : ভারতের ওয়াক্বফ বোর্ড মূলত মুসলিমদের ধর্মীয় ও জনকল্যাণমূলক সম্পত্তি সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত একটি সংস্থা। ভারতের সুপ্রিম কোর্টে অন্যায্য ও বিতর্কিত ওয়াক্বফ সংশোধনী আইন বাস্তবায়ন হচ্ছে। এই ধৃষ্ট সিদ্ধান্ত ভারতের ওয়াক্বফ সম্পত্তি পুনরুদ্ধারকে প্রায় অসম্ভব করে তুলেছে। আইনটি কার্যকর হ'লে মুসলিমরা নিজেদের পিতৃপুরুষের ওয়াক্বফকৃত জমির ওপর কর্তৃত্বহীন 'ভিজিটর' হয়ে যাবে। ওয়াক্বফ নিয়ে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিবাদ-বিক্ষোভের ঘটনা ঘটছে। পশ্চিমবঙ্গসহ একাধিক রাজ্যে বিতর্কিত ওয়াক্বফ নিয়ে প্রতিবাদ সহিংস হয়ে উঠেছে। বিতর্কিত এই সংশোধিত আইন বাতিল করতেই হবে। এটি শুধুমাত্র মুসলিমদের স্বাধীনতাকে খর্ব করেনি, বরং ভারতে সংখ্যালঘু সমস্ত মুসলিমদের সাংবিধানিক অধিকারেও অন্যায় হস্তক্ষেপ করছে। 'ওয়াক্বফ বাই ইউজার' হিসাবে মুসলমানরা দীর্ঘদিন ধর্মীয় বা দানের কাজে ব্যবহৃত সম্পত্তিকে ওয়াক্বফ হিসাবে দাবি করতে পারে, এমনকি কাগজপত্র না থাকলেও। নতুন বিতর্কিত আইনে কেন্দ্রীয় ওয়াক্বফ কাউন্সিল ও রাজ্য ওয়াক্বফ বোর্ডে অমুসলিম সদস্য রাখার বিধান আছে। যেখানে মুসলিম সদস্যের সংখ্যা কমিয়ে আনা হয়েছে। কাউন্সিলে ২২ জনের মধ্যে ৮ জন এবং রাজ্য বোর্ডে ১১ জনের মধ্যে ৪ জন মুসলিম থাকবে। এই বিধান মুসলিম সম্প্রদায় ও বিরোধী দলগুলোর তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছে।[১৩] সাম্প্রতিক সংশোধনের ফলে ওয়াক্বফ সম্পত্তির উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি এবং ধর্মীয় সংস্থাগুলোর স্বাধীনতা হ্রাস পেয়েছে। দেশটির বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠন আশঙ্কা প্রকাশ করেছে, এই আইন সংখ্যালঘু মুসলিমদের সাংবিধানিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অধিকার হরণের একটি প্রচ্ছন্ন কৌশল'।[১৪]

ভারতে নতুন বিতর্কিত ওয়াক্বফ আইনের ফলে কী পরিবর্তন হ'ল?

মুসলিম সমাজে 'ওয়াক্বফ' এবং হিন্দু সমাজের মধ্যে একে 'দেবোত্তর সম্পত্তি' বলে গণ্য করা হয়। ভারতের পার্লামেন্ট উত্তপ্ত তর্ক-বিতর্কের পর মুসলিম ওয়াক্বফ বিলটি পাশ করেছে। তার পর গোটা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা শত শত কোটি ডলার মূল্যের যাবতীয় ওয়াক্বফ সম্পত্তি কীভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করা হবে, তার পুরা পদ্ধতিটাই এখন বদলে যেতে চলেছে। ফলে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদী বিষাক্ত ছোবল পড়বে মুসলিমদের ওয়াক্বফকৃত সম্পত্তিতে। ধ্বংস হবে যুগ যুগ ধরে ইসলামী ঐতিহ্যের সোনালী সোপানগুলি। কর্তৃত্ব হারাবেন ওয়াক্বফ সম্পত্তির মুসলিম তত্ত্বাবধায়কগণ। আধিপত্য বিস্তার করবে উগ্র হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন।

নতুন সংশোধনী আইনে মুসলিমদের কী ক্ষতি হ'ল?

নথিপত্রের যুগ শুরু হওয়ার বহু আগ থেকে যুগযুগ ধরে একাধারে মুসলিম সমাজ ওয়াক্বফ সম্পত্তির ব্যবহার করে আসছে। তাই তাদের ওয়াক্বফ হিসাবে স্বীকৃতি পেতে অসুবিধা হয়নি। ভারতে অনেক ঐতিহাসিক ভবন ও জমিজমা বহুকাল আইনগতভাবে বৈধ ওয়াক্বফ সম্পত্তি হিসাবে স্বীকৃতি পেয়ে এসেছে। এগুলি 'ওরাল ডিক্লারেশন' (মৌখিক স্বীকৃতি) বা সামাজিক রীতিনীতি মেনে আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করা হয়েছিল। কিন্তু– (১) এখন নতুন আইনে বলা হয়েছে যে, কোনও সম্পত্তিকে ওয়াক্বফ বলে দাবি করতে হলে সংশ্লিষ্ট ওয়াক্বফ বোর্ডকে তার স্বপক্ষে বৈধ নথিপত্র জমা দিতে হবে। বিতর্কিত কেসগুলোতে বিশেষ করে সেই জমিটা যদি সরকারী মালিকানাধীন 'খাস জমি' বলে দাবি থাকে, সেখানে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার ভারত সরকারের ওপরেই ন্যস্ত থাকবে।

(২) এতদিন ওয়াক্বফ সম্পত্তি নিয়ে কোনও বিতর্কের ক্ষেত্রে ওয়াকফ ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ছিল। কিন্তু নতুন আইনে বিচার বিভাগীয় হস্তক্ষেপেরও সুযোগ রাখা হয়েছে। যার অর্থ যে কোন পক্ষ চাইলে আদালতের দ্বারস্থ হ'তে পারবে। এতে করে ভারতের সংখ্যালঘু মুসলিমরা নিয়মিত হয়রানির শিকার হবেন।

(৩) এছাড়া নতুন আইনে দেশের সব ওয়াক্বফ সম্পত্তির জন্য একটি কেন্দ্রীয় নিবন্ধন পদ্ধতি বা 'সেন্ট্রালাইজড রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম' গঠনেরও প্রস্তাব করা হয়েছে। আইনটি বলবৎ হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে সব বিদ্যমান ওয়াক্বফ সম্পত্তিকে ওই রেজিস্টারে নথিভুক্ত করাতে হবে। নতুন করে কোনও সম্পত্তিকে যদি ওয়াক্বফ হিসাবে নথিভুক্ত করাতে হয়, তাহ'লে সেটার জন্য আবেদনও এই সিস্টেমের মাধ্যমেই সংশ্লিষ্ট ওয়াক্বফ বোর্ডের কাছে পেশ করতে হবে।

(৪) নতুন আইনে অমুসলিম ব্যক্তিরাও ওয়াক্বফ বোর্ড ও ট্রাইব্যুনালের সদস্য হিসাবে নিযুক্ত হ'তে পারবে। ফলে মুসলিমদের পবিত্র স্থানগুলিতে হিন্দুদের উৎপাত ও আধিপত্য বৃদ্ধি পাবে।

(৫) কোনও ওয়াক্বফ সম্পত্তির সার্ভে বা সমীক্ষা করানোর দরকার হ'লে তাতেও সরকারের ভূমিকা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশী তৎপর থাকবে। বস্তুত তারা এক্ষেত্রে ওয়াক্বফ বোর্ডের চেয়েও আধিপত্য বিস্তারকারী ও অধিক ক্ষমতাশালী হবে'।[১৫]

উপসংহার : পরিশেষে আমরা যেন ওয়াক্বফ নামক আল্লাহ্‌র রাস্তার আমানতের যথাযথ হেফাযত করি। ঠুনকো অজুহাতে, দেশীয় আইনের দোহাই দিয়ে এই আমানতের খেয়ানত না করি। ওয়াক্বফ প্রদানে মুসলিম সমাজকে উৎসাহিত করতে পারি। পরকালীন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের হায়াতে আল্লাহ্‌র রাস্তায় কিছু সম্পদ ওয়াক্বফ করে যেতে পারি। আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদেরকে জীবদ্দশায় আল্লাহ্‌র রাহে সম্পত্তি ওয়াক্বফ করার তাওফীক দান করুন, আমীন!

[সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, ঢাকা দক্ষিণ ও প্রিন্সিপ্যাল, মারকাযুস সুন্নাহ আস-সালাফী, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১৩. বাংলা বিডি নিউজ ২৪.কম, ২১ এপ্রিল ২০২৫।
১৪. দৈনিক যুগান্তর, ২১ এপ্রিল ২০২৫।
১৫. দিল্লী : বিবিসি নিউজ বাংলা, ৭ এপ্রিল ২০২৫।

শয়তানের নিঃশ্বাস (ডেভিল'স ব্রেথ) : মানুষকে সম্মোহন করে সবকিছু নিয়ে যাচ্ছে!

-হাসীবুর রশীদ

ডেভিলস ব্রেথ (Devil's Breath) বা স্কোপোলামাইন (Scopolamine) বিশ্বের অন্যতম ভয়ঙ্কর মাদক হিসাবে পরিচিত। এই মাদক ব্যবহার করে অপরাধীরা ভুক্তভোগীদের মস্তিষ্কে এমন প্রভাব ফেলে, যার ফলে তারা (ভুক্তভোগী) নিজের ইচ্ছাশক্তি হারিয়ে ফেলে এবং অপরাধীদের ইচ্ছামতো কাজ করতে বাধ্য হয়। বর্তমানে বাংলাদেশেও এই মাদক ব্যবহার করে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার ঘটনা বাড়ছে। মানুষকে সম্মোহন করে সবকিছু নিয়ে যাচ্ছে কেউ অথবা আপনি কারো কথামত সবকিছু তার হাতে তুলে দিচ্ছেন কোনরকম প্রতিবাদ না করেই। অনেকটা যাদু-টোনা করার মত অবস্থা। এগুলো শুরুতে বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা মনে হলেও ইদানিং ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এই ঘটনাগুলোর পেছনে যাদু-টোনা বা তন্ত্রমন্ত্র কিছুই নেই, এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে ডেভিলস ব্রেথ বা 'শয়তানের নিঃশ্বাস' নামে পরিচিত একটি ভয়ঙ্কর ড্রাগ (Drug) স্কোপোলামাইন।

দক্ষিণ আমেরিকার বহু অপরাধের জন্য দায়ী একটি মাদক হ'ল এই স্কোপোলামাইন। এই মাদককে বিশ্বে সবচেয়ে 'ভয়ঙ্কর মাদক' হিসাবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বেশ কয়েক বছর আগে প্যারিসে রাস্তার ডাকাতিতে এর ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছিল। এই মাদকের প্রভাব এতটাই ভয়ঙ্কর যে, এটি মানুষকে নিজের ইচ্ছাশক্তি হারাতে বাধ্য করতে পারে বলে বিশ্বাস করা হয়। তবে এই ভয়াবহ গল্পগুলো কতটা সত্যি আর কতটা মিথ্যা, তা বোঝা কঠিন। বিজ্ঞানীরা এই গল্পগুলো নিয়ে সন্দিহান রয়েছেন'।[১]

বাংলাদেশে সম্প্রতি সাধারণ মানুষকে লুটে নিতে ব্যবহার করা হচ্ছে স্কোপোলামাইন (Scopolamine) নামের এই ভয়ঙ্কর ড্রাগটি। এটির বৈজ্ঞানিক নাম 'হায়োসিসিন (hyoscine)' ছাড়াও আরো কয়েকটি নাম রয়েছে যার মধ্যে বুরুন্ডাঙ্গা, কলম্বিয়ান ডেভিল'স ব্রেথ, রোবট ড্রাগ, বা জম্বি ড্রাগ উল্লেখযোগ্য। স্কোপোলোমিন আমাদের দেশের জন্য একেবারেই নতুন, ড্রাগটি দেশে ব্যাপকহারে ব্যবহার না হলেও যেটুকু ব্যবহার এখন পর্যন্ত হয়েছে তাতে সর্বশান্ত হয়েছে বেশ কিছু মানুষ। ভয়ংকর মাদক ডেভিল'স ব্রেথ বা স্কোপোলামাইন নিয়ে সতর্কতামূলক কিছু তথ্য পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হ'ল।

ডেভিল'স ব্রেথ (Devil's Breath) এর উৎপত্তি :

ডেভিলস ব্রেথ মূলত কলম্বিয়ার একটি গুল্মজাত উদ্ভিদ 'বোরাচেরো'-র ফুল থেকে প্রাপ্ত। এই উদ্ভিদের বীজ থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় 'বুরানডাঙ্গা' নামের এক যৌগ তৈরি হয়, যা স্কোপোলামিন নামক রাসায়নিকের অনুরূপ। স্কোপোলামিন একধরনের সিনথেটিক ড্রাগ। এর মূল উপাদান আসে ধুতরা ফুল থেকে। প্রাচীন আমলে দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসীরা এটি তাদের আধ্যাত্মিক আচার-অনুষ্ঠানে ব্যবহার করত। এই রাসায়নিকটি হ্যালুসিনেশন, ভয়ঙ্কর ভিজ্যুয়াল অভিজ্ঞতা এবং ইচ্ছাশক্তি হ্রাস ঘটাতে পারে। পাশাপাশি এটি স্মৃতিভ্রংশ ঘটিয়ে অপরাধীদের সহজ শিকার বানায়।

ল্যাটিন আমেরিকার কলম্বিয়ায় ছাড়াও ইকুয়েডর ও ভেনিজুয়েলাতেও এই মাদকটির যথেষ্ট বিস্তার রয়েছে। বাংলাদেশের ধুতরা ফুলের মতোই দেখতে এবং একই প্রজাতির সুন্দর স্কোপোলামাইন মুলত নাইটশেড পরিবারভুক্ত ফুলের গাছ। বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই গাছের বীজ থেকেই আসে এই ভয়ংকর ড্রাগটি। ড্রাগটি দেখতে হুবহু কোকেন পাউডারের মতই সাদা। তবে এর ক্ষতির মাত্রা কোকেন থেকে বহুগুণে বেশি। মূলত এই ভয়ংকর ব্যাপারটা যুক্ত হয়েছে এর তীব্রতার কারণে। মাত্র ১ গ্রাম স্কোপোলামিন দিয়ে প্রায় এক ডজনেরও বেশি মানুষকে হত্যা করা সম্ভব!

স্কোপোলামাইন (Scopolamine) এর ব্যবহার :

১৯৯০ সালের দিকে অ্যানেসথেসিয়ার জন্য প্রথম স্কোপোলামাইন ব্যবহার শুরু হয়। অ্যানেসথেসিয়ার জন্য প্রথমে এককভাবে স্কোপোলামাইন ব্যবহারের প্রস্তাব করা হলেও পরে স্কোপোলামাইন এবং মরফিনের সংমিশ্রণে ব্যবহার করা হয়। যা প্রসবকালীন অ্যামনেসিয়া এবং সিনারজিস্টিক ব্যাথা কমানোর জন্য বছরের পর বছর ব্যবহার করা হ'ত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইন্টারোগেশন সেলে শত্রুপক্ষের আটককৃত সৈন্যদের কাছ থেকে তথ্য আদায় করার জন্য স্কোপোলামাইন ব্যবহার করা হ'ত। এটা ব্যবহারের ফলে

১. দৈনিক ইনকিলাব, ২৮ জানুয়ারি ২০২৫।

ভিকটিমের চিন্তাশক্তির নিয়ন্ত্রণ নিজের কাছে থাকে না। ফলে ব্রেন তখন কোন মিথ্যা বলতে পারে না। তবে কতটুকু সত্যি বলে তা নিয়ে কিছুটা মতপার্থক্যও রয়েছে। কারণ এর যথাযোগ্যতা ৪৪ শতাংশ। তবে চামড়ার মাধ্যমে স্কোপোলামাইন দেহে প্রবেশ করালে এটার প্রতিক্রিয়া শুরু হ'তে ২০ মিনিট সময় লাগে এবং ৮ ঘন্টা পর্যন্ত স্থায়ী হ'তে পারে। এই সময়ের মধ্যে যিনি স্কোপোলামাইন গ্রহণ করলেন তিনি থাকেন 'গোধুলী ঘুম' বা টুইলাইট স্লিপে। আর এই সময়ের মধ্যে তাকে দিয়ে সব কিছুই করানো সম্ভব। এটা মন ও শরীরকে এতোটাই আচ্ছন্ন করে ফেলে যে, এতে ব্যক্তি নিজের চিন্তা শক্তি হারিয়ে অন্যের কথা মতো কাজ করতে থাকে। এমনকি নিজেকে নিজে খুন করার মতো ভয়াবহ ঘটনাও ঘটতে পারে অনায়েসেই। কিন্তু যখন এই মাদকের কার্যকারিতা শেষ হয়ে যায়, তখন ভিকটিম তার সাথে ঘটে যাওয়া কিছুই মনে করতে পারে না। তাই প্রতিকার পাওয়ারও কোন পথ থাকেনা'।[২]

বাংলাদেশে স্কোপোলামাইন আতঙ্ক :

ধরুন, কেউ একজন আপনার কাছে এসে একটি কাগজ বা মোবাইলের মেসেজ দেখিয়ে বলবে, 'আন্টি/ভাই/আপু এই ঠিকানাটা কোথায়?' কিংবা কোন এক অসহায় ব্যক্তি একটি প্রেসক্রিপশন দেখিয়ে বলবে, 'বাবা! এই প্রেসক্রিপশনের ওষুধের নামটা কী? কোথায় পাওয়া যাবে?' স্বভাবতই আপনি মানবিক বোধ থেকে তাদের সাহায্য করতে যাবেন, আর এখানেই আপনি ফেঁসে গেলেন বা ফাঁদে পা দিলেন। ইচ্ছা করেই কাগজে লেখাগুলো ছোট করে রাখা হয় যাতে 'সম্ভাব্য টার্গেট' মোবাইল বা কাগজটা ভাল করে পড়ার জন্য নাক ও মুখের কাছাকাছি নিয়ে আসতে বাধ্য হয়। তাদের দেওয়া কাগজ, ফোন বা অন্যকিছু আপনি নাক, চোখমুখের কাছাকাছি ধরার সাথে সাথে সেখানে লেগে থাকা স্কোপোলামিন আপনার নিঃশ্বাসের সাথে গ্রহণ করে ফেললেন। অথবা নাকের কাছে ধরার সাথে সাথেই ঐ ব্যক্তি কাগজটিকে নিচ থেকে একটু টোকা দিবে, যাতে করে পাউডার আপনার নিঃশ্বাসের সাথে নাকের ভিতর চলে যায়। এর পরে আপনার আর কিছুই করার থাকবেনা। এরপর আপনার মাথা ঝিমঝিম লাগবে এবং আপনি বুঝবেন না আপনি কী করছেন! আপনার নিজের প্রতি কোন নিয়ন্ত্রণ আপনার থাকবেনা। আপনাকে বলা মাত্র আপনি নিজ থেকেই সব করবেন। আপনার কাছে থাকা টাকা-পয়সা, গহনা, মোবাইল সহ সব দিয়ে দিবেন, আপনার সামনে থাকা 'ডেভিল'স ব্রেথ' চক্রের সদস্যের হাতে। এই ছিনতাইয়ের সাথে যুক্ত চক্রের সদস্যরা সাধারণত জুয়েলারি দোকান ও ব্যাংকের আশেপাশে ঘোরাফেরা করে এবং অবস্থাসম্পন্ন নারী পথচারী টার্গেট করে। এই ঘটনা অনেকেই ফেস করেছেন কিংবা পত্র-পত্রিকা, টিভি, ফেসবুক বা বন্ধু বান্ধবের কাছ থেকে শুনেছেন। সবার কাছে এটা একটা গোলক ধাঁধাঁ যে এটা আসলে কী? কয়েক মুহূর্তের মধ্যে 'চিন্তাশক্তি অকার্যকর হয়ে হিপনোটাইজড হওয়া এবং ভিকটিমের নিজ থেকেই সব দিয়ে দেওয়া কীভাবে সম্ভব?'[৩]

ঘটনাসমূহ :

১. দাদুর কাছে হাসপাতালে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ২০২৪ সালের ৮ জুলাই সোমবার বিকেল ৩টায় বাসা থেকে বের হয় মাদ্রাসা শিক্ষার্থী আনাস আমীন। কাছেই হাসপাতাল হওয়ায় হেঁটেই যাওয়ার সময় এক অটোরিকশাসহ দুই আরোহী আনাসকে সামনে নামিয়ে দেয়ার কথা বলে আগবাড়িয়ে সাহায্য করতে আসেন। যেতে অসম্মতি জানিয়ে 'টাকা আনিনি' বললে তারা জানায় সমস্যা নেই, ভাড়া দেয়া লাগবেনা। চাচার বয়সী গুরুজনের পিড়াপিড়িতে আনাস তাদের সঙ্গে অটোরিকশায় উঠেন। কথা বলার একপর্যায়ে তার মুখের সামনে একটি কাগজের নোট ঘুরিয়ে দিলে এক অদ্ভুত ও ভয়ংকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র আনাস। পরে উপস্থিত বুদ্ধির মাধ্যমে সে বাড়ি ফিরতে সক্ষম হয়'।[৪]

২. রাজধানীর মাদারটেক আযীয স্কুল মহল্লার বাসিন্দা রঞ্জু মনোয়ারা। তিনি ২০২৩ সালের ১৮ জানুয়ারী অনলাইনে পুরাতন ফ্রিজ বিক্রির বিজ্ঞাপন দেন। ফ্রিজ কেনার কথা বলে আশিক নামের এক ক্রেতা তার বাড়িতে আসে। ফ্রিজ দেখে তার মোটামুটি পছন্দ হয়। পরদিন সে তার স্ত্রী পরিচয়ে এক মহিলাকে সাথে নিয়ে আসে। তারা রঞ্জু মনোয়ারার ড্রয়িংরুমে বসে কথা বলছিল। এক সময় রঞ্জু মনোয়ারা ওই মহিলার হাতে তুলে দেন তার গলা ও হাতের অলংকার, ঘরে রাখা নগদ টাকাসহ কয়েক ভরি স্বর্ণালংকার। কিছুক্ষণ পর তারা ওই বাসা থেকে বিদায় নেয়। তাদের এগিয়েও দেন রঞ্জু মনোয়ারা। তবে কিছু সময় পর পরিবারের অন্য সদস্যরা বাসায় এসে সবকিছু এলোমেলো দেখে প্রশ্ন করতেই তিনি বেহুঁশ হয়ে যান। হুঁশ ফেরার পর একে একে তার মনে পড়তে থাকে আগের ঘটে যাওয়া সব দৃশ্য। তবে ততক্ষণে সব শেষ'।[৫]

৩. ঢাকার তাহমিনা বেগম (ছদ্মনাম) কিছুদিন আগে 'অদ্ভুত' এক ঘটনার মুখোমুখি হয়েছিলেন। বাজার থেকে বাড়িতে ফেরার সময় হঠাৎ তার পথ আগলে দাঁড়ায় অপরিচিত এক নারী। সেই নারী তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে জানতে চান কোন একটি ঠিকানা। এরপরই সামনে আসে আরেক যুবক। মাত্র দুই/তিন মিনিট কথার পরই তাহমিনার কী যেন হয়ে যায়। তাহমিনা বলছিলেন, ব্যাপারটা অদ্ভুত এবং ভয়ংকর। লোকটা আমার কাছে জানতে চায় এলাকায় পরিচিত কোন গরীব কিংবা এতিম আছে কি না। সে তাকে সাহায্য করবে।

২. মুক্তপ্রাণ (তথ্য ভিত্তিক বাংলা ব্লগ)।

৩. নিউজ ডেস্ক, আমাদের সময়, ৩রা ডিসেম্বর, ২০২১।

৪. ডেইলি ক্যাম্পাস, ০৯ জুলাই ২০২৪।

৫. যুগান্তর, ২৩ জানুয়ারি ২০২৩।

www.tawheederdak.com

এরকম একটা গরীব পরিবার আমার বাড়ির কাছে ছিল। তাই আমি বিস্তারিত জানতে চাই। ওদের সঙ্গে কয়েক মিনিট কথা বলি। এরপরই কী যেন হয়ে গেল, আমার আর বুদ্ধি কাজ করছিল না। একপর্যায়ে তাহমিনা বেগম অপরিচিত ঐ নারী ও যুবকের কথা মতো তার কানের দুল, গলার চেইন এবং সঙ্গে থাকা কয়েক হাযার নগদ টাকা তুলে দেন। ওরা বলল, আন্টি আপনার গয়না আর টাকাগুলো ব্যাগে রাখেন। নইলে হারিয়ে যেতে পারে। আমি ঠিক সেটাই করলাম। আমার মাথায় আসল না যে কেন আমি এগুলো খুলব, কেন হারিয়ে যাবে বা কেন ব্যাগে রাখব? তারপর ছেলেটা বলল, আমার সঙ্গে আসেন। তখন আমি আমার ব্যাগ মেয়েটার কাছে দিয়ে ছেলেটার পেছনে হাঁটতে শুরু করি। কিছুদূর হাঁটার পরই তাহমিনা বেগমের সম্বিত ফিরে আসে। তখন তিনি ছেলেটাকে আর দেখতে পাচ্ছিলেন না। ফেরত এসে মেয়েটাকেও আর পাননি। সেদিনের সেই ঘটনায় তিনি তার সোয়া ভরি স্বর্ণের চেইন, কানের দুল, নগদ টাকা এবং মোবাইল খুইয়ে আসেন। তিনি বলেন, আমি এখনও বুঝতে পারি না কীভাবে কী হয়ে গেল। ওরা আমাকে কিছুই করেনি। শুধু কাছাকাছি ছিল এবং মেয়েটা মুখের সামনে হাত নেড়ে একটা ঠিকানা জিজ্ঞেস করেছিল'।[৬]

৪. গত বছরের ২২শে মে অপরাধী চক্রের এক সদস্যকে গ্রেপ্তারের পর তার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী তদন্তে নেমে সিসিটিভি ফুটেজে পুলিশ দেখতে পায়, ফাতেমা বেগম নামের এক নারী মুহাম্মাদ জনি ও তাঁর সঙ্গীদের পেছন পেছন হেঁটে যাচ্ছেন। তাদের নির্দেশমতো নিজের কানের দুল, গলার চেইন খুলে দিচ্ছেন, যার মূল্য প্রায় ৮০ হাযার টাকা। এ ছাড়া ফাতেমা বেগম মুঠোফোন ও বাজারের ব্যাগও অপরাধীদের হাতে স্বেচ্ছায় তুলে দেন। তার সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, একটা ঘোরের মধ্যে তিনি এসব করে যাচ্ছিলেন। ঘোর কেটে গেলে বুঝতে পারেন অপরাধীরা ফুঁ দিয়ে একধরনের পাউডার তার নাকের কাছে ছড়িয়ে দিয়েছিল, সেই পাউডার তার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করতেই তিনি নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অপরাধীদের কথামতো কাজ করতে থাকেন'।[৭]

সতর্কতা ও করণীয় :

বর্তমান সময়ে মানুষ চেনা খুবই কঠিন। মানুষের মাঝে আমানতদারিতা হারিয়ে যাচ্ছে। নেই কোন আল্লাহভীতি। ফলে মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হয়ে অন্য মানুষকে বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই আমাদের সর্বদা আল্লাহ্র আনুগত্যের মধ্যদিয়ে সার্বক্ষণিক সতর্ক থাকতে হবে। উপরিউক্ত ঘটনা থেকে রেহাই পেতে আমাদের যেসকল কাজ করা প্রয়োজন তা হ'ল–

১. বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় দো'আ পাঠ করতে হবে।– بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ *'বিসমিল্লা-হি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লা-হি ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ'* (আমি আল্লাহ্র নামে বের হচ্ছি, তাঁর উপরে ভরসা করছি। নেই কোনক্ষমতা নেই কোন শক্তি আল্লাহ ব্যতীত)।[৮]

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لاَ يَضُرُّ مَعَ إِسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ– *'বিস্মিল্লা-হিল্লাযী লা-ইয়াযুর্রু মা'আ ইসমিহী শাইয়ুন ফিল্ আর্যি ওয়ালা ফিসসামা-ই ওয়া হুয়াস সামী'উল 'আলীম'* (আমি ঐ আল্লাহ্র নামে শুরু করছি, যাঁর নামে শুরু করলে আসমান ও যমীনের কোন বস্তুই কোনরূপ ক্ষতিসাধন করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি উক্ত দো'আ সকালে ও সন্ধ্যায় তিন বার করে পড়ে, কোন বালা-মুছীবত তাকে স্পর্শ করবে না'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'সন্ধ্যায় পড়লে সকাল পর্যন্ত এবং সকালে পড়লে সন্ধ্যা পর্যন্ত আকস্মিক কোন বিপদ তার উপরে আপতিত হবে না'।[৯]

২. এই সময়ে সব থেকে বেশি জরুরী নিজের সাবধানতা। তাই রাস্তাঘাটে অপরিচিত সকলের থেকে সবসময় সতর্কতা অবলম্বন করুন। বিশেষ করে জুয়েলারি ও ব্যাংক থেকে বের হবার সময় সাবধান থাকুন। রিক্সার যাত্রী ও পথচারী হবার সময়েও কড়া নযর রাখুন।

৩. বৈশ্বিক এয়ার ইনডেক্সের টপলিস্টে থাকা বসবাসের অযোগ্য দূষিত ও ধুলাময় শহরগুলোয় ডাস্ট অ্যালার্জি, মলম পার্টি, ক্লোরোফর্ম, কোভিড ১৯ ও ডেভিল'স ব্রেথ পার্টিসহ আরো যত বায়ু বাহিত অজানা সব বিপদ রয়েছে তা থেকে রক্ষা পেতে মাস্ক ব্যবহার করুন। মাস্ক পড়ার সুবিধা হ'ল দুষ্কৃতিকারীরা আপনাকে সহজে টার্গেট করবে না এবং টার্গেট করলেও মাস্ক আপনাকে প্রটেকশন দিবে এবং সচেতন হলে ততক্ষণে আপনি বুঝে যাবেন যে আপনার সাথে কী হ'তে যাচ্ছে'!

৪. রাস্তায় বা যানবাহনে চলাচলের সময় অপরিচিত কারও কাছ থেকে কোনো খাবার বা পানীয় খাওয়া যাবে না।

৫. অপরিচিত কেউ ভিজিটিং কার্ড বা কাগজ মুখের সামনে ধরার চেষ্টা করলে সাবধান হ'তে হবে।

৬. সমস্যায় পড়লে নিকটস্থ থানা বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাহায্য নিতে হবে।

৭. মাত্রাতিরিক্ত মনে হলে আক্রান্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।[১০]

[১ম বর্ষ, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল, ময়মনসিংহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, প্রযুক্তি ইউনিট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।]

৬. বিবিসি নিউজ বাংলা, ১০ই মে ২০২৪।
৭. প্রথম আলো, ৩রা জুন, ২০২৫।
৮. তিরমিযী হা/৩৪২৬; আবুদাঊদ হা/৫০৯৫; মিশকাত হা/২৪৪৩।
৯. তিরমিযী হা/৩৩৮৮, আবুদাঊদ হা/৫০৮৮, মিশকাত হা/২৩৯১।
১০. প্রথম আলো, ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০২৫।

www.tawheederdak.com

কাশ্মীর ট্রাজেডি ও হিন্দুত্ববাদের নীলনকশা

-মুহাম্মাদ মুত্তালিব

গত ২২শে এপ্রিল ২০২৫ ভারত শাসিত ও কাশ্মীরের পেহেলগামে সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে। যেখানে ২৬ জন পর্যটক নিহত এবং ২০ জনের অধিক আহত হয়। আর নাটকীয় ঘটনা ছিল ভারতেরই সাজানো। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। তবে তার আগে কাশ্মীর ও হিন্দুত্ববাদের রাজনীতি সম্পর্কে আমাদের অবগত হওয়া যরূরী।

কাশ্মীরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি :

(ক) নামকরণ : কাশ্মীর নামকরণ নিয়ে অনেক ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন কথা বলেছেন। তবে মুসলিম ঐতিহাসিকগণের মতে নূহ (আঃ) এর তিন জন ছেলে ছিলেন যাদের নাম যথাক্রমে ১. সাম ২. হাম ৩. ইয়াফেস। আর হামের ছেলের নাম ছিল কাশ। ধারণা করা হয় তার নামকরণে এই বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন জায়গার নাম রাখা হয়। যেমন : কাশগড়, কাশিপুর ও কাশ্মীর ইত্যাদি'।[১]

(খ) কাশ্মীর বলতে যা বুঝায় : তা মূলত ৩টি অঞ্চলে বিভক্ত। (১) জম্মু : যা হিমালয়ের পাদদেশে সমতল ভূমি। (২) কাশ্মীর : যার অবস্থান হিমালয়ের মাঝখানে বিস্তৃত এক উপত্যকা। (এই দুই যায়গায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই মুসলিম) (৩) লাদাখ : হিমালয়ের সুউচ্চ পর্বতমালার মধ্যে লাদাখ। যেখানে জনবসতি তুলনামূলক কম। আর এই জায়গায় শিখ ও বৌদ্ধ ধর্মের লোকদের সংখ্যা বেশি।

(গ) কাশ্মীরের বর্তমান ভৌগোলিক অবস্থা : কাশ্মীর যে অঞ্চলকে বুঝায় তা মূলত তিনটি দেশের মধ্যে ভাগ হয়ে আছে। যার প্রায় ৫৫% আছে ভারতে, যাকে জম্মু ও কাশ্মীর বলা হয়। প্রায় ৩০-৩৫% আছে পাকিস্তানে, যাকে আযাদ কাশ্মীর বলা হয়। আর প্রায় ১৫% চীনের কাছে আছে'।[২]

কাশ্মীর ভারত, পাকিস্তান ও চীনের কাছে কেন গুরুত্বপূর্ণ?

ভৌগোলিকভাবে কাশ্মীর তার পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের জন্য কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ বুঝতে চাইলে আমাদের এটা বুঝতে হবে যে, আজকে পাকিস্তানের যতটুকু কাশ্মীর আছে তা যদি ভারত নিয়ে নেয় আফগানিস্তানের সাথে সরাসরি ভূ-সংযোগ তৈরি হবে, যা ভারতের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখন ভারতকে আফগানিস্তান যেতে হয় বা আফগানিস্তানের সাথে লেনদেন ইরাকের ট্রানজিট ব্যবহার করতে হয়। যা অনেক ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য। আর পাকিস্তান যে অঞ্চল দখল রেখেছে তা যদি হারিয়ে ফেলে তাহ'লে চীনের সাথে আর ভূ-যোগাযোগ থাকবে না। চীন কাশ্মীরের কিছু অংশ দখলে রাখার কারণে গুয়াদার পোর্ট দিয়ে ইউরোপ, আমেরিকা ও সৌদি আরব থেকে যে সকল জিনিসপত্র আসে তা সহজেই নিজেদের দেশে নিয়ে আসতে পারে। যা তাদের জন্য ব্যবসায়িক একটা রাস্তা খুলে দিয়েছে। যার ফলে তাদেরকে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া আর ওই থাইল্যাণ্ডের সমুদ্র হয়ে মালামাল নিয়ে আসা লাগেনা। তাছাড়া কাশ্মীরের ফলমূল ও পর্যটকদের থেকে তিনটি দেশই লাভবান হয়ে থাকে। এক্ষণে হয়তো আমরা বুঝে গেছি ভৌগোলিকভাবে কাশ্মীর ভারত, পাকিস্তান ও চীনের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

ভারত শাসিত কাশ্মীরের নিরাপত্তা :

কাশ্মীর এমন এক অপার সম্ভাবনাময় জায়গা যা কারোর যদি হাতছাড়া হয়, তাহ'লে তা হবে তাদের জন্য বড় দুঃখের কারণ। সেজন্য দেখা যায়, হিমালয়ের কঠিন তুষারপাতের সময়ও অতি কষ্টে দুই দেশের সেনাবাহিনী কঠোর পাহারায় থাকে। উল্লেখ্য যে, ভারত কাশ্মিরে নয় লক্ষ সেনা মোতায়েন করে রেখেছে।[৩] যদিও ভারতীয় হলুদ মিডিয়া সেনাবাহিনীর এই তথ্যকে অতিরঞ্জিত বাড়াবাড়ি বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাদের মতে, কাশ্মীরে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী সংখ্যা ৩ লক্ষ ৪৩ হাযার।[৪] এই তথ্যকেই যদি আমরা তথ্য হিসাবে ধরি, তবুও তা প্রায় ৫৫,৫৩৮ বর্গকিলোমিটারের নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট।

ভূস্বর্গ থেকে যুদ্ধক্ষেত্র :

দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে উত্তপ্ত, সংঘর্ষপ্রবণ ও বিক্ষত এক জনপদ হ'ল এই কাশ্মীর। গত প্রায় ৭১ বছর ধরে কাশ্মীর লড়াই করছে তাদের আত্মপরিচয়ের জন্য। কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের মতামত বা অংশগ্রহণ ছাড়াই এই কাশ্মীরের মালিকানা কিংবা নিয়ন্ত্রণ পরিবর্তন হয়েছে বহুবার। এত বছর ধরে কাশ্মীর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নানা সমস্যা চললেও কাশ্মীর সমস্যার কোনো সুরাহা হয়নি আজও। কাশ্মীরের সাধারণ মানুষেরা এখনো স্বপ্ন দেখেন এক স্বাধীন জন্মভূমির। বর্তমানে কাশ্মীর নামটি শুনলেই ভেসে উঠে আর্তনাদ করা ভয়ানক এক নগরীর। যেখানে প্রতিটি সেকেণ্ড কাটাতে হয় সীমাহীন অনিরাপত্তার মধ্য দিয়ে'।[৫]

কাশ্মীরে হিন্দুত্ববাদী ভারত কর্তৃক নির্যাতন :

১৯৮৯ সাল থেকে ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত কাশ্মীরে হিন্দুত্ববাদী ভারত কর্তৃক নির্যাতনের উপর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে কাশ্মীর মিডিয়া সার্ভিস। এই প্রতিবেদন থেকে

১. Wikipedia.
২. United Nation Reports.
৩. Wikipedia.
৪. Wikipedia : Indian Army operations in Jammu and Kashmir.
৫. https://muslimportbd.com.

www.tawheederdak.com

দেখা যায় এই ৩০ বছর সময়ে ভারতীয় বাহিনীর হাতে- (১) খুন হয়েছে ৯৫ হাযার ৭৪৭ জন। (২) যৌন নির্যাতন ও গণধর্ষণের শিকার হয়েছে ১১ হাযার ২৩৫ জন নারী। (৩) গ্রেফতার হয়েছে ১ লাখ ৬১ হাযার ৪৭০ জন। (৪) কারাগারে খুন হয়েছে ৭ হাযার ১৬৬ জন। (৫) স্থাপনা ধ্বংস হয়েছে ১ লাখ ১০ হাযার ৩৩৮ টি'।[৬]

কাশ্মীরে লোমহর্ষক নৃশংসতা :

জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়া যেলার রাসানা গ্রামে আসিফাকে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা ঘটেছিল। এতে নেতৃত্ব দেয় স্থানীয় মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক সাঞ্জি রাম, স্পেশাল পুলিশ কর্মকর্তা দীপক খাজুরিয়া ও সুরেন্দ্র বর্মা, সাঞ্জি রামের বন্ধু পরভেশ কুমার ওরফে মন্নু, রামের নাবালক ভাতিজা ও ছেলে বিশাল জঙ্গোত্র ওরফে শম্মা। কত জঘন্য চিন্তা করুন- বাপ, ছেলে, ভাতিজা, বন্ধু মিলে এক মুসলিম নাবালিকাকে তাদের উপসানালয় মন্দিরে রেখে গণধর্ষণ করেছে, পরে মাথা থেতলে হত্যা করেছে। এই বর্বরোচিত ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত মন্দির তত্ত্বাবধায়ক সাঞ্জি রাম তদন্ত কর্মকর্তাদের ঘটনার তদন্ত প্রভাবিত করতে ঘুষ দেয়। এ বিষয়ে অভিযোগপত্রে বলা হয়, তদন্ত কর্মকর্তাদের মধ্যে হেড কনস্টেবল তিলক রাজ ও সাব-ইন্সপেক্টর আনন্দ দত্ত অভিযুক্ত সাঞ্জি রামের কাছ থেকে চার লাখ রুপি ঘুষ দিয়ে ঘটনার প্রমাণ নস্যাৎ করেছে'।[৭]

(৪) হিন্দুত্ববাদ ও তাদের পরিকল্পনা :

প্রথমত হিন্দু ধর্ম বা Hinduism হ'ল ভারতীয় উপমহাদেশে উদ্ভূত একটি প্রাচীন ধর্ম ও জীবনদর্শন যা বেদ, উপনিষদ, গীতা ও অন্যান্য শাস্ত্রের উপর ভিত্তি করে গঠিত'।[৮] আর যিনি হিন্দু ধর্ম পরিচয়, রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি মেনে চলেন তিনি হচ্ছেন হিন্দু ধার্মিক।

দ্বিতীয়ত হিন্দুত্ববাদ হ'ল ভারতীয় হিন্দু সন্ত্রাসীদের এমন এক মতবাদ, যা সকল নাগরিকদের উপর চাপিয়ে দিতে চায়। ধর্ম ও জাতীয়তাবাদকে এক করে দেখা হয় হিন্দুত্বে। মনে করা হয়, হিন্দু ধর্মীয় পরিচয় এবং ভারতীয় জাতীয় পরিচয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত। হিন্দুরা হবে সেখানকার প্রথম শ্রেণীর নাগরিক। আর বাকি সব গরু ছাগলের চেয়েও নিচু শ্রেণীর। তারা সকলকে এক জাতিগত পরিচয় 'হিন্দু' হিসাবে পরিচিত করতে চায়। এজন্য তারা মুসলিম তথা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের উপর খুন, গুম, লুট সহ সব ধরনের ত্রাস চালায়। এনিয়ে তাদের একটু সুদুর পরিকল্পনাও আছে আর তাহ'ল, হিন্দুত্ববাদ এর উপর প্রতিষ্ঠিত অখণ্ড ভারত। যা হবে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান সহ আশেপাশের সকল দেশ মিলিয়ে। এ লক্ষ্য পূরণে তারা নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আর এই মতবাদকে পুঁজি করে বিজেপি তথা মোদী সরকার ক্ষমতায় এসেছে এবং আগামীতেও থাকার চেষ্টা করছে। ভারতের অধিকাংশই হিন্দু। আর হিন্দুত্ববাদী মতবাদ প্রতিষ্ঠা করে হিন্দুদের ভোট পেলেই সে সারা জীবন ক্ষমতায় থাকতে পারবে বলে মনে করছে। যেমনটা প্রচলিত গণতন্ত্রে হয়ে থাকে'।[৯]

(৫) কাশ্মীর ট্রাজেডি ও হিন্দুত্ববাদের রাজনীতি :

গত ২২শে এপ্রিল পেহেলগামে যে হামলা সংগঠিত হয় তা কিন্তু কাশ্মীরের ইতিহাসে নতুন নয় বরং সর্বশেষ ২০১৯ সালেও এর থেকে ভয়াবহ হামলা হয়। যেখানে প্রায় ৪০ জন নিহত হন।[১০] শুধু তাই নয় এর আগেও ২০১৭, ২০০০, ২০০১, এমনকি ১৯৮৫ সালেও হয়েছিল। তবে ২০১৯ সালের হামলাটি ছিল বেশ সাড়া জাগানো। এ হামলার পিছনের কারণ হিসাবে অনেকেই বলেন, ২০১৯ সালে কাশ্মীরকে দেওয়া ভারতের সাংবিধানিক বিশেষ মর্যাদা কেড়ে নেওয়া হয়। ভারতের সংবিধানের ৩৭০ ধারা এবং ধারা-৩৫ ছিল, কাশ্মীরে কোন ভারতীয় নাগরিক যিনি কাশ্মীরের নাগরিক নন এমন কেউ কাশ্মীরে জমি ক্রয় ও বসতি স্থাপন করতে পারবে না। যা ২০১৯ সালে বাতিল করা হয় এবং সেই সাথে কাশ্মীরের স্বায়ত্ত্বশাসনও বাতিল করা হয়। যা কাশ্মীরীদের স্বার্থ বিরোধী। যা নিয়ে কাশ্মীর আন্দোলনও করেছিল। যার ফলে অনেকে মনে করেন সে হামলাটি নিরব এক প্রতিবাদ ছিল।

উল্লেখ্য যে, জঙ্গলের ভেতর থেকে সামরিক পোশাক পরা চারজন সশস্ত্র লোক বেরিয়ে এসে পেহেলগামের পর্যটকদের উপর গুলে ছুড়ে। এতে করে ২৬ জন সাধারণ পর্যটক সেখানে প্রাণ হারায়। ভারত সরকার এবং মিডিয়া এই ২৬ জনকে সাধারণ পর্যটক বললেও হামলাকারী গোষ্ঠীর ভাষ্যমতে এরা সাধারণ পর্যটক না। ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে এদের যোগাযোগ আছে। এরা ছদ্মবেশে পেহেলগামের তথ্য সংগ্রহ করতে এসেছিল। তারা আরো জানায় এই হামলার মূল কারণ হচ্ছে এই যে ভারত সরকার কাশ্মীরে অন্যান্য ভারতীয়দেরকে থাকার এবং বসতি গড়ে তোলার অনুমতি দিচ্ছে এইটা।

কাশ্মীর খুব সিকিউরড্ একটা জায়গা। বিশেষ করে আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র পেহেলগামও কিন্তু অনেক সিকিউরড্। পুরো কাশ্মীরে সাম্প্রতিক সময়ে সেনা উপস্থিতি আরো বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু এবারের ঘটনা ঘটার সময় প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি পেহেলগামে কোন সেনাবাহিনী ছিল না। একজন পর্যটক বললেন যে পুরো কাশ্মীরে নাকি ২০

৬. https://alfirdaws.org/2021/10/11/53202/।
৭. https://alfirdaws.org/2021/10/11/53202/।
৮. Wikipedia

৯. 'হিন্দু জাতীয়তাবাদ কীভাবে ভারতের রাজনীতির নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠল?' বিবিসি বাংলা ১১মে ২০২৪।
১০. ৩রা মে বিবিসি নিউজ বাংলা, শিরোনাম : ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা যেভাবে 'প্রশমিত' হয়েছিল অতীতে।

www.tawheederdak.com

মিনিট অন্তর অন্তর আর্মির দেখা পাওয়া যায়। কিন্তু পেহেলগামে তখন কোন আর্মি ছিল না। এইটা কি করে সম্ভব? এমনকি আর্মি ততটা দ্রুত সময়ের মধ্যেও সেখানে আসতে পারেনি যতক্ষণে পর্যটকদেরকে ধর্ম জিজ্ঞেস করে তাদের ২৬ জনকে মেরে হামলাকারীরা পালিয়ে গেছে। ওইটুকু সময়ের মধ্যে তারা এমন ভাবেই পালিয়েছে এখনো তাদেরকে খুঁজে পায়নি ভারতীয় আর্মি। তার মানে এই হামলার পেছনে কোন একটা ঘাপলা তো আছেই। হ্যাঁ, হামলা প্রতিরোধে হয়তো ভারত সরকারের ইচ্ছাকৃত গাফিলতি ছিল যেই গাফিলতির আবার রাজনৈতিক ফায়দাও আছে। যেমন হামলার পরপরই ছড়িয়ে পড়েছে যে হিন্দু পরিচয় জিজ্ঞেস করেই মারা হয়েছে তার মানে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা পুরো ভারতব্যাপী ক্ষেপে উঠেছে। আর এই উগ্র হিন্দুত্ববাদী আইডিয়াটা নরেন্দ্র মোদির ভোট বৃদ্ধিতে কাজ করে। আবার এই হামলা এবং হামলার প্রচারণার মাধ্যমে ভারতের মুসলিমদের সম্পর্কে বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে। এতে করে সম্প্রতি ভারতে মুসলিমদের ওয়াক্বফকৃত সম্পত্তি নিয়ে যে আইনের নতুন ধারা এসেছে এইটাকেও বৈধতা দেওয়া যায়। এই আইনের ফলে মুসলিমদের প্রতি যে কিছু মানুষ সহানুভূতি দেখাচ্ছিল সেই জায়গাটা ভেঙে দেওয়া যায়। কারণ কাশ্মীরের ঘটনার মাধ্যমে তো এইটা প্রমাণ হচ্ছে যে মুসলিমরা হিন্দুদের রক্তের শত্রু।।[১১]

আবার রাষ্ট্রীয়ভাবে ভারতে পাকিস্তান বিরোধী একটা ব্যাপক সেন্টিমেন্ট কাজ করে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে এই ঘটনার জন্য ভারত পাকিস্তানকেই দায়ী করেছে এবং সেই সাথে পাকিস্তানের বিপক্ষে ভারত পাঁচটি নতুন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সিন্ধুর পানিবন্টন চুক্তি বাতিল করা, সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়া, পাকিস্তানি নাগরিকদের ভারতে প্রবেশ বন্ধ করা এবং যারা প্রবেশ করেছে তাদের ৪৮ ঘন্টার মধ্যেই এই ভারত ত্যাগ করা। ভারতে অবস্থিত পাকিস্তানি হাইকমিশনের লোকবল কমানোর সিদ্ধান্ত এবং হাইকমিশনের বিভিন্ন সামরিক যে উপদেষ্টা যারা আছে তাদেরকেও এখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। মানে এই সরকার যে ব্যাপকভাবে পাকিস্তান বিরোধী এবং ভারতের নিরাপত্তার জন্য যেকোনো কিছু করতে পারে সেইটা প্রমাণ করা হচ্ছে এসব কাজের মধ্য দিয়ে।

কাশ্মীরকে নিয়ে হিন্দুত্ববাদের ভবিষ্যৎ প্ল্যান :

যেখানে কাশ্মীর একটি স্বায়ত্তশাসন বিশিষ্ট ও বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন একটি রাজ্য ছিল। সেখানে তাদের মর্যাদা কেড়ে ভারত সরকার সম্ভ্রান্ত হিন্দুদেরকে কাশ্মীরে স্থানান্তর করে নাগরিক করার প্রচেষ্টায় ব্রত হয়েছে। যা কাশ্মীরের নিয়ম ও স্বার্থ বিরোধী। কিন্তু তারা এ নিয়মকে ভঙ্গ করে কাশ্মীরে হিন্দু বসতি স্থাপন করতে উঠে পড়ে লেগেছে। কাশ্মীরের বাইরের মানুষ জমি ক্রয় করতে পারবেনা, এ সিদ্ধান্তকে বাতিল করে, কাশ্মীর ভ্যালিতে যেখানে হাযার বছর আগে ব্রাহ্মণ্য পণ্ডিতরা বসবাস করত বলে জানা যায় যার দু'একটা পরিবার এখনো আছে সেই জায়গাতে সারা ভারত থেকে আবারো ব্রাহ্মণ্য পণ্ডিতদেরকে নিয়ে এসে মুসলিমদেরকে উচ্ছেদ করে অর্থাৎ তাদের বক্তব্যগুলোতে দ্বিতীয় গাযা করে হিন্দুত্ববাদী আধিপত্য বিস্তার করা। মুসলমানদেরকে কৌশলে ফিলিস্তিনের মত সংখ্যালঘুতে পরিণত করা। হত্যা করে, উচ্ছেদ করে বা জমি কেড়ে নিয়ে পাকিস্তানে ফেরত পাঠানোই হচ্ছে তাদের পরিকল্পনা। যা আজ কারো কারো কাছে অসম্ভব মনে হ'লেও আগামীতে কিন্তু তারা সে পথেই হাঁটছে।

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে ক্ষয়-ক্ষতি :

অবশেষে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারত-পাকিস্তান ৮৭ ঘণ্টা ২৫ মিনিটের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম দ্য নিউজ ইন্টারন্যাশনালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই সংঘাতে ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৮৩ বিলিয়ন ডলার। ৭ থেকে ১০ মে পর্যন্ত ভারতের শেয়ারবাজারে ক্ষতি হয়েছে ৮২ বিলিয়ন ডলার। উত্তর ভারতের আকাশসীমা বন্ধ থাকায় প্রতিদিন ৮ মিলিয়ন ডলার ক্ষতি হয়েছে বিমান চলাচলে। আইপিএল বন্ধ হওয়ায় আর্থিক ক্ষতি হয় ৫০ মিলিয়ন ডলার। সামরিক অভিযানে ব্যয় হয়েছে ১০০ মিলিয়ন ডলার, যুদ্ধবিমান হারিয়ে ক্ষতি হয়েছে ৪০০ মিলিয়ন ডলার। লজিস্টিক ও বাণিজ্য খাতে ক্ষতির পরিমাণ ছাড়িয়েছে ২ বিলিয়ন ডলার। অন্যদিকে পাকিস্তানের ক্ষতির পরিমাণ প্রায় চার বিলিয়ন ডলার। করাচি শেয়ারবাজারে সূচক পড়ে গিয়ে ক্ষতি হয় ২ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার। পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) বন্ধ থাকায় ক্ষতি হয়েছে ১০ মিলিয়ন ডলার। আকাশসীমা বন্ধ থাকায় ক্ষতি হয়েছে ২০ মিলিয়ন ডলার, আর সামরিক খাতে প্রতিদিন ২৫ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ের পাশাপাশি ড্রোন বিধ্বস্ত ও ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়তে ব্যয় হয় ৩০০ মিলিয়ন ডলার। তুলনা করলে দেখা যাচ্ছে পাকিস্তানের চেয়ে ২০ গুণ বেশি ক্ষতি হয়েছে ভারতের'।[১২]

শেষ কথা :

এক্ষণে মুসলিম বিশ্বের উচিত ভারত ও কাশ্মীরের মুসলিমদের সহায়তার জন্য সর্বোচ্চ পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং স্থায়ী সমাধানের ব্যবস্থা করা। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দিন এবং মুসলিম বিশ্বকে আল্লাহ যে প্রাকৃতিক সম্পদ দিয়েছেন তার সঠিক ব্যবহার করার তাওফীক দিন-আমীন!

[ছাত্র, ছানাবিইয়াহ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী]

---

১১. https://rtvonline.com.

১২. https://www.risingbd.com/international/news.

শায়খ আব্দুর রহীম ম্যাকার্থী (আমেরিকা)

-তাওহীদের ডাক ডেস্ক

[শায়েখ আব্দুর রহীম ম্যাকার্থী যুক্তরাষ্ট্রের বাল্টিমোর, মেরিল্যাণ্ডে ১৯৭৩ সালে খ্রিস্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৯৪ সালে ইসলাম গ্রহণের পর তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০ বছর অধ্যয়ন করেন এবং আরবী ভাষা, দাওয়াহ ও ইসলামী শরী'আহ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেন। ইসলামের শান্তিপূর্ণ বার্তা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে তিনি ৩৫টিরও বেশি দেশে বক্তৃতা ও দাওয়াহ কার্যক্রম চালিয়েছেন। তিনি Peace TV, Huda TV, Tayba TV, Sharjah TV, Ges Qatar TV-এর মতো চ্যানেলে উপস্থাপক হিসেবে কাজ করেছেন। এছাড়াও তিনি IERA (UK) ও One Ummah Charity (UK)-এর দাওয়াহ সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত আছেন। বর্তমানে তিনি আয়ারল্যাণ্ডে অবস্থান করছেন।]

প্রশ্ন : আপনার পরিচয় ও জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

আব্দুর রহীম ম্যাকার্থী : আমি আব্দুর রহীম ম্যাকার্থী। ১৯৯৪ সালে আঠারো বছর বয়সে আমি ইসলাম গ্রহণ করি। ইসলাম গ্রহণের ছয় মাসের মধ্যেই আমি সুদানে একটি সফরে যাই। এরপর ইসলামের গভীর অধ্যয়নের জন্য যাত্রা করি। আলহামদুলিল্লাহ মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি দশ বছর ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করি। স্নাতক সম্পন্ন হওয়ার পর থেকে আমি দাওয়ার কাজে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করেছি। পিস টিভি, হুদা টিভিসহ বিভিন্ন ইসলামী মিডিয়ায় কাজ করার সুযোগ হয়েছে এবং বিভিন্ন দেশে ঘুরে ঘুরে ইসলামের বার্তা পৌঁছে দিচ্ছি।

প্রশ্ন : ইসলাম গ্রহণের আগে আপনার ধর্মীয় বিশ্বাস কেমন ছিল?

আব্দুর রহীম ম্যাকার্থী : আমি ক্যাথলিক খ্রিস্টান পরিবারে জন্মেছি এবং সেই বিশ্বাসেই বড় হয়েছি। ছোটবেলা থেকে আমি ক্যাথলিক স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করেছি। কিন্তু আমার দুষ্টু স্বভাবের কারণে আমাকে স্কুল থেকে বের করে দেওয়া হয়। আমাদের পরিবার নিয়মিত গির্জায় যেত। বড় ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আমরা গির্জায় যেতাম, এমনকি মাঝে মাঝে প্রতি সপ্তাহেও। আমাদের ঘরে বাইবেল ছিল, আমরা ক্রস চিহ্নের মতো ধর্মীয় প্রতীক ব্যবহার করতাম এবং রোজারি পড়তাম। সবকিছু মিলিয়ে খ্রিস্টান ধর্ম আমাদের জীবন-যাপনের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল।

প্রশ্ন : ইসলাম গ্রহণের আগে আপনার জীবন কেমন ছিল?

আব্দুর রহীম ম্যাকার্থী : আমি তখন ১৮ বছর বয়সে এক কঠিন জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলাম। তখন আমি মাদক বিক্রিতে জড়িয়ে পড়ি। আমার খুব কাছের এক বন্ধু এই জীবনধারার ছিল। সেই সময় গাঁজা-ধূমপান অনেক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। আমার বন্ধু একদিন আমাকে গাঁজা রোল বানিয়ে বলেছিল, 'সব গ্যাংস্টার আর শক্তিশালী লোকেরা এগুলো করে'। তখন আমি একজন ক্রীড়াবিদ ছিলাম। তাই শুরুতে এসবের বিরুদ্ধে ছিলাম। কিন্তু একটু পর মনে হ'ল, এটা কুল কাজ। এরপর গাঁজা শুরু করলাম। সিগারেট আর মদ্যপানও শুরু করি। মদ্যপান আমার সংস্কৃতিরই অংশ ছিল। এভাবে বাস্কেটবল থেকে সরাসরি ভুল পথে চলে গেলাম, ভুল বন্ধু আর পরিবেশের কারণে।

আমি স্কুলেও যাওয়া বন্ধ করে দিলাম। মাঝে মাঝে স্কুলে গেলে অস্ত্র নিয়ে যেতে হ'ত। কারণ আমাদের পাড়ার প্রতিপক্ষ ছেলেদের সঙ্গে ঝামেলা ছিল। তারা আমাকে হত্যার হুমকি দিয়েছিল। একদিন এক বন্ধু আমাকে স্কুলের পর তার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাল। সে বলল, তোমাকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে। সে তার গদি থেকে একটি পিস্তল তুলে আমাকে দিল। বলল, হয়তো তুমি বাঁচবে, নয়তো তারা। আর শোনো, একটি পিস্তল চেম্বারে রাখ। তখন থেকে প্রতিদিন স্কুলে যাওয়ার সময় আমি আমার বন্দুক সাথে রাখতাম। তারপর তাদের আসার অপেক্ষা করতাম। তারা একবার এসেছিল, কিন্তু আমাদের স্কুলের বন্ধুদের সাহায্যে তাদের তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলাম।

প্রশ্ন : তাহ'লে আপনার জীবনে কিভাবে পরিবর্তন শুরু হ'ল?

আব্দুর রহীম ম্যাকার্থী : আমি ধীরে ধীরে বুঝতে পারলাম, এই ধরনের জীবনধারায় আমি বেশিদিন টিকে থাকতে পারব না। কিন্তু সত্যি বলতে, তখনও আমি এটি ছাড়তে চাইছিলাম না। কারণ আমি এই জীবন উপভোগ করছিলাম। আমি জানতাম, এই পথে চললে হয়তো জেলে যেতে হবে অথবা জীবনের কোনো এক সময় মারা পড়ব। তবুও আমি উচ্চবিলাসী জীবন-যাপন করতে চেয়েছিলাম। ১৭ বছর বয়সে আমি প্রতিদিন এক হাযার ডলার আয় করতাম। আমি সাধারণ জীবন যাপন করতে পারতাম না। আমি হোটেলে থাকতাম, বাড়িতে যেতাম না। কিন্তু কিছু সময় পর বুঝতে পারলাম, এই জীবন আমাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

একবার আমি একটু বেশি মাদক সেবন করেছিলাম। তখন আমার দেখা হয় এমন একজনের সঙ্গে, যে আমার শত্রুদের একজন। সে ইচ্ছা করলেই আমাকে ভয়ানক পরিস্থিতিতে ফেলতে পারত। কিন্তু সে আমাকে করুণা করল। কারণ সে বুঝতে পারল, আমি তখন নেশাগ্রস্ত। আমি নিজেও ভাবলাম, আমি কতটা দুর্বল হয়ে পড়েছি! আমি কখনো কোকেন বা হেরোইনের মতো মাদক সেবন করিনি, যদিও বিক্রি করতাম। কারণ আমি দেখেছি, কিভাবে এসব মাদক মানুষকে দুর্বল করে দেয়। আর আমিও এত দুর্বল হয়ে গেলাম যে, নিজেকে রক্ষা করতে পারছিলাম না। ফলে আমি আর দুর্বল ও অরক্ষিত থাকতে চাইছিলাম না।

এই উপলব্ধিতে ১৮ বছর বয়সে আমি কঠোর সিদ্ধান্ত নিলাম নিজের জন্য কিছু লক্ষ্য নির্ধারণ করব। আমি মোট ছয়টি লক্ষ্য ঠিক করলাম। সেগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই ভাল ছিল না। যেমন, হারাম সাম্রাজ্য গড়ে তোলা, অর্থাৎ অবৈধ মাদক ব্যবসা করে ধনী হওয়া। আমি তখনো পরিবারের সঙ্গে থাকতাম, তাই আমি চেয়েছিলাম একটি সুন্দর বাড়ি আর সাধারণ কোনো গাড়ি। কিন্তু পুলিশের নযরে না পড়ার মতো। একজন প্রবীণ আমাকে বলেছিলেন, 'সবসময় দামি গাড়ি চালিও না, কারণ পুলিশ দেখবে তুমি ১৭-১৮ বছরের বেকার, তবুও দামি গাড়ি চালাচ্ছ, তাহ'লে বুঝতে পারবে তুমি অবশ্যই কিছু একটা করছ। সেদিন থেকে আমি শিখলাম একটা সাধারণ গাড়ি রাখব, আর কোনো অনুষ্ঠানে গেলে তখন ভালো গাড়ি ব্যবহার করব। আমার দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল নিজের থাকার মতো একটি সুন্দর জায়গা বা বাড়ি। তৃতীয় লক্ষ্য ছিল, একজন বিশেষ মানুষের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা। চতুর্থ লক্ষ্য ছিল আমার স্বাস্থ্য ফিরিয়ে নেওয়া। কারণ আমি বুঝতে পারছিলাম, মদ্যপান আর ধূমপান আমার শরীরকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

একটি স্মরণীয় ঘটনা মনে পড়ে, আমি তখন রাস্তা দিয়ে আমার এক বন্ধুর সঙ্গে হাঁটছিলাম। হঠাৎ দু'জন মেক্সিকান মাতাল আমাদের গালিগালাজ করতে শুরু করল। তারা এমন বাজে কথা বলছিল, যা এখানে বলা সম্ভব নয়। আমি রেগে গিয়ে তৎক্ষণাৎ বেল্ট খুলে হাতে জড়িয়ে এক ছেলেকে মারার উদ্দেশ্যে এগিয়ে গেলাম। ঠিক সেই সময় পিছন থেকে একটি পুলিশের গাড়ি চলে আসল। আমি ছেলেটিকে ঘুষি মারলাম, তখন সে আমার দিকে একটি মদের বোতল ছুঁড়ে মেরে বাঁচার চেষ্টা করল।

পুলিশ দেখে আমি দ্রুত দৌড় দিলাম। আমি এ এলাকাতেই বড় হওয়ায় জানতাম, কোন পথ ধরে পালানো উচিত। একসময় আমরা খেলোয়াড় ছিলাম। বেড়ার ওপর দিয়ে খরগোশের মতো লাফিয়ে পালাতাম। কিন্তু এবার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল, কারণ ধূমপান আর নেশার কারণে শরীর দুর্বল ছিল। অবশেষে আমি হাল ছেড়ে বসে পড়লাম। ভেবেছিলাম, পুলিশ এখনই আমাকে ধরে ফেলবে। কিন্তু তারা তখনও মেক্সিকান ছেলেদের নিয়েই ব্যস্ত ছিল। সেই সুযোগে আমি পালিয়ে যেতে পেরেছিলাম। সেই সময়ই আমি গভীরভাবে বুঝতে পারলাম, আমার স্বাস্থ্যের অবস্থা আগের মতো নেই। এই উপলব্ধি আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করল, স্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দিতে হবে। নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে।

আমার ষষ্ঠ লক্ষ্য ছিল আরও ধার্মিক হওয়া। আমি অনুভব করলাম, আমার স্রষ্টার সঙ্গে একটি অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। যদিও তখন আমার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ছিল মাফিয়াদের মতো। যারা সপ্তাহজুড়ে যাই করুক, রবিবার গির্জায় গিয়ে দান করে এবং কমিউনিটি কাজে অংশ নেয়। কিন্তু বাকি ছয় দিন ঠিক উল্টো জীবন যাপন করে। আমিও ভাবতাম, আমি বাইবেল পড়ব, আমার হাতে সোনার একটি চেইন ছিল, যার ওপর সোনার ক্রস ঝুলত। এটাই ছিল আমার ধর্মীয় অভিব্যক্তি। তবুও আমি জানতাম, জীবনে আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজন আছে।

প্রশ্ন : তাহ'লে আপনার হেদায়াতের সঙ্গে সেই ছয়টি লক্ষ্যের কি কোনো সম্পর্ক ছিল?

আব্দুর রহীম ম্যাকার্থী : নিশ্চয়ই সম্পর্ক ছিল। আমার ষষ্ঠ লক্ষ্য আধ্যাত্মিকতা ও ধার্মিকতাই ছিল আমার ইসলামে যাত্রার শুরু। একবার আমি আমার এক বন্ধুর বাবার কাছে যাই, যিনি আফ্রিকান-আমেরিকান ছিলেন। তখন আমরা তার ছেলের সঙ্গে মাদক ব্যবসা করতাম। কিন্তু সে বাড়িতে ছিল না। তাই তার বাবা আমাকে বেসমেন্টে অপেক্ষা করতে বললেন। আমি বিরক্ত হয়ে বসে থাকলাম। তখন দেখলাম, তার বাবা কুরআনের তেলাওয়াত শুনছেন। সেই মুহূর্তে আমার মনে গভীর প্রভাব পড়ল এবং আল্লাহ্‌র প্রতি একটা টান অনুভব করলাম। আলহামদুলিল্লাহ এই ঘটনাই ছিল আমার জীবনের মোড়। যা আমাকে ইসলামের দিকে নিয়ে গেল। তাই আমার ষষ্ঠ লক্ষ্যই প্রথম লক্ষ্য হিসাবে পূর্ণ হ'ল।

প্রশ্ন : তিনি কি মুসলিম ছিলেন?

আব্দুর রহীম ম্যাকার্থী : হ্যাঁ, আমার বন্ধুর বাবা মুসলিম ছিলেন। আমি যখন তার বাড়িতে গেলাম, তিনি তখন কুরআনের তেলাওয়াত শুনছিলেন। যেখানে আরবী পাঠের পরই ইংরেজি অনুবাদ হচ্ছিল। তিনি মনোযোগ দিয়ে সেই অনুবাদ শুনছিলেন। ইসলাম সম্পর্কে আমার আগ্রহ জাগল। তাই আমি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে তাকে বললাম, 'আমি কি আপনার সঙ্গে বসে ইসলাম নিয়ে কিছু প্রশ্ন করতে পারি? তিনি বললেন, অবশ্যই। আমি টিম্বারল্যাণ্ড বুট পরে জায়নামাযের ওপর দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। তিনি নম্রভাবে বললেন, ওটা ছালাতের চাদর। আমি জুতা খুলে বসে পড়লাম। আমার প্রথম প্রশ্ন ছিল, আমি কি মুসলিম হ'তে পারি? কারণ তখনও আমার মনে কিছু ভুল ধারণা ছিল। যেমন ইসলাম কেবল কালো মানুষদের জন্য কিংবা সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে সম্পর্কিত। তিনি হেসে বললেন, 'অবশ্যই! তুমি সাদা হও, কালো হও, বাদামী, এমনকি বেগুনি বা গোলাপী হলেও তোমার রঙ কোনো বিষয় না। ইসলাম সবার জন্য। তারপর তিনি আমাকে ইসলাম সম্পর্কে কিছু জানালেন। আমি আগ্রহী হয়ে জানতে চাইলাম, 'আপনার কাছে কি ইসলাম নিয়ে পড়ার মতো কিছু বই আছে? আলহামদুলিল্লাহ তিনি আমাকে চারটি বই দিলেন। আমি সেগুলো নিয়ে বাসায় গিয়ে শেলফে রাখলাম। এর একটি ছিল মুসলিমরা যীশু (আঃ) সম্পর্কে কী বিশ্বাস করে। কিন্তু সুবহানাল্লাহ! যখন কেউ সত্যের সন্ধানে থাকে মুসলিম হোক বা না হোক আল্লাহ তার জন্য পথ খুলে দেন।

প্রশ্ন : শেষ পর্যন্ত কীভাবে ইসলাম গ্রহণ করলেন?

আব্দুর রহীম ম্যাকার্থী : প্রায় দুই মাস পরে এমন একটি ঘটনা ঘটল, যা আমাকে নাড়িয়ে দিল। সেটি ছিল একটি

গাড়ি দুর্ঘটনা। তখন আমি এমন এক সময় পার করছিলাম, যখন আমার লাইসেন্স স্থগিত ছিল এবং আমি অন্য একজনের পরিচয়ে গাড়ি চালাতাম। কারণ সেই সময় কম্পিউটারে ছবি দেখা যেত না। তাই উচ্চতা, ওজন, চুলের রঙ আমার বন্ধুর বিবরণের সাথে মিলে যাওয়ায় আমি তার নাম ব্যবহার করতাম। সেই দিন আমরা গাঁজাসহ কিছু অবৈধ বস্তু সেবন করে গাড়ি চালানোর সময় দুর্ঘটনার শিকার হই। আমি জানতাম পুলিশ এলেই আমি জেলে যাব। আমি তাদের আসার অপেক্ষায় ছিলাম। কিন্তু অদ্ভুতভাবে তারা আসতে দেরি করল। মনে হ'ল এটি হয়তো আমার পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ। তখনই আমি গাড়ি ফেলে ছোট এক বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে বন্ধুর বাড়ির দিকে দৌড়াতে শুরু করলাম। যেন কোনো হলিউড সিনেমা চলছে যে গাছপালা, কুকুর, হেলিকপ্টার সবই ছিল। আলহামদুলিল্লাহ ধরা পড়িনি।

এরপর আমি গাড়িহীন হয়ে পড়ি। সেই একঘেয়ে সময়ে হঠাৎ মনে পড়ে গেল ইসলাম নিয়ে কিছু বই তো আমার কাছে আছে! তখন আমার জীবনের ছয় নম্বর লক্ষ্য ছিল আরও ধার্মিক হওয়া। তাই ভাবলাম, ধর্ম নিয়ে কিছু পড়া যাক। আমি বইগুলো হাতে নিলাম। একটির নাম ছিল The Religion of Truth অর্থাৎ 'সত্যের ধর্ম'। বইটি খুলতেই আমার মনোযোগ আটকে গেল। এটা ছিল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা, লাইলাতুল জুম'আ। আমি বইটি এক বসাতেই পড়ে শেষ করে ফেললাম। চারটি বিষয় আমার হৃদয় ছুঁয়ে গেল।-

(১) তাওহীদ হ'ল এক আল্লাহ্র উপাসনা : ইসলামের সবচেয়ে বড় বার্তা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। একজন মুসলিম হিসাবে কোনো মধ্যস্থতাকারী নেই, আপনি সরাসরি আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন। খ্রিস্টধর্মে যেমন গির্জায় গিয়ে পাদ্রীর সামনে পাপ স্বীকার করতে হয়। ইসলামে এমন কিছু নেই। আমি ভাবলাম, সে কে? যে আমাকে ক্ষমা করে? ইসলাম আমাকে শিখাল ক্ষমা চাইতে হয় সরাসরি আল্লাহ্র কাছে। এটি আমার অন্তরে গভীরভাবে নাড়া দেয়।

(২) পবিত্রতা ও ছালাতের প্রস্তুতি : আমি জানতাম না একজন মুসলিম কীভাবে ছালাতের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেন। যেমন একান্তভাবে থাকা, বসে টয়লেট ব্যবহার করা যাতে কাপড়ে নাপাকি না লাগে। পশ্চিমে এইসবকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। আমি নিজেও আগে অস্বস্তি বোধ করতাম। অথচ মুসলিমদের এই পবিত্রতা আমাকে মুগ্ধ করল। এমনকি একজন শিক্ষিকা শুধুমাত্র একজন মুসলিম ছাত্রের পবিত্রতা দেখে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

(৩) শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনব্যবস্থা : ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ আমাকে অনেকটা মালকম এক্সের কথা মনে করিয়ে দেয়। সেই সোজাসাপ্টা পথ কালেমা, ছালাত, যাকাত, ছিয়াম ও হজ্জ একটি শৃঙ্খলার বার্তা দেয়। আমি বুঝলাম, এটাই আমার প্রয়োজন। এই শৃঙ্খলা আমার জীবনকে সোজা করতে সাহায্য করবে।

(৪) শুধু বিশ্বাস নয়, কাজও যরূরী : ইসলামে শুধু মুখে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বললেই হবে না, সেটা কাজের মাধ্যমে প্রকাশ পেতে হবে। আমি বুঝলাম, বিশ্বাস ও আমলের মধ্যে ভারসাম্যই প্রকৃত মুসলিম হওয়ার চাবিকাঠি। এটি ছিল আমার কাছে অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত। এই চারটি বিষয় আমাকে এতটাই আলোড়িত করল যে, আমি আর দেরি করিনি।

পরদিন আমি সিদ্ধান্ত নিলাম ইসলামই আমার একমাত্র পথ। আমি সঙ্গে সঙ্গে আমার বন্ধুর বাবাকে ফোন করলাম। তিনি আমাকে ওয়াশিংটন ডিসির ইসলামিক সেন্টারে নিয়ে গেলেন। সেখানেই আমি আমার শাহাদাহ পাঠ করলাম। আলহামদুলিল্লাহ আমার জীবনের নতুন সূচনা হ'ল।

প্রশ্ন : শাহাদাহ পাঠের সময় আপনি কি অনুভব করেছিলেন?

আব্দুর রহীম ম্যাকার্থী : শাহাদাহ গ্রহণের মুহূর্তটি ছিল আমার জীবনের এক স্মরণীয় ও অন্তর্দর্শনভরা সময়। কিন্তু সত্যি বলতে সেই মুহূর্তে আমি ভীষণ নার্ভাস ছিলাম। আমাকে শাহাদাহ শেখাচ্ছিলেন। আর আমাকে সেটা আরবীতে বলতে হবে। আমি তখন বললাম, 'আমি তো কেবলমাত্র লেভেল ১ স্প্যানিশ পারি, আরবীতে শাহাদাহ বলা তো অসম্ভব লাগছে! আমি তখনো মুসলিম ছিলাম না, কিন্তু মুসলিমদের সঙ্গে ইসলামিক সেন্টারে মাগরিবের ছালাতে দাঁড়িয়েছিলাম। আমি ছালাতে দাঁড়িয়ে থাকলেও ভিতরে ভিতরে যেন ভেঙে পড়ছিলাম। তখন ইমাম ছাহেব আমাকে বললেন, চিন্তা করো না, এটা সহজ হবে। আমি তার পেছনে ধীরে ধীরে বলতে লাগলাম, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'। আরবীতে উচ্চারণটা ছিল যেন জিহ্বার উপর মধুর মত নরম, স্বচ্ছন্দ। সেই মুহূর্তে আমি অনুভব করলাম, যেন আমার বুক থেকে বিশাল এক বোঝা নেমে গেল। যেন আমি সত্যিই বদলে যাচ্ছিলাম। চারপাশের সবাই এসে আমাকে আলিঙ্গন করছিল, অভিনন্দন জানাচ্ছিল। আমার মনে হচ্ছিল, আমি একটি নতুন পরিবারের অংশ হয়ে গেছি। এক অদ্ভুত প্রশান্তি অনুভব করছিলাম।

প্রশ্ন : ইসলাম গ্রহণের পর আপনার পরিবারের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল?

আব্দুর রহীম ম্যাকার্থী : আলহামদুলিল্লাহ আমার পরিবার অত্যন্ত ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল। যদিও তারা ইসলাম সম্পর্কে তেমন কিছু জানত না। কিন্তু তারা আমার ব্যক্তিত্ব ও জীবনধারায় ইতিবাচক পরিবর্তনে খুশি ছিল। তারা ভাবতেও পারেনি যে এই পরিবর্তনটা দীর্ঘস্থায়ী হবে। আমার দাদা যিনি ছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানিতে প্রবেশ করা প্রথম মার্কিন সেনাবাহিনীর সদস্যদের একজন, তিনিও খুশি হয়েছিলেন। তিনি প্রায় বলতেন, আমি জানি না মুসলিমদের মধ্যে কী আছে তাদের মসজিদ, তাদের কুরআন? কিন্তু ছেলেটা বদলে গেছে, ভালো হয়েছে। এখন সে রাতে বাইরে যায় না, ঘরের কাজে সাহায্য করে'। এটা তার চোখে একটা প্রশংসনীয় পরিবর্তন ছিল।

প্রশ্ন : মুসলিম হওয়ার পর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কী ছিল?

আব্দুর রহীম ম্যাকার্থী : সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল আগের জীবনের পরিবেশ থেকে নিজেকে আলাদা করা। আমি যেখানেই ছিলাম, সেটি ছিল আমার প্রাক্তন জীবনের ঠিক দরজার পাশে। একধরনের টান অনুভব করতাম। একবার তো আমি ইসলাম গ্রহণের মাত্র ৯ দিন পর রাস্তার সেই পুরনো পথে হেঁটে যাচ্ছিলাম, ঠিক যেন ফিরে যেতে চলেছি। ঠিক তখনই এক বন্ধু আমাকে বলল, 'দেখ, সে তো বলে সে মুসলিম, কিন্তু তার আচরণে আমাদের সঙ্গে কোনো পার্থক্য নেই'। কথাটা যেন বজ্রপাতের মতো হৃদয়ে আঘাত করল। আমি নিজেকে প্রশ্ন করলাম, 'তুমি মুসলিম হলে কেন? শুধু নামের জন্য, না সত্যিই আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসার জন্য? এরপর প্রায় এক থেকে দেড় মাস আমি এক ভেতরের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গেলাম। শরীরও অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। মন, দেহ, আত্মা সবই যেন এক পরীক্ষা পার করছিল। কিন্তু আমি নিজেকে ধরে রেখেছিলাম, মসজিদে যেতাম, মুসলিমদের সাহচর্যে থাকতাম। নবী করীম (ছাঃ)-এর যুগেও নব মুসলিমদের জন্য একটি আশ্রয়স্থল ছিল 'দারুল আরকাম'। তেমনি আমিও আমার চারপাশের মুসলিম ভাইদের মাঝে আশ্রয় পেয়েছিলাম। সেই পরিবেশই আমাকে টিকিয়ে রেখেছিল। এখন পেছনে তাকালে মনে হয় আলহামদুলিল্লাহ এটি ছিল আল্লাহ্‌র অশেষ রহমত।

প্রশ্ন : আপনি প্রথম কাকে দাওয়াত দিয়েছিলেন?

আব্দুর রহীম ম্যাকার্থী : আমি যাকে প্রথম দাওয়াহ দিয়েছিলাম, তিনি ছিলেন আমার খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আল্লাহ্‌র অশেষ কৃপায় তিনি আমার কথা শুনলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন। যদিও তিনি পরে কিছুটা পথভ্রষ্ট হয়ে যান, আমি আশা করি আল্লাহ তাঁর অন্তরের ইখলাছ জানেন। এরপর আমি অনেক বন্ধুদের ইসলামের দিকে ডাক দিয়েছি। কেউ কেউ প্রভাবিত হয়েছিল, কেউ বলেছিল, 'আমি এক বছরের মধ্যে মুসলিম হবো কিন্তু নানা ব্যস্ততায় পিছিয়ে গেছে। কেউ শুনেইনি, কেউ শুনে চিন্তা করেছে। আমি আমার পরিবারের সাথেও কথা বলেছিলাম। বিশেষ করে আমার দাদীর উপর বেশি মনোযোগ দিয়েছিলাম। কারণ তিনি ছিলেন সেই মানুষ যিনি আমাকে বড় করেছেন। যখন আমি মাত্র পাঁচ বছরের, তখন আমার বাবা-মা বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। তখন আমি, আমার ভাইবোন এবং চাচাতো ভাইবোন মিলে ছয়জন একসাথে বড় হচ্ছিলাম, আর আমি ছিলাম সবার ছোট।

আমার দাদীর সাথে ছিল আমার এক অটুট সম্পর্ক। তিনি তখন বয়সের ভারে ক্লান্ত, হুইলচেয়ারে বসে থাকতেন। আমি কুরআন জোরে পড়তাম যেন তিনি শুনতে পারেন। আমি তাঁকে বলতাম, আমরা মুসলিমরা কী বিশ্বাস করি? বিশেষ করে ঈসা (আঃ) সম্পর্কে। তিনি হতবাক হয়ে যেতেন, যেন কোনো অজানা সত্য তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। একদিন আমি যখন তাঁকে গোসল করাতে সাহায্য করছিলাম, তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আমার কথা বিশ্বাস করেন? এটা কি আপনার কাছে সত্য বলে মনে হয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি তাঁকে কালেমা পড়ে শুনালাম, ব্যাখ্যা করলাম, কীভাবে উচ্চারণ করতে হয়। তিনি আমার সাথে শাহাদাহ পাঠ করলেন, আলহামদুলিল্লাহ।

পরে আমি বিদেশে চলে যাই। তাঁর সাথে খুব বেশি সময় কাটাতে পারিনি। কিন্তু আমি যখন আলেমদের জিজ্ঞেস করি, তারা বললেন, যেহেতু তিনি ঈমান এনেছেন এবং কালেমা পাঠ করেছেন, ইনশাআল্লাহ তিনি মুসলিম হিসেবেই মৃত্যুবরণ করেছেন। এই ঘটনাটি আমার জীবনে এক গভীর ছাপ ফেলেছে। কারণ তিনি শুধু আমার দাদী নন, ছিলেন আমার জীবনের মূল ভিত্তিগুলোর অন্যতম। আল্লাহ তাঁকে জান্নাত দান করুন।

প্রশ্ন : আপনি এমন কোনো ঘটনার সাক্ষী হয়েছেন যা কখনো ভুলতে পারবেন না?

আব্দুর রহীম ম্যাকার্থী : আলহামদুলিল্লাহ, এমন অনেক ঘটনা আছে। তবে বিশেষ একটি ঘটনা বলি যা খুবই আবেগময় এবং আপনাদের কাছেই প্রথমবার শেয়ার করছি। আমি কাতার বিশ্বকাপে দাওয়াহ কার্যক্রমে ছিলাম। হঠাৎ এক কাতারী বোন আমাকে ফোন করে জানালেন একজন ৬ বছর বয়সী আমেরিকান ছেলে ইসলাম গ্রহণ করতে চায়! আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম, এই বয়সে সে কী বুঝবে? হয়তো মজা করছে। কিন্তু তাঁরা অনুরোধ করলেন, যেন আমি আসি। আমি যখন সেখানে পৌঁছালাম, ছেলেটির মা বললেন, সে নিজের ইচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করতে চায়। আমি তাকে শিক্ষা দিচ্ছি, নিজেও শিখছি। সে ছেলেটি কাতারে একটি স্কুলে পড়ছে, যেখানে তাঁর বন্ধুরা মুসলিম। ইসলামিক স্টাডিজের ক্লাসগুলো তার মনে গভীর প্রভাব ফেলেছে। সে তার মাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করত, আমরা কেন ছালাত পড়ি? আর তার মা তাকে বুঝিয়ে বলত, 'আল্লাহ আমাদের সবকিছু দেন, তাই আমরা তাঁরই উপাসনা করি। একজন ৬ বছর বয়সী বাচ্চার এমন ঈমান, এমন উপলব্ধি দেখে আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। সে স্পষ্টভাবে জানত সে কী করছে। সেই দিনই সে শাহাদাহ পাঠ করে মুসলিম হয়।

তারপর আমি তার মায়ের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আপনার কী হবে? তিনি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, 'আমি ইসলামকে বিশ্বাস করি, কিন্তু অপেক্ষা করছিলাম বিশেষ কোনো সময়ের জন্য'। আমি বললাম, 'এটির চেয়ে বিশেষ মুহূর্ত আর কী হ'তে পারে! আপনার সন্তান আজ মুসলিম হয়েছে! এই কথার পর তিনি বললেন, 'আপনি ঠিক বলেছেন'। আর সেদিনই তিনি তার ছেলের সাথে ইসলাম গ্রহণ করলেন। সুবহানাল্লাহ! সে দিনটি ছিল চোখে পানি আসার মতো এক মুহূর্ত। সেখানে উপস্থিত সবাই কেঁদে ফেলেছিল। পরে জানতে পারি তার স্কুলে একটি বড় সেলিব্রেশনও করা হয়েছিল তার ইসলাম গ্রহণ উপলক্ষ্যে।

[তথ্য সূত্র : ইন্টারনেট]

আব্দুল হক হাশেমী

শায়খ আবু মুহাম্মাদ আব্দুল হক হাশেমী (রহঃ) (১৮৮৪--১৯৭২) ছিলেন বিংশ শতাব্দীতে হিন্দুস্তানের একজন খ্যাতিমান ইসলামী পণ্ডিত, মুহাদ্দিছ, লেখক ও দাঈ। তিনি একজন দক্ষ হাদীছশাস্ত্র বিশারদ হিসাবে পরিচিত ছিলেন। আক্বীদা ও আমলে সুন্নাতের পক্ষে দৃঢ় অবস্থানের কারণে তিনি আলেমদের নিকট বহুল প্রশংসিত ছিলেন। তিনি ভারতীয় উপমহাদেশ ও হারামায়েন শরীফায়েনের মধ্যে ইসলামী জ্ঞানচর্চার সেতুবন্ধন হিসাবে কাজ করেন। প্রায় ৭০ বছরের দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনে তিনি বহু যোগ্য আলেম ও দাঈ তৈরি করেছেন। তার রচিত অসংখ্য গ্রন্থও ইসলামী জ্ঞান ও তথ্যভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে।

জন্ম ও বংশ পরিচয় : শায়খ আব্দুল হক ১৮৮৪ সালে ব্রিটিশ ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের বাহাওয়ালপুরে কোটলা শেখান নামক গ্রামে একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। যার বংশধারা দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাঁর পিতা শায়খ আব্দুল ওয়াহিদ ছিলেন একজন আলেম ও দাঈ। শায়খ আব্দুল হক ছিলেন তাঁর পিতা-মাতার একমাত্র জীবিত সন্তান। তাদের অন্য সকল সন্তান শৈশবেই মৃত্যুবরণ করেন। ফলে শায়খ আব্দুল ওয়াহিদ তার একমাত্র সন্তানকে ইসলামের খিদমাতে উৎসর্গ করার সংকল্প করেছিলেন।

শায়খ আব্দুল হক হযরত ওমর (রাঃ)-এর ৪২ তম বংশধর ছিলেন। তার পূর্বপুরুষগণ খ্রিস্টীয় ৮ম শতকের শুরুর দিকে মুহাম্মাদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের সময় ভারতীয় উপমহাদেশে আগমন করেন। তার নামের সাথে যুক্ত আল-হাশেমী উপাধিটি সাধারণ অর্থে হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পূর্বপুরুষ হাশেম ইবনু আব্দে মানাফের বংশধারা বোঝাতে ব্যবহৃত হলেও, এখানে এর তাৎপর্য ভিন্ন। এটি তাঁর প্রপিতামহ হাশেম বিন রামাযানের প্রতি সম্বন্ধ করে যুক্ত করা হয়েছে।

শিক্ষাজীবন : শায়খ আব্দুল হক শৈশবে পিতার নিকটে কুরআন হিফয করেন। অতঃপর তিনি ফার্সী ভাষা ও ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। কেননা তৎকালীন মুসলিম শাসিত উপমহাদেশে ফার্সী ছিল অন্যতম প্রধান ভাষা। এরপর তিনি পিতার নিকটেই আরবী ভাষা, ব্যাকরণ ও ইসলামী শরী'আহর প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করেন। এরপর তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন শহর যেমন মুলতান, দিল্লী, বাতালায় ভ্রমণ করে প্রায় ৬০ জন প্রখ্যাত আলেমের নিকট তাফসীর, হাদীছ, উছূলে হাদীছ, আক্বীদাহ, ফিক্বহ ও আখলাকের শিক্ষা লাভ করেন।

তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ঈসা বিন আহমাদ রাঈ, ইমামুদ্দীন ইবনু মুহাম্মাদ কানবারী, মুহাম্মাদ ইবনু আবু মুহাম্মাদ ঘায়তী ও মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ রিয়াসাতী প্রমুখ। তিনি ছহীহ কুতুবে সিত্তাহ, মুসনাদে আহমাদ, মুয়াত্ত্বা মালেকসহ বিভিন্ন প্রধান হাদীছ সংকলনের ওপর ইজাযাহ লাভ করেন এবং হাফিযুল হাদীছ হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন।

শিক্ষকতা ও দাওয়াতী জীবন : শিক্ষা জীবন শেষে শায়খ আব্দুল হক নিজ জন্মস্থান বাহাওয়ালপুরের আব্বাসী মসজিদের ইমাম ও কাযী হিসাবে দায়িত্ব পালন শুরু করেন। অতঃপর তিনি ভারতের আহমাদাবাদ শহরে, যেটি জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষের ফলে তখন নতুন বাগদাদ নামে পরিচিত ছিল, প্রথম হাদীছের দারস প্রদান করেন। সেখানে তিনি দীর্ঘদিন শিক্ষকতা চালিয়ে যান।

১৯৪৮ সালে তিনি হজ্জ পালন করতে গিয়ে মক্কায় অবস্থান করেন। তখন কিছু আলেমের সাথে তার গুরুত্বপূর্ণ ইলমী আলোচনার সূত্রপাত হয়। দেশের শীর্ষ আলেমরা যখন জানলেন যে তিনি মুসনাদে আহমাদ-এর ব্যাখ্যা লিখেছেন, তখন তারা তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মক্কায় স্থায়ী হয়ে পাঠদানের অনুরোধ করেন।

সেখানে তার জ্ঞানের গভীরতা দেখে স্থানীয় শায়খগণ বাদশাহ আব্দুল আযীযের নিকট তাকে মক্কায় শিক্ষক হিসাবে নিয়োগদানের সুপারিশ করেন। এই সুপারিশ গৃহীত হলে ১৩৬৭ হিজরীতে তিনি মসজিদুল হারামে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন। সেই থেকে মৃত্যু অবধি তিনি মসজিদুল হারামে ও মক্কার অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা ও দাওয়াতী কাজ করেন।

তিনি বলেন, 'এরপর আল্লাহ তা'আলা আমাকে এই নিরাপদ নগরীতে হিজরত করার তাওফীক দিলেন। নেককার বাদশাহ আব্দুল আযীয (আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন) আমাকে মসজিদুল হারামে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দেন। সেই সময় প্রধান বিচারপতি শায়খ আব্দুল্লাহ বিন হাসান আশ-শায়েখ, রিয়াদের হাইআতের প্রধান শায়খ ওমর বিন হাসান এবং শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহীম, শায়খ আব্দুল মালেক বিন ইব্রাহীম এবং প্রিয় শায়খ আব্দুল আযীয বিন বাযসহ অনেক সালাফী আলেম আমার প্রতি সম্মান ও অনুগ্রহ করেন। আল্লাহ তাদের দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম প্রতিদান দিন'।

আক্বীদা : শায়খ আব্দুল হক হাশেমী (রহঃ) আক্বীদা ও আমলে আহলেহাদীছ তথা সালাফদের পথ ও পদ্ধতির অনুসারী ছিলেন। তিনি নিজেই তা স্পষ্টভাবে বলেছেন এবং লোকদেরও এ পথের দিকে আহ্বান করতেন। তিনি তার 'হাযিহী আক্বীদাতী' পুস্তকে বলেন, 'আমার প্রতি আল্লাহ্র অন্যতম বড় অনুগ্রহ হ'ল, তিনি আমাকে আদম (আঃ)-এর

শ্রেষ্ঠ সন্তান হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উম্মত বানিয়েছেন। আরেকটি অনুগ্রহ হ'ল, তিনি আমাকে আকীদা ও আমলে সালাফী আহলেহাদীছের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আমার আক্বীদা হ'ল, আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের সালাফে ছালেহীন, ফক্বীহ ও মুহাদ্দিছদের অক্বীদা। তা হ'ল পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করা এবং কোনো রকম বিকৃতি বা মনগড়া ব্যাখ্যা ছাড়াই তার প্রকাশ্য অর্থ অনুযায়ী তা গ্রহণ করা'।

তিনি আরও বলেন, 'আল্লাহ্র গুণাবলীর বিষয়ে আমি অত্যন্ত সতর্ক। কুরআন ও হাদীছে যেসব গুণের উল্লেখ আছে, যেমন আরশের উপরে উন্নীত হওয়া, তাঁর হাত, চোখ, আঙুল, পা, হাসা, কথা বলা ইত্যাদি আমি যথাযথ অর্থে গ্রহণ করি। আমি এগুলিকে কোনরূপ বিকৃতি, অস্বীকার বা সাদৃশ্য ছাড়াই বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করি। আর এগুলি কেমন ও কীভাবে ঘটে এই বিষয়টি আমি আল্লাহ্র কাছে অর্পণ করি। কারণ তা আমাদের অজানা। কিন্তু যেসব বিষয় আল্লাহ আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন, সেগুলো নিয়ে বিভ্রান্তি বা অজানা কিছু নেই। আমি আল্লাহ্র গুণাবলীসমূহের বিকৃত ব্যাখ্যা করা বিদ'আতীদের কঠোরভাবে নিন্দা করি। কারণ আল্লাহ্র গুণের বিকৃত ব্যাখ্যা মানুষকে পথভ্রষ্ট করে। যারা এসব আয়াত ও হাদীছের বিকৃত ব্যাখ্যা থেকে দূরে থাকে, তাদের আক্বীদা সবচেয়ে নিরাপদ। এসব আয়াত ও হাদীছ প্রকৃত ও বাহ্যিক অর্থে বোঝা এবং তাতে ঈমান আনা আবশ্যক'।

'আমি বিশ্বাস করি, মুমিনরা ক্বিয়ামতের দিন তাদের রবকে দেখতে পাবে। আমি আল্লাহ্র উর্ধ্বারোহণকে বিশ্বাস করি। তিনি আসমানের উপরে আরশে আছেন। কিন্তু আকাশ তাঁকে ধারণ করে আছে বা ছায়া দিচ্ছে এমন কোনো বিশ্বাস নয়'।

শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) তাঁর এই আক্বীদা গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, 'আমি শায়খ নাছিরুস সুন্নাহ ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে সংগ্রামী আবু মুহাম্মাদ আব্দুল হক হাশেমীর প্রদত্ত আক্বীদাটি পাঠ করেছি। আমি এটি অত্যন্ত মূল্যবান ও প্রশংসনীয় অক্বীদা মনে করি।

শায়খ বিন বায আরও বলেন, 'সমসাময়িক যুগে জ্ঞানের বিশালতায় কাউকেই আমি শায়েখ আব্দুল হক হাশেমীর সমতুল্য পাইনি'।

মানহাজ : শায়খ আব্দুল হক হাশেমী (রহঃ) আক্বীদার ন্যায় আমলের ক্ষেত্রেও আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অনুসারী ছিলেন। তিনি বলেন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার, যিনি আমাকে ছহীহ সুন্নাহ্র অনুসারী করেছেন। আমি তাক্বলীদ পরিত্যাগ করেছি। তবে চার ইমামসহ অন্যান্য সকল ইমামকে সম্মান করি এবং তাদের ইজতিহাদে কোন আপত্তি করিনা। বরং ছহীহ হাদীছকে রায় ও মতের উপর প্রাধান্য দিই'।

'আমার অনুসরণীয় পদ্ধতি হ'ল, আমি কুরআনে যা পাই, তার আলোকে ফৎওয়া দিই। যদি কুরআনে না পাই, তাহ'লে হাদীছে অনুসন্ধান করি এবং হাদীছকে কুরআনের ব্যাখ্যা হিসাবে গ্রহণ করি। হাদীছেও যদি না পাই, তাহলে আমি ছাহাবী, তাবে'ঈ এবং পরবর্তী ইমাম ও মুজতাহিদদের মত গ্রহণ করি ইমামদের মধ্যে যিনি পূর্ববর্তী, তার কথা আগে গ্রহণ করি এবং যিনি ইজতিহাদে অগ্রগামী ও সঠিকের অধিক নিকটবর্তী, তার কথাকেই প্রাধান্য দিই'।

'চার ইমাম বা অন্য কারো তাক্বলীদ না করার কারণে কেউ দোষারোপ বা নিন্দা করলে আমি তাতে তোয়াক্কা করি না। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাড়া প্রত্যেকের বক্তব্য গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য। তিনিই হলেন প্রকৃত আদর্শ ও অনুসরণীয় ব্যক্তি। ছাহাবাদের যুগ থেকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত সকলেই তাঁর অনুসরণ করতে বাধ্য'।

শায়খ হাম্মাদ আল-আনছারী (রহঃ) বলেন, 'শায়খ আব্দুল হক হাশেমী নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের অনুসরণে সীমাবদ্ধ ছিলেন না; তিনি ছিলেন মুক্তচিন্তার অধিকারী। তার হাদীছ ও ফিক্বহে গভীর জ্ঞান ছিল'।

অধ্যাপক ওমর আব্দুল জাব্বার বলেন, 'তিনি কুতুবে সিত্তাহর হাদীছ, তার সনদসমূহ, ইমামদের মাঝে মতভেদ ও তাদের দলীলগুলো ভালোভাবে জানতেন এবং সঠিক মতকে সমর্থন দিতেন। তিনি বিদ্বানদের মতামতকে সম্মান করতেন এবং পূর্ববর্তী ইমামদের ভালোবাসতেন'।

হাদীছের প্রতি গভীর অনুরাগ : শায়খ আব্দুল হকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল হাদীছের প্রতি প্রবল আগ্রহ। শায়খের পুত্র আব্দুল ওয়াকিল আল-হাশেমী বলেন, 'আমার পিতা প্রতিদিন ফজরের ছালাতের পর নিয়মিতভাবে কুরআনের কয়েকটি আয়াত, ছহীহ বুখারীর কয়েকটি হাদীছ এবং ছহীহ মুসলিমের কয়েকটি হাদীছ পাঠ করতেন'।

এমনকি হারাম শরীফের ইমামগণ যদি কোনো সুন্নাত বাদ দিতেন বা ভুল করতেন, তবে তিনি তা সংশোধনের জন্য তাদেরকে সতর্ক করতেন। তিনি ভুল ব্যাখ্যাকারীদের প্রতিবাদ করতেন এবং তাদের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হতেন। এ সময় তার বিতর্ক ছিল অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ।

আব্দুল ওয়াকিল আরো বলেন, 'একবার আমাকে একটি হাদীছ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। কিন্তু আমি তা মনে করতে পারিনি। ফলে আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বাড়ি ফিরে ঘুমিয়ে পড়ি। অতঃপর আমি আমার পিতাকে স্বপ্নে দেখি এবং তাকে বলি, আব্বা! এই হাদীছটি কোথায় আছে? তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে বুখারী অধ্যয়নে অবহেলা না করতে উপদেশ দিইনি? এই হাদীছটি ছহীহ বুখারীর কিতাবুল জিহাদ-এর একটি বাবের শিরোনাম হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পরে আমি কিতাব খুলে ঠিক তেমনই তা পেয়েছি যেমনটি তিনি বলেছিলেন'।

চারিত্রিক গুণাবলি : শায়খ আব্দুল হক (রহঃ) ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী, দুনিয়াবিমুখ, পরহেযগার, পরিতুষ্ট, আত্মপ্রচারণা ও প্রদর্শনবিমুখ মানুষ। তিনি ইলমের প্রচার-প্রসারে খুবই আগ্রহী ছিলেন। সময়ের ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত সচেতন ও কৃপণ। তার বিনয়ের দৃষ্টান্ত এই যে, তিনি তার কিছু গ্রন্থে নিজের পরিচয়ে লিখতেন 'আহকারুল মুদাররিসীন বিল

মাসজিদিল হারাম, আবু মুহাম্মাদ আব্দুল হক হাশেমী' অর্থাৎ 'মসজিদে হারামের সবচেয়ে নগণ্য শিক্ষক, আবু মুহাম্মাদ আব্দুল হক হাশেমী'।

ইলমের প্রতি আগ্রহ : ইলম অর্জনের প্রতি তার আগ্রহ ও অধ্যবসায়ের একটি আশ্চর্য দৃষ্টান্ত জানা যায়। তার ছেলে শায়খ আব্দুল ওয়াকিল একাধিকবার জানান যে, 'এক লোক হজ্জে আসার সময় ইবনু মা'ঈনের 'তারীখ আদ-দূরী'র একটি পাণ্ডুলিপি সঙ্গে আনেন। শায়খ মুহাম্মাদ আব্দুর রাযযাক হামজা তা দেখতে পেয়ে শায়খ আব্দুল হককে জানান। শায়খ ঐ লোকের নিকটে বইটি ধার চান। তখন ফটোকপির সুবিধা না থাকায় তিনি ও তার সন্তানরা তিন দিন একটানা পালাক্রমে সেই পাণ্ডুলিপি নকল করেন'। সেই হাতে লেখা কপি অনেকেই দেখেছেন, যাতে শায়খের নিজের ও তার সন্তানদের হাতের লেখা আছে।

গ্রন্থ ও রচনাবলী : শায়েখ আব্দুল হক হাশেমী তাফসীর, হাদীছ ও উছূলে হাদীছ, শারহুল হাদীছ, আক্বীদাহ, ফিক্বহ ও উছূলে ফিক্বহ, আরবী ভাষা ও ব্যাকরণ, সীরাত ও ইসলামী ইতিহাসসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় ৮০টি গভীর গবেষণাধর্মী গ্রন্থ রচনা করেন। তার কিতাবগুলো কুরআন ও হাদীছের মযবূত দলীলের উপর প্রতিষ্ঠিত। তার ভাষা ছিল সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর। তার রচনার মধ্যে কিছু কিতাব আরব বিশ্ব ও উপমহাদেশে পাঠ্যবই স্বরূপ পড়ানো হয়। তার রচিত কিতাবসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল :

- তাফসীরুল কুরআন বিল কুরআন ওয়াস-সুন্নাহ (৯ খণ্ড)
- কিতাবুল আরবা'ঈন 'আলা সাইয়্যিদিল কাওনাইন
- নুছরাতুল বারী ফী শারহে তারাজিমিল বুখারী
- কাশফুল মুগাত্তা আন রিজালিছ ছহীহাইন ওয়াল মুয়াত্ত্বা
- কিতাবুল লুবাব ফী শারহিত তারাজিম ওয়াল আবওয়াব (৭ খণ্ড)
- রাফ'উল ইয়াদাইন ফিছ-ছালাত
- ক্বিরাআতু খালফাল ইমাম
- কিতাবুল খিলাফাহ আর রাশিদাহ
- কাশফুল ইকনা ফী দু'আ বা'দাছ ছালাত বিহালাতিল ইজতিমা
- ফাতহুল উদূদ ফী রাফ'ইল ইয়াদাইন ইনদাস সুজূদ

তার ছাত্র ও সমকালীন মনীষীদের মূল্যায়ন : শায়খ আব্দুল হক হাশেমী (রহঃ) মক্কায় ২৪ বছরসহ সর্বমোট প্রায় ৭০ বছর শিক্ষকতা করেন। তার এই দীর্ঘ ছাত্র জীবনে অনেক যোগ্য আলেম, শিক্ষক ও দাঈ তৈরী করেছেন। তার ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সঊদী আরবের সাবেক গ্র্যান্ড মুফতী শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আযীয বিন বায, শায়খ আব্দুর রাযযাক, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ শানক্বীতী এবং তার নিজের ছেলে আব্দুল ওয়াকিল হাশেমী। তিনি ছাত্রদের মধ্যে যে জ্ঞানতরঙ্গ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তা থেকে আজও সারা বিশ্বের মুসলমানগণ বিশেষত আহলেহাদীছ আলেমগণ উপকার লাভ করছেন।

অধ্যাপক ওমর আব্দুল জাব্বার বলেন, 'তখন (ছাত্র কালে) তিনি জীবনের অষ্টম দশকে ছিলেন। তিনি ছিলেন বিনয়ী, দুনিয়াবিমুখ, সংযমী, কনিষ্ঠদের শিক্ষাদানে উৎসাহী। তিনি মসজিদুল হারামে নিয়মিত পাঠদান করতেন। এ ছাড়া মুহাজিরীন সালাফী মাদ্রাসা ও দারুল হাদীছ, মক্কায়ও পাঠদান করতেন। তিনি কখনও রিয়াকারে পরিণত হননি। তিনি ছিলেন যুগে যুগে দ্বীনী আলেমদের মতই নীরব ও বিনম্র'।

তার পাঠদানের ধরন ছিল প্রমাণনির্ভর ও যুক্তিপূর্ণ। বিশেষ করে হানাফী মাযহাবের অনেক ইজতিহাদকে তিনি সুন্নাহর আলোকে খণ্ডন করতেন।

তিনি উচ্চকণ্ঠে পাঠদান করতেন, যা মাইক ছাড়াই শোনা যেত। তিনি নিজে ১৪ খণ্ডে ছহীহ বুখারীর যে ব্যাখ্যা লিখেছেন, তা থেকে মসজিদুল হারামে দীর্ঘদিন পাঠদান করেছেন। বিদায়া ও নিহায়াসহ বহু কিতাব তার সামনে পাঠ করা হয়েছে।

মৃত্যু : শায়খের ছেলে আব্দুল উকাইল বলেন, ১৯৭২ সাল মোতাবেক ১৩৯২ হিজরীর রামাযান মাসে আমার আব্বা দু'বার নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন। একবার ডান ফুসফুসে, আরেকবার বাম ফুসফুসে। তবে তার সমস্ত ইন্দ্রিয় সচল ছিল। কেউ কোনো ভুল মাসআলা বললে তিনি মাথা নাড়তেন। পুরো রামাযান জুড়েই তিনি এ অবস্থায় ছিলেন। অতঃপর শাওয়াল মাসের ১৮ তারিখ বৃহস্পতিবার সকালে উঠে বসলেন, শরীর নড়াচড়া করলেন, তারপর শুয়ে পড়লেন এবং শাহাদাতের কালেমা পড়তে পড়তে মৃত্যুবরণ করলেন'। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। তার বিদায়ে মুসলিম জাহান এক গুণী আলেমকে হারালো। এ যুগে এমন একজন আলেমের অস্তিত্ব সত্যিই বিরল!

মক্কায় তার প্রথম জানাযায় ইমামতি করে শায়খ আব্দুর রহমান আল-খুলাইফী। সেখানে ৮০ হাযারের বেশি মানুষ অংশগ্রহণ করেন। এরপর তাকে মদীনা নেওয়া হয়। সেখানে শুক্রবার সকালে আরও ৭০ হাযারের বেশি মানুষকে নিয়ে জানাযা পড়েন শায়েখ অব্দুল আযীয আছ-ছালেহ।

তার আকাঙ্খা ছিল বাক্বী কবরস্থানে দাফন হওয়া। তার সে আকাঙ্খা পূরণ হয়েছে। তাকে ইমাম মালেক (রহঃ)-এর পা ও নবী (ছাঃ)-এর সন্তান ইব্রাহীমের মাথার পাশে কবরস্থ করা হয়। তার এক পাশে ছাহাবী সা'দ ইবনু মু'আয (রাঃ)-এর কবর, যার মৃত্যুতে আরশ কেঁপে উঠেছিল। অপর পাশে আরেক ছাহাবী আব্দুর রহমান ইবনু আউফ (রাঃ)। আল্লাহ তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করুন এবং তাকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন।- আমীন!

পাপ থেকে আত্মরক্ষা

বেশ হ্যাণ্ডসাম দেখতে এক যুবক বাড়ি বাড়ি ফেরী করে ছোট ঝাড় ফ্যান বিক্রি করতেন। একদিন এক সুন্দরী মহিলা তার কাছে একটি ফ্যান কিনলেন। তারপর আরও একটি কিনলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন, আমার ঘরে এসো, আমি নিজের হাতে বেছে আরো কয়েকটি নিতে চাই।

যুবক কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই ভেতরে ঢুকলেন। হঠাৎ মহিলাটি ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন! তিনি যুবককে তার সাথে পাপে লিপ্ত হওয়ার আহ্বান করলেন। তিনি বললেন, আমার সঙ্গে পাপ কর, তা না হ'লে আমি চিৎকার করব এবং প্রতিবেশীদের বলব তুমি আমাকে জোর করতে এসেছিলে!

যুবক মহিলার কুমতলব বুঝতে পেরে আতঙ্কিত হয়ে গেলেন। কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। তার তখন কিছুই করার ছিল না। তিনি তার নৈতিকতা রক্ষা করতে চান। কিন্তু কোন উপায় খুঁজে পেলেন না। কারণ এই অবস্থায় কোনো যুক্তিই কাজে আসবে না। নিরূপায় হয়ে যুবক আল্লাহ্র কাছে সাহায্য চাইলেন।

হঠাৎ তার মাথায় একটি বুদ্ধি খেলে গেল! তিনি বললেন, ঠিক আছে, আমি তোমার প্রস্তাবে রাযী। কিন্তু আগে আমাকে বাথরুম দেখিয়ে দাও। আমি গোসল করে ফ্রেশ হয়ে আসি। তার কথায় খুশি হয়ে মহিলা তাকে বাথরুম দেখিয়ে দিলেন। যুবক বাথরুমে গিয়ে নিজেকে পুরোপুরি বদলে ফেললেন। তিনি বাথরুম থেকে ময়লা (পায়খানা) তুলে নিজের মুখ ও সারা শরীরে মেখে নিলেন! তারপর দরজা খুলে বললেন, আমি প্রস্তুত! তুমি কি প্রস্তুত?

মহিলা তখন পুরোপুরি সেজেগুজে অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু যখন তিনি সারা শরীরে ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত যুবককে দেখলেন, তিনি ঘৃণা ও রাগে চিৎকার করে বললেন, বের হও! এখনই বের হও আমার ঘর থেকে। যুবক এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি অবিলম্বে বের হয়ে নিজেকে বাঁচালেন!

বাড়িতে ফিরে তিনি ভালো করে গোসল করলেন। তারপর নিজেকে সুগন্ধি আতরে ভরে নিলেন। এরপর এই সুগন্ধি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তার শরীরে স্থায়ী হয়ে গিয়েছিল! যখনই তিনি কোথাও যেতেন, তার দেহ থেকে এত সুঘ্রাণ বের হত যে মানুষ দূর থেকেই বুঝতে পারত, এখানে তিনি গিয়েছিলেন! পাপের সুযোগ পেয়েও সেখান থেকে আত্মরক্ষার কারণে আল্লাহ তাকে এভাবেই সম্মানিত করেছিলেন।

শিক্ষা : দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, নৈতিকতা ও আল্লাহ্র উপর ভরসা থাকলে কঠিন পরিস্থিতিতেও আল্লাহ পথ বের করে দেন। আর আত্মসংযম ধরে রাখতে পারলে, আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত করবেন।

অতি চালাকির পরিণাম

১. জাপানের এক রেস্তোরাঁর মালিক 'নিতেরো ইতো' শহরের সিটি কাউন্সিল নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ভোটারদের সহানুভূতি অর্জনের জন্য তিনি এক অভিনব পরিকল্পনা করেন। তিনি চারজন গুণ্ডাকে ভাড়া করেন তাকে মারধর করার জন্য, যেন তিনি হাসপাতালে ভর্তি হয়ে মানুষের সহানুভূতি লাভ করতে পারেন ও সেখান থেকে নির্বাচনী প্রচারণা চালাতে পারেন।

গুণ্ডারা এক রাতের ফ্রী ডিনারের বিনিময়ে তার প্রস্তাবে রাযী হয়। তাদের পরিকল্পনা ছিল নিখুঁত। তার শরীরে এমনভাবে আঘাত করা হবে, যাতে তিনি আহত হন। কিন্তু মারাত্মক কোন ক্ষতি না হয়। কিন্তু ভাগ্য তার সহায় ছিল না! মারধরের সময় একটি ঘুষি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ফলে তিনি রেস্তোরাঁর সিঁড়িতে পড়ে যান এবং মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পান। অতঃপর কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি ব্রেইন হেমারেজে সেখানেই মারা যান!

২. ড্যান লুপে নামের এক ফরাসী যুবক এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হন। আশপাশের লোকেরা ভেবেছিল, তিনি হয়তো মারা গেছেন। লোকজন দ্রুত তার কাছে ছুটে আসে। ফলে তার চারপাশে ভিড় জমে যায়। কিন্তু দেখা যায় আশ্চর্যজনকভাবে তার কিছুই হয়নি। তিনি পুরোপুরি সুস্থ ছিলেন। এমনকি তার শরীরে একটি আঁচড়ও লাগেনি।

তখন চারপাশে ভিড় জমানো লোকেদের মধ্য থেকে একজন তাকে একটি দারুণ বুদ্ধি দেয়। সে বলে, ভাই! আমরা সকলে দেখেছি, তুমি একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনার শিকার হয়েছ, যদিও তুমি এখন পুরোপুরি সুস্থ আছো। তুমি একটু জখম হওয়ার ভান কর। তাহ'লে বীমা কোম্পানী থেকে তুমি মোটা অঙ্কের ক্ষতিপূরণ পাবে।

ড্যান লুপের কাছে পরামর্শটা বেশ লোভনীয় মনে হ'ল। তাই তিনি গাড়ির সামনে শুয়ে গুরুতর আহত হওয়ার অভিনয় করতে থাকলেন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! হঠাৎ করেই গাড়িটি গড়িয়ে তার শরীরের উপর উঠে যায়। আর মুহূর্তের মধ্যে গাড়িটিতে আগুন ধরে যায়। তার পুরো শরীর পুড়ে একেবারে ঝলসে যায়!

শিক্ষা : উপরের ঘটনা দু'টি একত্রিত করলে আমরা একটিই বার্তা পাই। তা হ'ল অতি চালাকির পরিণাম কখনোই ভালো হয় না। লোভ ও ধূর্ততা অকল্যাণ বৈ কখনো কল্যাণ বয়ে আনে না। বরং নৈতিকতা, পরিশ্রম ও আল্লাহ্র উপর ভরসাই সফলতার দ্বার উন্মোচন করে।

[গল্পদ্বয় আরবী থেকে অনূদিত

মূল : মুহসিন জব্বার

অনুবাদ : নাজমুন নাঈম

সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, রাবি শাখা

www.tawheederdak.com

নিয়তের শক্তি

-তাওহীদের ডাক ডেস্ক

আল্লাহ হলেন মহাপরাক্রমশালী। তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। আল্লাহ্‌র কাছে চাইলে তিনি মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করে থাকেন। তাঁর কাছে চাইলে খুশী হন এবং বান্দার দো'আ কবুল করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ– 'আর যখন আমার বান্দারা তোমাকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে, (তখন তাদের বল যে,) আমি অতীব নিকটবর্তী। আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেই যখন সে আমাকে আহ্বান করে। অতএব তারা যেন আমাকে আহ্বান করে এবং আমার উপরে নিশ্চিন্ত বিশ্বাস রাখে। যাতে তারা সুপথপ্রাপ্ত হয়' *(বাক্বারাহ ২/১৮৬)*। আর আল্লাহ চাইলেই তা হয়ে যায়। যেমন তিনি বলেন, إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 'যখন তিনি কিছু করতে ইচ্ছা করেন তখন তাকে কেবল বলেন, হও। অতঃপর তা হয়ে যায়' *(ইয়াসীন ৩৬/৮২)*।

হজ্জ-২০২৫-এর শুরুতেই ঘটে গেল এক বিস্ময়কর ঘটনা। বিশ্বের সকল মুসলিম অন্তত জীবনে একবার হলেও হজ্জ পালনের আকাংখা রাখেন। মে মাস থেকেই বিশ্বের সকল প্রান্ত থেকে মানুষ যখন মক্কার পানে যেতে আরম্ভ করেছেন, তখন লিবিয়ান একজন অতি সাধারণ যুবক আমের মাহদী মনছুর আল-গাদ্দাফী। এই বছর হজ্ব পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ২৩শে মে হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে লিবিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের সাবহা বিমানবন্দর পৌঁছলেন। কিন্তু বিমানবন্দরে পৌঁছেই সমস্যা শুরু হ'ল আমেরের নামের শেষে আল-গাদ্দাফী থাকার কারণে। 'আল-গাদ্দাফী' নামটি এখনও কিছু সিস্টেমে সন্দেহজনক হিসাবে চিহ্নিত রয়েছে, যা লিবিয়ার গৃহযুদ্ধের প্রায় দশ বছর পরও অব্যাহত আছে। ফলে নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্যা দেখিয়ে ইমিগ্রেশনে তাকে আটকে রাখা হয়। নিরাপত্তা বাহিনীর লোকেরা তাকে বলল, 'একটু অপেক্ষা করুন, আমরা চেষ্টা করছি সমস্যাটা সমাধান করতে'।

এই সময়ে অন্যান্য হজ্জযাত্রীরা তাদের ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া শেষ করে প্লেনে উঠে পড়ে। নির্ধারিত সময়ে পাইলট প্লেনের দরজা বন্ধ করে দেয়। কিছু সময় পর আমেরের সমস্যা সামাধান হলেও সময় ও নিরাপত্তার অযুহাত দেখিয়ে পাইলট দরজা খুলতে রাযী হ'ল না। তাই আমেরকে ফেলে রেখেই প্লেন চলতে শুরু করল এবং উড়ে গেল!

প্লেন উড়ে গেলে এক অফিসার তাকে বলল, এ বছর আল্লাহ তোমার জন্য তা ইচ্ছা করেননি। তখন আমের দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, 'আমার নিয়ত হজ্জের, ইনশাআল্লাহ আমি যাব। আর হজ্জ করতে না পারলে বাড়ি ফিরব না। অফিসার তাকে সান্ত না দিয়ে বলল, মন খারাপ করো না, হয়তো এটা তোমার কপালে ছিল না। কিন্তু আমের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি বললেন, 'ইনশাআল্লাহ বিমান আবার আমার জন্য ফিরবে। এখান থেকে সরব না যতক্ষণ না আমার হজ্জে যাওয়া হচ্ছে'।

কিছুক্ষণ পর ফ্লাইটে একটি প্রযুক্তিগত ত্রুটি দেখা দেয় এবং তা ফিরে আসতে বাধ্য হয়। একটু দেরি ও সামান্য মেরামতের পর আবার ফ্লাইটটি যাত্রা শুরু করলেও পাইলট আমেরের জন্য দরজা খুলতে রাযী হয়নি। অফিসার আবার বলল, হয়তো তোমার ভাগ্যে নেই'। কিন্তু আমের ছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, স্থির ও দৃঢ়চেতা। হতাশার ভেতরেও ঈমানের আলো জ্বেলে উঠে। সে বলল, আমার নিয়ত হজ্জের, ইনশাআল্লাহ আমি যাবই'।

প্লেনটি আবার উড়ে গেল এবং কিছুক্ষণ পর আরেকটি খবর এল যে প্লেনটিতে আবারও যান্ত্রিক সমস্যা হয়েছে এবং তা ফিরে আসছে! প্লেনটি ফিরে এল, মেরামত করা হ'ল। কিন্তু এবার পাইলট নিজেই বললেন, 'আমি আর উড়ব না, যতক্ষণ না আমের প্লেনে ওঠে'। শেষ পর্যন্ত আমের প্লেনে উঠল। পাইলট স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে তার একটি ছবি তুলেছিল এবং তারা নিরাপদে সউদী আরবে পৌঁছেছিল। অতঃপর আমের সউদী আরবে পৌঁছে ১ মিনিট ২ সেকেণ্ডের একটি ভিডিও বার্তায় তার এই কাহিনী বর্ণনা করেন। যেখানে তাকে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে হাসতে দেখা যায়। যা মুহূর্তে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়।

এজন্য আল্লাহ্‌র সুন্দর নামসমূহের একটি 'আল-কাহ্হার' (পরাভূতকারী, বশীভূতকারী)। অর্থাৎ তিনি কারণ সমূহকে পরাভূত করেন। আপনার জন্য সব নিয়ম ভেঙে দিতে পারেন, কেবল আপনাকে সন্তুষ্ট করার জন্য। তাই 'কীভাবে', 'কখন' এসব নিয়ে বেশি চিন্তা না করে বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। তিনি চাইলে যেকোন পরিস্থিতি উল্টে দিতে পারেন এবং পথ সহজ করে দিবেন। এমনকি অসম্ভবকেও বাস্তবে রূপ দেবেন। শর্ত একটাই নিয়ত হোক পবিত্র, আর ঈমান হোক অটল।

আল-হেরা বস্ত্রালয়

প্রো : মুহাম্মাদ মোকাম্মাল

এখানে পাঞ্জাবী, পায়জামা, ট্রাউজার, লুঙ্গি, টুপি, আতর-সুরমা, মহিলাদের বোরখা, হিজাব, হাত-পা মোজাসহ ছোটদের জিরো থেকে সবধরণের পোষাক সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

যোগাযাগ : ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী। ০১৭৩১-৫২০০৪০

সংগঠন সংবাদ

‘ফিলিস্তীনে ইস্রাঈলের বর্বরচিত গণহত্যা : মুসলিম উম্মাহ্র করণীয়’ শীর্ষক সেমিনার

৩রা মে শনিবার টিএসসি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় : অদ্য সকাল ১০-টায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মিলনায়তনে ‘ফিলিস্তীনে ইস্রাঈলের বর্বরচিত গণহত্যা : মুসলিম উম্মাহ্র করণীয়’ শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকার কথা ছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য ড. সালেহ হাসান নকীব। কিন্তু তিনি বিশেষ কারণে উপস্থিত থাকতে পারেননি। অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর মুহতারাম আমীরে জামা‘আত ও অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক খন্দকার মুহাম্মাদ মাহমূদুল হাসান, চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মুহাম্মাদ তরুণ হাসান, ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আব্দুন নূর, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ ও দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আরাফাত যামান। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ‘যুবসংঘ’-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ‘যুবসংঘ’-এর সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল ওয়াহেদ। সেমিনারে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ছাত্র-শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

কেন্দ্রীয় কাউন্সিল প্রশিক্ষণ

৯ ও ১০ই মে শুক্র ও শনিবার নওদাপাড়া, রাজশাহী : গত ৯ ও ১০ই মে শুক্র ও শনিবার আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর পূর্ব পার্শ্বস্থ মারকাযী জামে মসজিদের দ্বিতীয় তলায় ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় উদ্যোগে দু’দিন ব্যাপী কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালামের সভাপতিত্বে প্রথম দিন সকাল ৬-টায় হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির-এর অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত ও ‘যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক রাক্বীবুল ইসলামের ইসলামী জাগরণী পরিবেশনের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অতঃপর ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ স্বাগত ভাষণ ও ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম উদ্বোধনী বক্তব্য এবং কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ প্রশিক্ষণ নির্দেশনা প্রদান করেন।

অতঃপর শেষদিন পর্যন্ত প্রশিক্ষকগণ পূর্বনির্ধারিত বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। (১) ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠায় বাধাসমূহ ও উত্তরণের উপায়), (২) গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (ভারতবর্ষে সমাজ সংস্কারে আহলেহাদীছ সংগঠনসমূহের ভূমিকা), (৩) শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব (ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় বিজাতীয় মতবাদের ক্ষতিকর দিকসমূহ), (৪) যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার (গঠনতন্ত্র অনুসরণের গুরুত্ব ও লঙ্ঘনের ফলাফল), (৫) সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. নূরুল ইসলাম (ইসলামী দাওয়াহ ও ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স), (৬) ড. মুখতারুল ইসলাম (কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য), (৭) মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ (সোশ্যাল লিডারশিপ), (৮) বর্তমান কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম (সাংগঠনিক জীবনে চেইন অফ কমাণ্ড ও সাংগঠনিক আচরণবিধি), (৯) সাধারণ সম্পাদক ফয়ছাল মাহমূদ (জনশক্তি বৃদ্ধির উপায়), (১০) প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুন নূর (কর্মপদ্ধতির আলোকে তাবলীগ বা প্রচারের পদ্ধতিসমূহ অনুসরণের গুরুত্ব), (১১) ‘আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামে’র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ডা. মুহাম্মাদ ছাবিত (বুদ্ধিবৃত্তিক আধুনিক বিশ্বে কর্মীদের আত্মগঠনের গুরুত্ব ও করণীয়), (১২) রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এণ্ড কলেজের শিক্ষক মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান (টাইম ম্যানেজমেন্ট ও টিম ওয়ার্ক), (১৩) আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার শিক্ষক ক্বারী আব্দুল আউয়াল (তাজবীদ শিক্ষা ও মশক)।

১ম দিন যোহরের পূর্বে বিশেষ অতিথির ভাষণ প্রদান করেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম এবং দ্বিতীয় দিন যোহরের পূর্বে প্রধান অতিথি ভাষণ প্রদান করেন ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর **মুহতারাম আমীরে জামা‘আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। তিনি তাঁর ভাষণে জান্নাত পিয়াসী যুবকদের করণীয় ও ইসলামী খেলাফতের রূপরেখা তুলে ধরেন।

উল্লেখ্য যে, প্রশিক্ষণের ১ম দিন রাত ৮-টার পর উপস্থিত বক্তব্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতা ১ম স্থান অধিকার করেন মুহাম্মাদ ইলিয়াস (চট্টগ্রাম); ২য় স্থান আব্দুল্লাহ আল-মামুন (গাইবান্ধা পশ্চিম); ৩য় স্থান মীযানুর রহমান (দিনাজপুর-পশ্চিম) এবং বিশেষ পুরস্কার প্রাপ্ত হন আব্দুল কাদের (দিনাজপুর-পূর্ব)। এছাড়াও ২য় দিন আলোচকদের আলোচনা শেষে মূল্যায়ন পরীক্ষার আয়োজন করা হয়। মূল্যায়ন পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকার করেন মীযানুর রহমান (দিনাজপুর-পশ্চিম); ২য় স্থান আব্দুল কাদের (দিনাজপুর-পূর্ব); ৩য় স্থান মুহাম্মাদ ওয়ালী উল্লাহ (চাঁদপুর) এবং মুহাম্মাদ ইলিয়াস (চট্টগ্রাম) ও আল-আমিন (কুমিল্লা)-কে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়।

২য় দিন যোহরের পূর্বে আমীরে জামা‘আতের ভাষণ শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া। অতঃপর কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালামের সমাপনী বক্তব্য ও দো‘আ পাঠের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ শেষ হয়। এই অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আহমাদুল্লাহ, তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক জয়নুল আবেদীন, সমাজকল্যাণ সম্পাদক সাজিদুর রহমান ও দফতর সম্পাদক আরাফাত যামান।

প্রশিক্ষণ

বগুড়া, ২রা মে, শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর ‘যুবসংঘ’ বগুড়া সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে ছোট বেলাইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘যুবসংঘে’র সভাপতি রামাযান আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান এবং ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন ‘যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ আব্দুন নূর ও দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আরাফাত যামান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি হাফেয মুখলেছুর রহমান। উক্ত প্রশিক্ষণে বিভিন্ন উপযেলা হ’তে আগত প্রায় ১৫০ জন দায়িত্বশীল অংশগ্রহণ করেন।

সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)

১. প্রশ্ন : পারস্য সম্রাট কিসরা-র নিকটে কোন পত্রবাহক ছাহাবী গিয়েছিলেন?
উত্তর : আব্দুল্লাহ বিন হুযাফাহ সাহমী (রাঃ)।

২. প্রশ্ন : হাত্বেব বিন আবু বালতা'আহ লাখমী (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর পত্র কার নিকটে নিয়ে গিয়েছিলেন?
উত্তর : মিসর রাজ মুক্বাউক্বিস-এর নিকটে।

৩. প্রশ্ন : ইয়ামামার শাসক হাওযাহ বিন 'আলী হানাফীর নিকটে কোন পত্রবাহক ছাহাবী গিয়েছিলেন?
উত্তর : সালীত্ব বিন 'আমর আল-'আমেরী (রাঃ)।

৪. প্রশ্ন : শুজা' বিন ওয়াহাব আল-আসাদী রাসূল (ছাঃ)-এর পত্র কার নিকটে নিয়ে গিয়েছিলেন?
উত্তর : বালক্বা (দামেশক্ব)-এর শাসক হারেছ বিন আবু শিম্র আল-গাসসানীর নিকটে।

৫. প্রশ্ন : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন সম্রাটের গায়েবানা জানাযা পড়েছিলেন?
উত্তর : হাবশার সম্রাট নাজাশীর।

৬. প্রশ্ন : হাবশার সম্রাট নাজাশীর নিকটে কোন পত্রবাহক ছাহাবী গিয়েছিলেন?
উত্তর : 'আমর বিন উমাইয়া যামরী (রাঃ)।

৭. প্রশ্ন : 'আমর বিন উমাইয়া যামরী কখন মৃত্যুবরণ করেন?
উত্তর : মু'আবিয়া (রাঃ)-এর খেলাফতকালে মদীনায়।

৮. প্রশ্ন : খায়বর যুদ্ধ মুসলিম পক্ষে কতজন শহীদ হন?
উত্তর : ১৬ জন।

৯. প্রশ্ন : খায়বর যুদ্ধ ইহূদী পক্ষে কতজন নিহত হয়?
উত্তর : ৯৩ জন।

১০. প্রশ্ন : খায়বর যুদ্ধের সময় কে মদীনার প্রশাসক ছিলেন?
উত্তর : সেবা' বিন উরফুত্বাহ গেফারী (রাঃ)।

১১. প্রশ্ন : খায়বর যাত্রাপথে কে কবিতা আবৃতি করেছিলেন?
উত্তর : 'আমের ইবনুল আকওয়া' (রাঃ)।

১২. প্রশ্ন : খায়বর যাত্রাপথে কোথায় রাসূল (ছাঃ) আছরের ছালাত পড়েন?
উত্তর : খায়বরের সন্নিকটে 'ছাহবা' নামক স্থানে।

১৩. প্রশ্ন : মদীনা হ'তে খায়বরের দূরুত্ব কত?
উত্তর : প্রায় ১৭০ কি. মি. উত্তর-পূর্বে।

১৪. প্রশ্ন : খায়বরের জনবসতিতে মোট কতটি দুর্গ ছিল?
উত্তর : ৮টি।

১৫. প্রশ্ন : খায়বরে নিজের আঘাতে শহীদ হন কোন ছাহাবী?
উত্তর : 'আমের ইবনুল আকওয়া' (রাঃ)।

১৬. প্রশ্ন : কোন দূর্গ জয়ের পিছনে রাসূল (ছাঃ) দো'আ ছিল?
উত্তর : খাদ্যসম্ভারে পূর্ণ সা'দ বিন মু'আয দুর্গ।

কুইজ

১. প্রশ্ন : রূমা কূপ কে ক্রয় করে ওয়াক্বফ করেছিলেন?
উত্তর :...।

২. প্রশ্ন : সূরা ফুরক্বানের ৬৩ থেকে ৭৩ পর্যন্ত আল্লাহ্র অনুগ্রহশীল বান্দার কতটি গুণের কথা বলা হয়েছে?
উত্তর :...।

৩. প্রশ্ন : কার দৃঢ় নিয়তের কারণে দু'বার বিমান ফিরে এসেছিল? উত্তর :...।

৪. প্রশ্ন : শায়খ আব্দুর রহীম ম্যাকার্থী কত বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন?
উত্তর :...।

৫. প্রশ্ন : শায়খ আব্দুল হক হাশেমী কত বছর শিক্ষকতা করেন?
উত্তর :...।

৬. প্রশ্ন : সাম্প্রতি ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে ভারতের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কত?
উত্তর :...।

৭. মু'আযকে রাসূল (ছাঃ) কতটি উপদেশ দিয়েছিলেন?
উত্তর :...।

প্রতিযোগীর নাম : ....
পিতার নাম : ....শ্রেণী : ....
শাখা : ....মোবাইল : ....
প্রতিষ্ঠানের নাম/ঠিকানা :...
....
....।

গত সংখ্যার উত্তর : ১. পাঁচশ বছর পূর্বে ২. ১ হ'তে ৩ লিটার ৩. ৮টি ৪. ২০১০ সালে ৫. ছিয়াম নিয়ে বিস্ময়কর তথ্য দিয়ে ৬. আমার দিকে হিজরত করে আসার সমপরিমাণ ৭. ৭দিন ৮. দাঊদ (আঃ)।

গত সংখ্যায় অসংখ্য সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য হ'তে লটারীর মাধ্যমে পুরস্কার প্রাপ্ত ৩ জন হ'ল-

১ম : সিমলা আক্তার বর্ণা, ৮ম শ্রেণী (আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, রাজশাহী, বালিক শাখা)।

২য় : মুহাম্মাদ মুক্তাকীন হক, ৫ম শ্রেণী (আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, রাজশাহী, বালক শাখা)।

৩য় : মুহাম্মাদ সাকিবুর রহমান, ৭ম শ্রেণী (আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, রাজশাহী, বালক শাখা)।

নির্দেশনা : কুইজের সকল উত্তর অত্র সংখ্যায় রয়েছে।

বর্ণের খেলা

নির্দেশনা :
বৃত্তের প্রতিটি অংশে একটি করে অর্থবোধক শব্দ দেওয়া আছে। তবে মনে রাখতে হবে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটি কিংবা দু'টি অক্ষর খুঁজে পাবেন না। এ বর্ণগুলো বের করে পুনর্বিন্যাস করলে ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি যুব সংগঠনকে বুঝাবে।

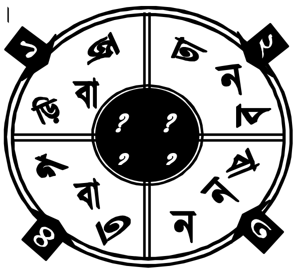

? ....
১........................
২........................
৩........................
৪........................

প্রতিযোগীর নাম : ....
পিতার নাম : ....**শ্রেণী :** ....
শাখা : .... **মোবাইল :** ....
প্রতিষ্ঠানের নাম/ঠিকানা : ....
....।

গত সংখ্যার সুডোকু-এর সঠিক উত্তর

৮	৯	১	২	৭	৫	৪	৩	৬
৭	২	৬	৪	৩	৯	৮	১	৫
৪	৩	৫	৬	১	৮	২	৭	৯
১	৪	৩	৫	৯	৭	৬	২	৮
৯	৮	৭	৩	২	৬	৫	৪	১
৫	৬	২	১	৮	৪	৩	৯	৭
৩	৭	৯	৮	৫	২	১	৬	৪
২	৫	৪	৭	৬	১	৯	৮	৩
৬	১	৮	৯	৪	৩	৭	৫	২

গত সংখ্যার সুডোকু-এর সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য হ'তে লটারীর মাধ্যমে পুরস্কার প্রাপ্ত ৩ জন হ'ল-

১ম ইশতিয়াক আহমাদ (৮ম শ্রেণী আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, রাজশাহী, বালিক শাখা); **২য়** সুলায়মান হোসাইন (ঝিকরগাছা, যশোর)। **৩য়** তাওহীদ হোসাইন (মহাদেবপুর, নওগাঁ)।

(১) নির্ধারিত অংশ কেটে নিম্নের ঠিকানায় পাঠাতে হবে- বিভাগীয় সম্পাদক, আইকিউ, তাওহীদের ডাক, নওদাপাড়া, আমচত্ত্বর, রাজশাহী। ০১৭৭৪-৫৮৫৭৯৪।

(২) নির্ধারিত অংশ পূরণ করার পর গোটা পৃষ্ঠার ছবি তুলে ০১৭৭৪-৫৮৫৭৯৪ নম্বরে হোয়াটসআপ করতে হবে।

সতর্কীকরণ : কোনরূপ কাটাকাটি বা ফটোকপি করে পূরণ বা যে কোন ধরনের অসদুপায় অবলম্বন গ্রহণযোগ্য নয়।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বাংলাদেশ)

১. প্রশ্ন : বর্তমানে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা কতজন?
উত্তর : ২৩ জন।

২. প্রশ্ন : দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ কোন দেশের কাছ থেকে (LNG) আমদানী করে?
উত্তর : ওমান ও কাতার থেকে।

৩. প্রশ্ন : দেশের প্রথম টানেলের বর্তমান নাম কী?
উত্তর : কর্ণফুলী টানেল।

৪. প্রশ্ন : দেশের প্রথম স্যাটেলাইটের বর্তমান নাম কী?
উত্তর : বাংলাদেশ স্যাটেলাইট।

৫. প্রশ্ন : সাম্প্রতি (CID) কোন ধরণের মুদ্রা জব্দ করেছে?
উত্তর : ক্রিপ্টোকারেন্সি বা ভার্চুয়াল মুদ্রা।

৬. প্রশ্ন : বায়ু দূষণে বাংলাদেশের অবস্থান কততম ?
উত্তর : দ্বিতীয়।

৭. প্রশ্ন : বর্তমানে দেশে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কতটি?
উত্তর : ৩৫তম।

৮. প্রশ্ন : দেশের দীর্ঘতম রেলওয়ে সেতুর নাম কি?
উত্তর : যমুনা রেলসেতু।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বিশ্ব)

১. প্রশ্ন : ১৩ই মার্চ ২০২৫ কোন দেশের প্রেসিডেন্ট অস্থায়ী সংবিধানে স্বাক্ষর করেন?
উত্তর : সিরিয়া।

২. প্রশ্ন : এশিয়ার প্রথম সাবেক রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে কে (ICC) আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের বিচারের সম্মুখীন হন?
উত্তর : রদ্রিগো দুতার্তে (ফিলিপাইন)।

৩. প্রশ্ন : বর্তমানে কানাডার প্রধানমন্ত্রীর নাম কি?
উত্তর : মার্ক কার্নি।

৪. প্রশ্ন বৈশ্বিক অস্ত্র রফতানীতে শীর্ষ দেশের নাম কি?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র।

৫. প্রশ্ন : বৈশ্বিক অস্ত্র আমদানীতে শীর্ষ দেশের নাম কি?
উত্তর : ইউক্রেন।

৬. প্রশ্ন : বৈশ্বিক বায়ু দূষণে শীর্ষ দেশের নাম কি?
উত্তর : শাদ।

৭. প্রশ্ন : বায়ু দূষণে শীর্ষ রাজধানীর নাম কি?
উত্তর : নয়াদিল্লী, ভারত।

৮. প্রশ্ন : সম্প্রতি কোন দেশ হাতি কূটনীতি শুরু করেছে?
উত্তর : মায়ানমার।

আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

অর্ডার করুন

০১৭৭০-৮০০৯০০

www.hadeethfoundationbd.com

বইটির গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়

- আশূরার গুরুত্ব ও ফযীলত
- কারবালার সঠিক ইতিহাস
- আশূরা সম্পর্কিত বিদ'আত সমূহ
- আশূরা উপলক্ষে করণীয় ও বর্জনীয়
- মু'আবিয়া (রাঃ) ও ইয়াযীদ সম্পর্কে সঠিক আক্বীদা

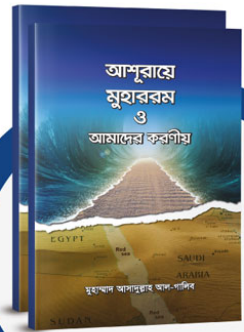

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী, মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০

হাদীছ ফাউণ্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত কিছু মোবাইল এ্যাপ

এ্যাপগুলো পেতে স্ক্যান করুন অথবা ভিজিট করুন-
https://cutt.ly/aGkuINB

আইটি বিভাগ, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭২০-০৫৯৪৪২, ০১৪০৪-৫৩৬৭৫৪।

GET ON Google Play

ATAB MEMBER

Biman BANGLADESH AIRLINES

ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস

(ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬ ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২)

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস (সাবেক ক্বাযী হজ্জ কাফেলা) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহর পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্‌র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহ্‌র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।

বিঃ দ্রঃ

- সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।
- প্রতিমাসে ওমরাহ্‌র প্যাকেজ চালু আছে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০। মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels1967@gmail.com

রাজশাহী অফিস : ক্বাযী হারূণুর রশীদ, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট নওদাপাড়া (আম চত্বর)। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি

সকল বিধান বাতিল কর অহি-র বিধান কায়েম কর

LIVE

Ahlehadeeth Andolon Bangladesh

Bangladesh Ahlehadeeth Youth Association

Monthly At Tahreek

১২ জুলাই, শনিবার সকাল ৯-টা

স্থান : ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তন রমনা, ঢাকা।

কর্মী সম্মেলন ২০২৫

প্রধান অতিথি

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আমীর, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

সভাপতি

মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম

কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭২১-৯১১২২৩। Web: www.juboshongho.org